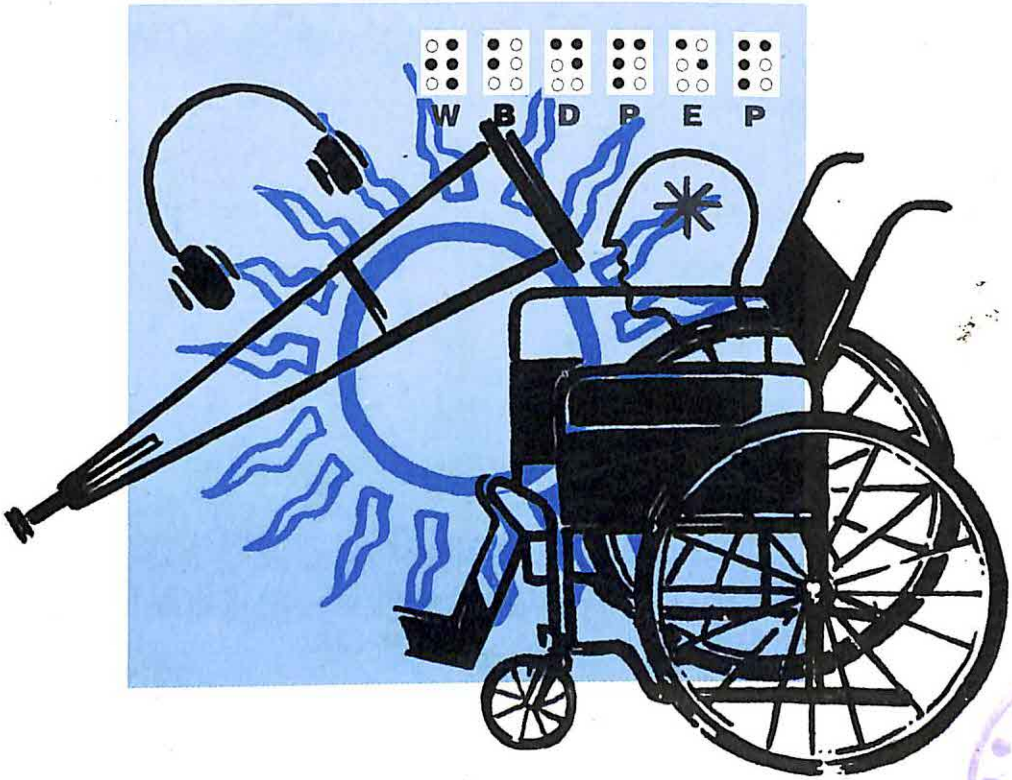
প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী নির্দেশাবলীর সংকলন



জেলাশাসকের কার্যালয়, হাওড়া সমাজ কল্যাণ বিভাগ

ও

পশ্চিমবঙ্গ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

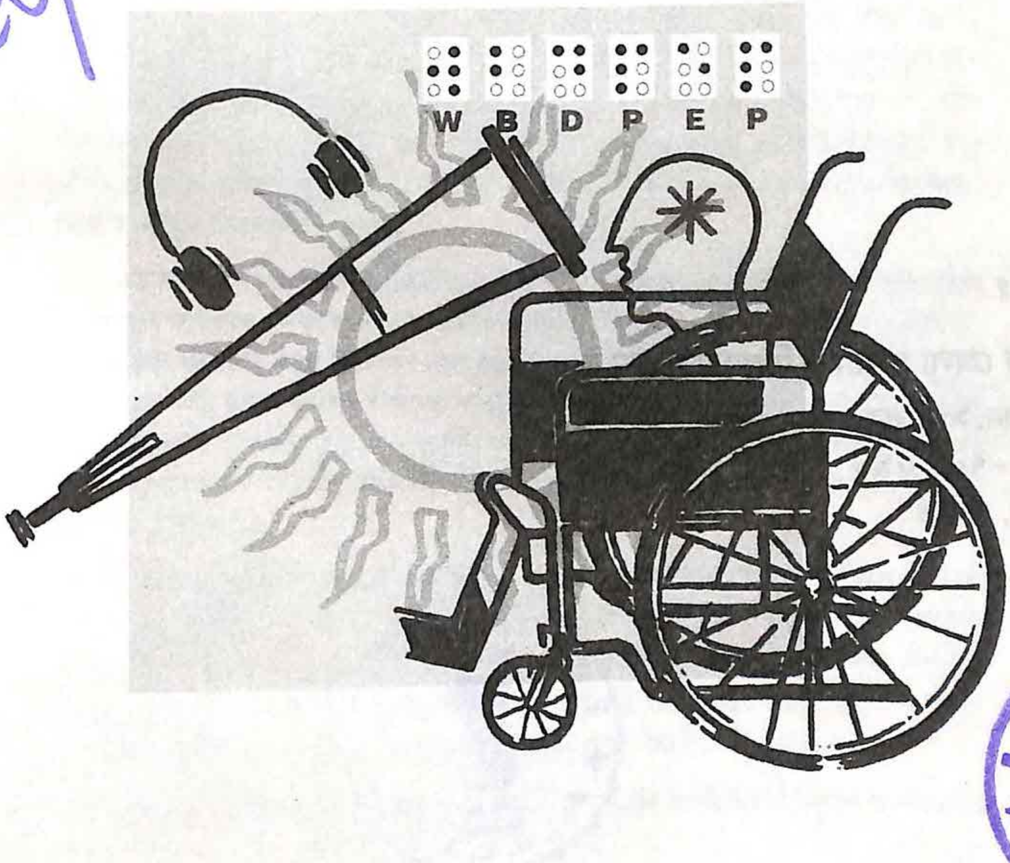
বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা

W B D P E P

DPEP

প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী নির্দেশাবলীর সংকলন



জেলাশাসকের কার্যালয়, হাওড়া সমাজ কল্যাণ বিভাগ

ও

পশ্চিমবঙ্গ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা

WBDPEP

DPEP

প্রকাশ ঃ

মে '২০০০

সংকলন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

বিকাশ ভবন, সল্টলেক

কলিকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ভূমিকা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কার্যকরী করতে পশ্চিমবঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বা সংক্ষেপে ডি. পি. ই. পি. দশটি জেলায় শুরু হয়েছে। সর্বজনীন আর সকলের জন্য কথা দুটিকে মেলাতে গিয়ে সমাজে যে একটা বেশ নজর কাড়া অংশ প্রায়ই অবহেলিত হচ্ছে তা চোখে পড়ে। এই সব অবহেলিত মানুষগুলির মধ্যে আছে সেই সব শিশু যারা প্রকৃতির প্রতিকূল আচরণে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে এসেছে। এরা অবহেলিত কারণ এদের সমাজের আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মত ভাবা হয় না। ফলে এদের ভাগ্যে সুযোগের চেয়ে করুণাই প্রাপ্য হয় বেশী। ধীরে ধীরে হীনমন্যতায় এদের সুকুমার ও বলিষ্ঠ গুণগুলি ধ্বংস হতে থাকে। এরা যে স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে একই সঙ্গে পড়াশোনা এমনকি কিছু কিছু খেলাধূলা এবং অন্যান্য কাজ কর্মও সমানভাবে করতে পারে তা অনেক সময়েই ভাবা হয় না।

এদের দিকে শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল এদের জন্য যে সব বিশেষ ব্যবস্থা আছে তা সমাজের অধিকাংশ মানুষই জানেন না। এদের যে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়, এ ভাবনাটাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে। কাজ করতে গিয়ে যে অভাবটা বেশী করে অনুভূত হল—তা হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই সব প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা এবং তার উপকারিতা রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থা দিচ্ছেন তার সংবাদ সর্বসাধারণে পৌছে দেওয়া। তবেই সমাজ সচেতনভাবে এদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে এদের গড়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং এরা সমাজের মূলস্রোতে মিশতে পারবে।

এমনই এক মুহূর্তে হাওড়া জেলা শাসকের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রকাশিত *"Handbook for the Handicapped"* বইটি হাতে আসে। বইটি পড়ে মনে হল অনুরূপ বই যদি বাংলায় অনুবাদ করে এবং এর সঙ্গে আরো যে সমস্ত সরকারী নির্দেশাবলী ও ইস্তাহার ইত্যাদি আছে সেগুলির সংকলন করে বাংলায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা যায় তবে হয়ত এই অভিযান অনেকখানি গতি পাবে। পুস্তিকাটি সরকারী, বেসরকারী, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য সংস্থায় বিতরণ করা হবে।

পুস্তিকাটি প্রতিবন্ধী শিশুদের সমন্বিত শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগলে উদ্দেশ্য সার্থক হবে।।

৩/১২/১৯৯৯
বিকাশ ভবন
কলিকাতা - ৯১

রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম (ডব্লু বি ডি পি ই পি)

মুখবন্ধ

প্রতিবন্ধীরা সমাজের সম্মানিত সভ্য। প্রকৃতি তাঁদের কিছু প্রতিবন্ধকতা দিয়েছেন, সেজন্য সমাজের কাছে তাঁরা কিয়ৎ পরিমাণে বাড়তি সুযোগ দাবি করেন। দাবি ন্যায্য, কেননা প্রকৃতির বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের খানিকটা কর্তব্য কর্ম থাকে।

সমাজের দায় আদতে রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের ক্লেশমোচনে এগিয়ে আসতে নৈতিকভাবে বাধ্য। নইলে নাগরিকদের মধ্যে প্রকৃত সাম্য বা ন্যায় আসে না। ভারতেও রাষ্ট্র বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে। জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের একটু এগিয়ে দিতে নানপ্রকার বিধি ব্যবস্থার আয়োজন হয়েছে। আইন-কানুন, নিয়মপত্র ধীরে ধীরে আরও প্রতিবন্ধী-সংবেদী হচ্ছে।

আক্ষেপের কথা সরকারি বিধি ব্যবস্থার কথা সর্বজনবিদিত নয়। আইন আগোচরে থাকে, কাগজ হারিয়ে যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা সংগঠনগুলির এ নিয়ে আক্ষেপ আছে। সে জন্য কিছুকাল আগে হাওড়া জেলায় আমরা একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করি। প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে সরকারি সকল নিয়ম-নির্দেশগুলি দুটি মলাটের মধ্যে ছেপে বের করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দফতরের অনুকূলে এবং হাওড়া জেলা পরিকল্পনার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত সেই বই রাজ্যের মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সরকার এবং অন্যরা খুব খুশি হন।

এই বইটি পরে ডি. পি. ই. পি. অফিসের কর্ণধার শ্রী রাজীব সিন্‌হা, আই. এ. এস., কোনও সূত্রে পান। তিনি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হয়ে ঠিক করেন, বইটি বাংলা অনুবাদে এবং ঈষৎ সংযোজিত চেহারায় সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। বর্তমান সংকলনগ্রন্থ তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও অনুকূলে বেরোচ্ছে। তবে মূল বই এবং বর্তমান সংস্কারণের পিছনে প্রকৃত সারথি ছিলেন শ্রীমতী মধু গুপ্তা। হাওড়া জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের এই আধিকারিক অসীম যত্নে ও উদ্যোগে বইটিকে তৈরি করেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য। তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী হিসেবে থেকেছেন শ্রী নিলয় রায়, রাজ্য আই. ডি. সমন্বয়কারী, ডি.পি.ই.পি। ডিপিও শ্রী মনোজ দে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আমাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক (বিচার বিভাগীয়) শ্রী প্রবোধচন্দ্র পাত্রও ধন্যবাদার্হ।

এই বই মানুষের কাজে লাগলে খুশি হব। ইতি —

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়
জেলাশাসক, হাওড়া

হাওড়া
১৪.১২.৯৯

সূচীপত্র

বিষয়		পৃঃ সংখ্যা

বিষয়	পৃঃ সংখ্যা

প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ঃ

অক্ষমতা (disability) হল এমন একটি শারীরিক সমস্যা যা অন্য অধিকাংশ লোকেরা যে কাজ করতে সক্ষম সেইসব কাজ করার সামর্থকে সীমিত করে ফেলে। এটি মূলতঃ শারীরিক অবক্ষয়ের মতো অবস্থা। যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক সমস্যাটি শিক্ষাগত, সামাজিক, বৃত্তিমূলক বা অন্যান্য সঙ্কট সৃষ্টি না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন অক্ষম (disabled) প্রতিবন্ধী (handicapped) নয়।

প্রতিবন্ধী (handicap) শব্দটি দ্বারা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা অথবা আচরণ বৈশিষ্টের জন্য একজন ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে আলাদা বিবেচিত হওয়ায় যেসব সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাকে বোঝানো হয়।

প্রতিবন্ধিতার ধরন ও শ্রেণীবিভাগ ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ প্রতিবন্ধী। এরা হলেন অস্থিগত প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও আংশিক দৃষ্টিমান, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও বাক্ -প্রতিবন্ধী, শিখন প্রতিবন্ধী, মানসিক (বোধ) প্রতিবন্ধী ও বহু প্রতিবন্ধী।

মানসিক প্রতিবন্ধী ঃ

মানসিক প্রতিবন্ধিতা হল জীবনের শুরু থেকে বুদ্ধি বৃত্তির দৌর্বল্য, বাড়ন্ত বয়সে মানসিক (বোধ) বিকাশের ধীরগতি, শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতা এবং সামাজিক ও আচরণগত সামঞ্জস্য সাধনের অভাব। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন্টাল রিটারডেশন আধুনিককালে হার্বাট গ্রসম্যান-এর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে যে সংজ্ঞাটি প্রকাশ করেন তাই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। এই সংজ্ঞাটি হল "মানসিক প্রতিবন্ধিতা বলতে সাধারণতঃ গড় বুদ্ধির চেয়ে সুস্পষ্টভাবে কম বুদ্ধি যা অভিযোজনমূলক আচরণের স্বল্পতার সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অবস্থাটি বিকাশমূলক পর্যায়ে বা বাড়ন্ত বয়সে প্রকাশ পায়।" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, (ক) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক কোন অদর্শায়িত বুদ্ধি অভীক্ষা অনুসারে ৭০ বা তার কম হবে, (খ) প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি হবে মাতৃদেহে জাইগোট গঠন থেকে শিশুর বয়স ১৮ বৎসর হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে, (গ) ব্যক্তির উনস্বাভাবিক ধী-ক্ষমতা অবশ্যই তার অভিযোজনমূলক আচরণে প্রতিফলিত হবে অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের পরিবেশে ভালভাবে বা স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অক্ষম হবে এবং সমাজের নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী সমাজে অভিযোজিত হতে অক্ষম হবে।

মানসিক প্রতিবন্ধিতা কোন রোগ নয়, এটি একধরনের অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতাটি স্থায়ী প্রকৃতির। অনেক মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে দেখা যায় বাড়ীতে নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করতে। কিন্তু অনেককেই দেখাশোনা করা বেশ কষ্টকর এবং বাড়ীতে রাখাও প্রায় অসম্ভব হয়। অনেকের তুলনামূলকভাবে অতি সামান্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যাতে কেবলমাত্র স্কুলে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। আবার অন্য অনেকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে এত মারাত্মকভাবে অক্ষমতার শিকার যে এমনকি তরুণ বয়সেও তারা বসতে, কথা বলতে বা খেলাধূলা করতে পারে না। যাইহোক অধিকাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি হলেও তারা মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থাকে। একজন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর মনোযোগের মাত্রা কম হয় এবং তার শিখন তথা শিখে মনে রাখবার ক্ষমতাও যথেষ্ট কম হয়। তাই তারা দেরীতে এবং ধীরে কথা বলতে শেখে। তাদের কথাবার্তাও ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে কারণ তাদের উপলব্ধি করবার সামর্থ্যও ত্রুটিপূর্ণ।

পূর্বেই বলেছি, মানসিক প্রতিবন্ধিতা কোন মানসিক রোগ বা অসুস্থতা নয় এবং এটি চিকিৎসায়ও সারে না। অপরদিকে মানসিক রোগ কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসায় সারে। মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও মানসিক রোগের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ঃ —

ক) মানসিক প্রতিবন্ধী বলতে বুঝতে হবে সেই সকল ব্যক্তিকে যাদের বুদ্ধি স্বল্প অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় যথেষ্ট কম। ফলে এদের শিখন ক্ষমতাও কম এবং এরা বয়সোপযোগী সামাজিক আচরণ দেখাতে অক্ষম। এই অবস্থা ব্যক্তির ১৮ বছর বয়সের মধ্যে প্রকাশ পায়।

মানসিক অসুস্থতা হল মনের রোগ যা ব্যক্তির জীবনের যে কোন সময়ে হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক চিকিৎসায় সেরে যায়। মানসিক রোগ ব্যক্তির কোন স্থায়ী অক্ষমতা নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং আচরণঘটিত সমস্যা থেকে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায়

একজন স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ঠিকমত কাজ করতে পারে না কারণ তার চিন্তন প্রক্রিয়া সুগঠিত থাকে না এবং কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়।

খ) মানসিক প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি হয় শিশুর বিকাশগত বাধা থেকে। ব্যক্তি তার জীবন পরিবেশে ক্রমাগত দ্বন্দ ও অসুস্থ অবস্থার সম্মুখীন হলে তার মধ্যে মানসিক রোগের প্রকাশ ঘটে।

গ) কোন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু যেমন মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারে, তেমনি কোন মানসিক ভাবে অসুস্থ ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে সেও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।

	বৈশিষ্ট্যঃ	মানসিক প্রতিবন্ধী	মানসিক অসুস্থ
১)	সমস্যার উৎস জন্মের পূর্বে	প্রায়শঃ	কখনো কখনো
২)	সমস্যার উৎস জন্মের সময়ে	প্রায়শঃ	কখনো কখনো
৩)	১৮ বৎসর বয়সের পূর্বে সমস্যার উদ্ভব হয়	সর্বদাই	কখনো কখনো
৪)	বয়স্ক জীবনে প্রথমে সমস্যার প্রকাশ ঘটে	কখনো না	সাধারণতঃ
৫)	মস্তিষ্কের বিকাশগত অস্বাভাবিকতার ফলে সমস্যার উদ্ভব হয়	সাধারণতঃ	প্রায়শঃ নয়
৬)	সমস্যার উদ্ভব হয় প্রাক্ষোভিক বা আন্তঃমানসিক বাধা থেকে	প্রায়শঃ নয়	সাধারণতঃ
৭)	বুদ্ধি যুক্ত কাজের অভাব থাকে	সর্বদাই	কখনো কখনো
৮)	সাধারণত ব্যক্তিত্বের সমস্যার দ্বারা তৈরী	প্রায়শঃ নয়	সাধারণতঃ

মনোবিজ্ঞানী এবং বিশেষ শিক্ষকরা মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রধাণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

ক) স্বল্পমাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধী বা শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম মানসিক প্রতিবন্ধী ঃ

এদের বুদ্ধ্যঙ্ক গড়ে ৭০-৫০ হয়। এই সকল মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশেষ শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম। বর্তমানে এই শ্রেণীর বহু প্রতিবন্ধী শিশুকেই বিদ্যালয়ের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে স্বাভাবিক শিশুদের মাঝে রেখে চিরাচরিত ভাবে শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

খ) মধ্যম মাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধী বা প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম মানসিক প্রতিবন্ধী ঃ

এদের বুদ্ধ্যঙ্ক গড়ে ৩৫-৪৯ হয়। এই সকল মানসিক প্রতিবন্ধীরা বিশেষ শিক্ষক বা মনোবিজ্ঞানী বা পুনর্বাসন কর্মীর সহায়তায় প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম।

গ) গুরুতর ও গভীর মাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধী ঃ

এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩৪-০ হয়। জন্মের অব্যবহিত পরই এই সকল শিশুকে সনাক্তকরণ সম্ভব। এই সকল শিশুরা সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সহায়তায় নিজেদের যত্ন নেবার কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। এরা সারাজীবনই অন্যের তত্ত্বাবধানে থাকে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে উপস্থিত কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

১) প্রতিবন্ধী শিশু তার সমবয়সী শিশুদের তুলনায় শিখনের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে।

২) প্রতিবন্ধী শিশু কোন বিষয়ে অধিক সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।

৩) কোন নির্দেশ দিলে প্রতিবন্ধী শিশুরা সহজে বুঝতে পারে না।

৪) শিশুর হাঁটা, বসা, কথাবলা প্রভৃতি শারীরিক বিকাশগুলি বয়সের তুলনায় পিছিয়ে যায়।

৫) শিশুকে মলমূত্র ত্যাগের প্রশিক্ষণ দিতে সমস্যা হয়।

৬) শিশুকে একই বিষয়ে বারবার নির্দেশ দিতে হয়।

৭) প্রতিবন্ধী শিশুকে কোন বিমূর্ত বিষয়ে ধারণা দিলে শিশু তা বুঝতে পারে না।

৮) শিশুকে কোন বিষয়ের ধারণা দিতে বারবার মূর্তবস্তুর সহায়তায় শেখাতে হবে।

৯) কোন একটি বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিতে শিশুকে বিষয়টি ছোট ছোট পর্যায়ে ভাগ করে শিক্ষা দিতে হয়।

১০) প্রতিবন্ধী শিশু কোন সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে না।

১১) শিশু তার বয়সোচিত সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না।

১২) শিশু তার সমবয়সী বন্ধুদের সাথে উপযুক্ত মেলামেশায় অক্ষম।

১৩) বয়সের তুলনায় প্রতিবন্ধী শিশুর ভাষার বিকাশ অনেক কম হয়।

১৪) শিশু দেরীতে কথা বলতে শেখে।

১৫) শিশু প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম করতে অসুবিধা বোধ করে।

১৬) শিশুর উপরোক্ত সমস্যা সমূহ ১৮ বৎসর বয়সের পূর্বেই প্রকাশ পায়।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ঃ

বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। অধিকাংশ দেশেই সেই সকল ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন বলা হয় যাদের কোন আলোক প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা নেই। অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন যে, যে সকল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই, তারাই 'অন্ধ' এবং অন্ধরা অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যাদের আমরা অন্ধ বলি তাদের মাত্র ১০% সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন এবং বিদ্যালয়গামী শিশুদের ২০% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। দৃষ্টিহীন বলে পরিচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই আলো, অন্ধকার, ছায়া, চলমান বস্তু ইত্যাদিকে বুঝতে পারেন এবং সম্পূর্ণ অন্ধকার জগতের বাসিন্দ নন।

ভারতে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৯২) অনুসারে কোন ব্যক্তিকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলতে গেলে তাকে নিম্নলিখিত শর্তগুলোর একটি বা একাধিক পূরণ করতে হবে ঃ

ক) ব্যক্তি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হবেন,

খ) ব্যক্তির ভাল চোখে লেন্স ব্যবহারের পরও ব্যক্তির দূরদৃষ্টি ৬/৬০ মিটার বা ২০/২০০ ফুট এর বেশি হবে না; অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক দৃষ্টির ব্যক্তি ৬০ মিটার বা ২০০ ফুট দূরত্ব থেকে স্পষ্টভাবে যা দেখতে পান তাকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে ৬ মিটার বা ২০ ফুট দূরত্বে বা তারও কম দূরত্ব থেকে দেখতে হবে।

গ) ব্যক্তির দৃষ্টিক্ষেত্র ২০ বা তার কম হবে।

শিক্ষাবিদদের মতে যদি কোন শিশুর দৃষ্টি সমস্যার উপযুক্ত চিকিৎসার পরও শিশুর শিক্ষায় তার দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আসে তবেই তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হবে। যে সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তাদের উপস্থিত স্বল্প দৃষ্টিকে শিখনের কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং যাদের দূরদৃষ্টি ২০/২০০ থেকে ২০/৭০ এর মধ্যে হয় তাদের স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন বা অংশিক দৃষ্টিমান শিশু বলে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সকলে একমত নন। বিভিন্ন সংস্থা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তা নিম্নরূপ ঃ -

ক্যাটেগরী ঃ-	শ্রেণী ঃ-	বৈশিষ্ট্য ঃ-
দৃষ্টিহীন	দৃষ্টিহীন/	সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, কোন আলোক প্রত্যক্ষণ ক্ষমতাও থাকে না।
	প্রায় দৃষ্টিহীন	দৃষ্টির বিশ্বাসযোগ্যতা অনুপস্থিত।
আংশিক দৃষ্টিমান	গুরুতর মাত্রায়	দৃষ্টির প্রয়োজন এরূপ কাজকর্ম খুবই অল্প পরিমাণে করতে পারে।
	গভীর মাত্রায়	অধিক দৃষ্টির প্রয়োজন এরূপ কাজকর্মে সমস্যা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তা নিম্নরূপ ঃ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার স্তর	কর্মক্ষমতা
স্বল্প দৃষ্টিমান	সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বা রিসোর্স রুমে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ ধরণের সাজসরঞ্জাম ও আলোকিত ব্যবস্থার সহায়তায় প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিমানদের ন্যায়ই এরা দৃষ্টির প্রয়োজন এরূপ কাজকর্ম করতে সক্ষম।
আংশিক দৃষ্টিমান	দৃষ্টি প্রয়োজন এরূপ কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে এদের অধিক সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয় এবং দৃষ্টি সহায়ক সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও এরা নির্ভুল কাজ করতে প্রায় অক্ষম। এতদসত্ত্বেও এই সকল শিশুরা শিখনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকে ব্যবহার করে এবং সঠিক চিকিৎসার পর এদের দৃষ্টির প্রয়োজন এরূপ কাজ বৃদ্ধি পেতে পারে।
দৃষ্টিহীন	দৃষ্টির প্রয়োজন এরূপ কাজকর্ম করা এদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। এরা শিখনের জন্য প্রধাণতঃ শ্রবণ শক্তি ও স্পর্শক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

নিম্নে চোখের অসুখের কতকগুলি আচরণ ও পূর্বাভাষ দেওয়া হল। শিশুর/ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত পূর্বাভাষ শিশুর/ব্যক্তির দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণ হতে পারে। এরূপ পূর্বাভাষ দেখলে শিশু/ব্যক্তিকে দ্রুত চক্ষু চিকিৎসককে দেখান প্রয়োজন।

১) শিশু ঘনঘন চোখ রগড়ালে।
২) শিশু ঘনঘন চোখ বন্ধ করলে।
৩) শিশু যদি এক চোখ বন্ধ করে কিংবা এক চোখে হাত দিয়ে ঢেকে অন্য চোখে তাকায়।
৪) শিশু যদি পড়ার সময় বই ও খাতা তুলে চোখের খুব কাছে এনে পড়ে বা পড়বার সময় বই ও খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে।
৫) শিশু বা ব্যক্তি যদি পড়বার সময় বইয়ের উপর চোখ না সরিয়ে মাথা সরায়।
৬) কিছু সময় লেখাপড়া করার পর যদি শিশুর খুব মাথা ধরে।
৭) শিশু বা ব্যক্তি যদি ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে তেরছাভাবে তাকায় এবং ব্ল্যাকবোর্ড থেকে খাতায় কোন কিছু টোকার সময় যদি অনেক কিছু বাদ দিয়ে যায়।
৮) চোখের ব্যবহারে চোখ খচখচ করলে।
৯) দূরের জিনিষ স্পষ্টভাবে দেখা না গেলে।
১০) টিভি দেখার সময় বারবার খুব কাছে গিয়ে টিভি দেখলে।
১১) হঠাৎ করে চোখ ফুলে গেলে বা চোখ লাল হলে।
১২) চোখ থেকে ক্রমাগত জল বা পিচুটি ঝরতে থাকলে।
১৩) কষ্টদায়ক চোখ।
১৪) বারবার চোখের পাতা ফুলে ওঠা।
১৫) চোখে চুলকানি, জ্বলন অনুভূতি বা কেটে যাওয়ার মত অনুভূতি।
১৬) শিশু একটু দূরে রাখা খেলনা দেখতে বা চিনতে না পারলে।
১৭) আলোতে তাকাতে অসুবিধা হওয়া।
১৮) কর্ণিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া।
১৯) হঠাৎ করে দেখতে অসুবিধা হওয়া বা ধীরে ধীরে কম দেখা।
২০) রাতকানা বা রাত্রে কম দেখা।
২১) রং চিনতে অসুবিধা হওয়া।
২২) চোখ বন্ধ অবস্থায় বা আলোর অনুপস্থিতিতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকের মত আলোর ঝলক দেখা বা চোখের সামনে কালো কালো বিন্দু বা ঝুলের মত কিছুকে ভেসে বেড়াতে দেখা।
২৩) একই বস্তুকে দুই বা ততোধিক দেখা।
২৪) চোখে রামধনুর রং দেখলে।
২৫) দুটি চোখের দৃষ্টির মধ্যে তফাৎ দেখা দিলে।
২৬) তারারন্ধ্রের মাঝখানে সাদা কিছু দেখা গেলে।
২৭) সন্ধ্যার পর শিশু ঘরের কোণে বসে থাকে, বাইরে বের হতে চায় না, বারবার ঘরের জিনিসপত্র ও দরজায় ধাক্কা খায়।
২৮) শিশুর চোখ ট্যারা বা অস্বাভাবিক আকৃতির।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী ঃ

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শব্দটির ব্যবহার আধুনিক। পূর্বে এমনকি এখনও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বধির বা কালা এবং কানে খাটো ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। বিভিন্ন লেখক ও গবেষক বিভিন্নভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, সেই ব্যক্তিকে বধির বলা যাবে যার শ্রবণ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র কানের সাহায্যে তিনি অন্যের বক্তব্য বুঝতে অক্ষম।

শব্দের তীক্ষ্ণতা বা প্রাবল্যকে ডেসিবল (dB) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কোন ব্যক্তির শ্রবণে অক্ষমতার গভীরতা পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা হয় ব্যক্তি কত (dB) প্রাবল্যের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নে শ্রবণে অক্ষমতার মাত্রা নির্ভর শ্রেণীবিভাগ এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাগত অবস্থান দেখান হল ঃ

প্রতিবন্ধিতার স্তর	শ্রবণে অক্ষমতা	শিক্ষাগত অবস্থান
স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার ব্যক্তি	০–২৬ dB	সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।
অতিসামান্য কানে খাটো	২৭ – ৪০ dB	২৭ – ৩৪ dB প্রাবল্যের শব্দ শুনতে অক্ষমরা সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। ৩৫ – ৫৪ dB প্রাবল্যের শব্দ শুনতে অক্ষমদের নিয়মিতভাবে বিশেষ স্কুলে বা বিশেষ শ্রেণীতে।
স্বল্পমাত্রায় কানে খাটো	৪১ – ৫৫ dB	যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে এদের নিয়মিতভাবে বাক্ ও শ্রুতি সহায়তা দান প্রয়োজন
মধ্যম মাত্রায় কানে খাটো	৫৬ – ৭০ dB	এদের মাঝে মাঝে বিশেষ বিদ্যালয়ে বা বিশেষ ক্লাসে যাওয়ার প্রয়োজন এবং নিয়মিত এদের বিশেষ ধরনের বাক্, শ্রুতি ও ভাষাগত সহায়তা দান প্রয়োজন।
গুরুতর মাত্রায় কানে খাটো বা বধির	৭১ – ৯০ dB	এদের নিয়মিত বিশেষ বিদ্যালয় অথবা বিশেষ ক্লাসে যাওয়ার প্রয়োজন এবং এদের নিয়মিত বিশেষ ধরনের বাক, শ্রুতি, ভাষা এবং শিক্ষাগত সহায়তা দান প্রয়োজন।
গভীর মাত্রায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী	৯০ dB -র উর্দ্ধে	এদের নিয়মিত বিশেষ বিদ্যালয়ে বা ক্লাসে যাওয়ার প্রয়োজন এবং এদের নিয়মিত বিশেষ ধরনের বাক্, শ্রুতি, ভাষা এবং শিক্ষাগত সহায়তা প্রয়োজন।

কোন শিশুর মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা গেলে তাকে প্রাথমিকভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

১) শিশুর সঙ্গে কথা বলবার সময় শিশু বক্তার মুখের/ ঠোঁটের দিকে তাকায় না / বক্তার প্রতি মনোযোগ দেয় না।

২) শিশুর পেছনে কোন ঘন্টা বাজালে শিশু পিছন ফিরে ঘন্টার দিকে তাকায় না বা শব্দের উৎস অনুসরণের চেষ্টা করে না।

৩) শিশুর সামনে কোন ঘন্টা বাজালে শিশু শব্দের প্রতি মনোযোগী হয় না।

৪) শিশুর কানে ফিসফিসিয়ে কথা বললে শিশু কিছু বুঝতে পারে না।

৫) শিশুর সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বললে শিশু বক্তার কথা বুঝতে পারে।

৬) শিশুর কান থেকে প্রায়ই পুঁজ বের হয় বা অতিরিক্ত পরিমাণে ময়লা বের হয়।

৭) শিশুর প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগে, গলা ফোলে।

৮) শিশুকে প্রায়শঃই অমনোযোগী দেখা যায়।
৯) শিশুকে কোন নির্দেশ দিলে শিশু বারবার নির্দেশটি কি তা জানতে চায়।
১০) শিশুকে পাশের ঘর থেকে ডাকলে শিশু শুনতে পায় না বা বক্তার ডাকে সাড়া দেয় না।
১১) শিশুর বক্তার কথা বুঝতে অসুবিধা হয়।
১২) বক্তার কথা শোনবার জন্য শিশু তার একটি বিশেষ কানকে বক্তার দিকে ঘুরিয়ে রাখে।
১৩) শিশু কোন মৌখিক নির্দেশ পালন করতে বারবার ভুল করে।
১৪) শিশু কথা বলতে গিয়ে তোতলায়।
১৫) কথা বলবার সময় শিশু কতকগুলো শব্দে ব্যঞ্জনবর্ণকে বাদ দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করে।
১৬) শিশুর ভাষার বিকাশ বয়সের তুলনায় অর্থাৎ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় যথেষ্ট কম।
১৭) শিশুর উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিক নয়।
১৮) শিশু কথা বলতে বলতে অপ্রয়োজনীয় স্থানে বারবার থমকে যায়।

শিখন প্রতিবন্ধী ঃ

যে সকল শিশুর কোন শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতা না থাকা সত্ত্বেও মস্তিষ্কের সামান্য কোন ক্ষতির কারণে সাধারণ শিশুদের তুলনায় মস্তিষ্ক বা প্রত্যক্ষণ তন্ত্রের কার্যকারিতার মধ্যে কিছু কাজের ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ফলে শিশুর শিখনের বিভিন্ন দিক যেমন শোনা, চিন্তন, কথা বলা, পড়া, লেখা, অঙ্ক করা, বানান করা ইত্যাদির মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাদের শিখন প্রতিবন্ধী শিশু বলে।

শিখন প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ-

১) শিখন প্রতিবন্ধী শিশুদের জামাকাপড় পরা, মলমূত্র ত্যাগ, খাদ্য গ্রহণ, স্নান করা, স্বাস্থ্যাভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে কোনো সমস্যা হয় না।
২) বিদ্যালয়ে এরা সহজে বন্ধুত্ব তৈরী করতে পারে না, ক্লাসে শিক্ষকের সকল কথা শোনে না এবং কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।
৩) এদের মধ্যে অতি সক্রিয় আচরণ দেখা দিতে পারে।
৪) এরা দৃষ্টি বা শ্রুতি উদ্দীপনার সাথে পেশাগত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য রাখতে পারে না
৫) সাধারণভাবে এরা বিভিন্ন কাজ ও চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে না।
৬) শিখন প্রতিবন্ধী শিশুরা কোন বিষয়ে অধিক সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
৭) এদের চিন্তন অথবা স্মৃতির মধ্যে সমস্যা থাকে।
৮) শ্রেণীকক্ষের বিষয় যেমন -পঠন, লিখন, বানান করা ও অঙ্ক কষাতে এদের সমস্যা দেখা যায়।
৯) অন্যের কথা বুঝতে, মনে রাখতে এবং শব্দ উচ্চারণ করতে এদের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।
১০) এদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রকারের নিউরোলজিক্যাল লক্ষণ দেখা যায়।
১১) খেলার নিয়ম কানুন শিখতে এদের অধিক সময় লাগে।
১২) এদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা অনুযায়ী এদের কাছ থেকে শিক্ষাগত কৃতিত্বের যে মান প্রত্যাশা করা হয় তা এরা পূরণ করতে পারে না।
১৩) এদের শিক্ষাগত সমস্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষতির প্রমাণ অপরিহার্য নয়।
১৪) এই সকল শিশুরা অবশ্যই অন্য কোন প্রকারের প্রতিবন্ধী নয়।
১৫) এদের মধ্যে সামাজিক প্রত্যক্ষণ এবং সামাজিক দক্ষতার অভাব দেখা যায়।

শিখন প্রতিবন্ধী শিশুকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। এই সকল শিশুর শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ প্রতিবন্ধিতা না থাকায় এবং প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্মে কোন সমস্যা না থাকায় এদের প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে চিহ্নিত করা সহজ নয় তবে শিশুর আচরণকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে যদি শিশুর মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি বোঝা যায় যা তার বয়সোপযোগী নয় তবে প্রাথমিকভাবে শিশুকে শিখন প্রতিবন্ধী ভাবা যেতে পারে। সমস্যাগুলি হল ঃ

১) শিশু তার বয়সোপযোগী কোন আলোচ্য বিষয়বস্তুকে শুনে বুঝতে পারেনা।

২) শিশু তার কথাবার্তা মধ্যে কোন সমস্যা বা মনের কথাকে বুঝিয়ে বলতে পারে না।

৩) শিশু তার পেশীগত ক্রিয়ার মধ্যে কোন বিষয়ে কোন সমন্বয় সাধন করতে পারে না।

৪) এই সকল শিশুরা কোন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।

৫) শিশুর মধ্যে সময় ও স্থানের সাপেক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সমস্যা থাকে।

৬) শিশুর বয়স ও বৌদ্ধিক ক্ষমতার তুলনায় প্রত্যাশিত কৃতিত্ব অর্জনে সমস্যা থাকে।

৭) শিশু তার শিখনলব্ধ জ্ঞানকে নতুন পরিবেশে ব্যবহার করতে পারে না।

৮) শিশু বিদ্যালয়ে লিখন, পঠন, বানান করা, অঙ্ক কষাতে ক্রমাগত ভুল করে।

৯) শিশু লেখার সময় শব্দ বা অক্ষরের মধ্যে অত্যধিক বা অত্যন্ত কম ফাঁক রাখে।

১০) শিশু কোন বই বা বোর্ড থেকে কপি করতে সমস্যা অনুভব করে।

১১) শিশু পড়বার সময় শব্দ বা অক্ষর বাদ দিয়ে পড়ে কিংবা একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করে।

১২) শিশুর মধ্যে সমস্যামূলক আচরণ থাকতে পারে।

১৩) শিশুর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়।

রেজিষ্টার্ড নং ডি, এল-৩৩০০৪/৯৬

ভারতবর্ষের গেজেট (সরকারি ইশতাহার)

অতিবিশিষ্ট প্রকাশন

দ্বিতীয় ভাগ দফা ১

কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত

নং ১ নয়া দিল্লি, সোমবার, জানুয়ারি ১লা, ১৯৯৬, পৌষ ১১, ১৯১৭

আইন মন্ত্রালয়, বিচার এবং কোং বিষয়ক

(ব্যবস্থাপক বিভাগ)

নয়া দিল্লি, ১লা জানুয়ারি ১৯৯৬ পৌষ ১১, ১৯১৭ সাল

নিম্নলিখিত অধিনিয়ম (আইন) পার্লামেন্টে পাশ করিয়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারি সম্মতি দেওয়া হয় এবং উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করা হয়।

প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ, সুবিধা সংরক্ষণ এবং পূর্ণ অধিকার বিষয়ে ১৯৯৫ সালের আইন বা যথাযথ বর্ণনা।

নং ১, ১৯৯৬ (১লা জানুয়ারী ১৯৯৬)

প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকার এবং সংরক্ষণের এই আইন ব্যাপকভাবে সমস্ত এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রচারিত হয়। কেননা ১৯৯২ সালের ১লা হইতে ৫ই ডিসেম্বর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কমিশনের (ক্ষমতাসম্পন্ন ভারপ্রাপ্ত সমিতি বিশেষ) বেজিং বৈঠকে সমস্ত এশিয়া ও মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়িয়া প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকার, সুযোগ, সুবিধা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে এবং এই সুযোগ সুবিধা। ১৯৯৩ সাল হইতে ২০০২ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। যেহেতু ভারত এই বিষয়ে অগ্রণী দরখাস্তকারী সেই হেতু এই আইন কার্যকর করিয়া উপরিউক্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত করা প্রয়োজন। ৪৬ বৎসরের প্রজাতন্ত্রের ভারত পার্লামেন্ট দ্বারা এই আইন নিম্নলিখিতভাবে বিধিবদ্ধ করেন।

অধ্যায় ১
সংসদীয়

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়, চৌহদ্দি এবং প্রারম্ভিক ঃ -

১ (১) এই আইন ১৯৯৫ সালে প্রতিবন্ধী লোকদের আইন বলা হয়, এই আইনে তাঁহাদিগকে অন্যান্যদের সঙ্গে সমান সুযোগ দাবি দাওয়া ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১ (২) ইহা সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত করা হয় শুধু জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া।

(৩) এই আইন সেদিন হইতে কার্যকর হইবে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়া বলবৎ করিতে পারিবেন।

যথাযথ সম্ভব বর্ণনা

অধিকার বা সংশ্লিষ্ট সরকার অর্থাৎ ১৯২৪ এর ২ ঃ -

(১) কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অন্য কোনও অধিকারভুক্ত সঙ্গতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড যথা ঐ আইন (১৯২৪) অনুসারে গঠিত, ১৯২৪ ঐ কেন্দ্রীয় সরকার।

(২) কোনও রাজ্য সরকার অথবা অন্য কোনও সঙ্গতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ Cantonment Board রাজ্য সরকার ছাড়া যাহারা পুরাপুরি অর্থ লগ্নি করিতে পারিবেনে।

(৩) কেন্দ্রীয় যোগাযোগ সমিতি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতি ঐ কেন্দ্রীয় সরকার।

(৪) রাজ্য যোগাযোগ সমিতি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতি ঐ কেন্দ্রীয় সরকার।

(ক) অন্ধত্ব বলিতে বুঝাইবে, যে ব্যক্তি নিম্নের শর্ত অনুযায়ী ভুগিতেছে, যেমন –

(১) সম্পূর্ণ চোখে না দেখা। (২) অথবা চোখে দেখার ক্ষমতা ৬/৬০ এর অধিক না হওয়া অথবা ২০/২০০ Snellen ভাল চোখের যথাযথ Lense সহ। (৩) দেখিবার সীমাবদ্ধতা অথবা সম্পূর্ণভাগে ২০ ডিগ্রী অথবা নীচে।

(খ) কেন্দ্রীয় যোগাযোগ সমিতি অর্থাৎ যাহা গঠিত ৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্বাহী সমিতি অথবা যে কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্বাহী গঠিত ৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী।

(ঘ) "মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বাতব্যাধি" অর্থাৎ যাহার অবস্থার উন্নতি করা যায় না অর্থাৎ শিশু ঐ ব্যাধির কবলে শিশুকাল হইতেই।

(ঙ) চীফ্ কমিশনার অর্থাৎ যে চীফ কমিশনার ৫৭ ধারার উপধারা (২) অনুসারে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(চ) কমিশনার অর্থাৎ যে কমিশনার ৬০ ধারার উপধারা (১) অনুসারে নিযুক্ত।

(ছ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ৫০ ধারা অনুসারে নিযুক্ত।

(১) অসমর্থ বলতে বোঝায় (১) অন্ধত্ব, (২) কম দৃষ্টিশক্তি, (৩) কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্ত, (৪) মানসিক ভারসাম্যহীন, (৫) দুর্বল-শ্রবণ-শক্তি, (৬) বিকৃত মস্তিষ্ক প্রতিবন্ধী।

(২) নিয়োগ কর্তা অর্থৎ। সরকারী কর্তৃপক্ষ যিনি বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট অথবা যে ক্ষেত্রে কোনোও নির্দেশনা নাই, সেক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান কর্তা নিজে।

(৩) অন্য সংস্থা সম্পর্কে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার (সেই সংস্থার)।

(জ) সংস্থা মানে কর্পোরেশন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সংস্থা অর্থাৎ কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের আইন অনুযায়ী অথবা স্বয়ং শাসিত অথবা সরকারী অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা অথবা সরকারী কোং যাহা ১৯৫৬ সালের ৬১৭ কোং আইনে বর্ণিত হইয়াছে।

(ঝ) শ্রবণ-শক্তি দুর্বল অর্থাৎ বিদ্যালয় কর্তৃক তাঁহাদের গ্রহণ করা, যত্ন নেওয়া, সুরক্ষিত করা, উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং প্রকৃত অর্থে তাঁহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাবলম্বী করিয়া তোলা।

(ঞ) কুষ্ঠরোগ হইতে নিরাময় কিন্তু অন্য রোগে ভুগিতেছে যথা —

(১) হাত পা অবশ এবং অনুভূতিহীন চোখের পাতা এবং চোখ কিন্তু স্পষ্ট অঙ্গ বিকৃতি নয়।

(২) স্পষ্টভাবে বিকলাঙ্গতা কিন্তু হাত পায়ের ক্ষমতা আছে সাধারণ অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত করিবার।

(৩) অত্যাধিক বিকালঙ্গ এবং বার্দ্ধক্যজনিত-লাভজনক কাজে নিয়োগ না করিতে পারা ।

(ট) ভ্রমণ বা চলাফেরা করার জন্য ক্ষমতাহীনদের মস্তিষ্কের ব্যাধি বা পক্ষাঘাতজনিত কারণে যাহারা প্রতিবন্ধী তাহাদের বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা।

(ঠ) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মানে হাসপাতাল অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান যাহা সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

(ড) সামাজিক ব্যাধি অর্থাৎ মানসিক রোগ কিন্তু মানসিক বিকার ছাড়া।

(ঢ) মানসিক বিকাশ অর্থাৎ যাহারা মন সম্প্রসারণ করার ক্ষমতাহীন এবং বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অসমর্থ।

(প) বিজ্ঞপ্তি মানে যাহা অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে।

(ফ) যাহাদের দৃষ্টিশক্তি কম মানে চিকিৎসার পরেও দৃষ্টিশক্তি দিয়া কাজ করিবার উপযুক্ত হয় না অথবা প্রতিবিধান করা সত্বেও সংশোধন করা যায় না এবং বিভিন্ন কৌশলেও কার্যকর হয় না।

(ব) ব্যবস্থা মানে এই আইন অনুসারে ব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন করা হইয়াছে।

(ভ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের সমাজিক কাজ কর্মের স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাতে তাঁহারা শারীরিক মানসিক ভাবে নিজেকে সুস্থ রাখিতে পারে।

(ম) বিশেষ কর্ম নিয়োগ কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কাজের তালিকা রাখা হয় যেমন --

(১) যে ব্যক্তি নিজেকে তাঁহার অনুরূপ কাজে তালিকাভুক্ত করিয়া সামর্থ্য অনুযায় নিয়োগ ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে পারেন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্য।

(২) প্রতিবন্ধী যাহারা কর্ম সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

(৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য (কর্মখালি) যাহারা কাজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাঁহাদের জন্য নিয়োগ ব্যবস্থা করা।

(য) রাজ্য যোগাযোগ কমিটি অর্থাৎ যে রাজ্য যোগাযোগ কমিটি ১৩ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে।

(র) "রাজ্য কার্য্যনির্বাহী কমিটি" অর্থাৎ ১৯ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী গঠিত।

অধ্যায় ২

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতি

(১) কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করিবে এবং সেই কমিটির উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইবে সেই অনুসারে তাঁহারা কাজ করিবেন এই আইনের বলে।

(২) কেন্দ্রীয় Co-ordination Committee নিম্নোক্তরূপে গঠিত হইবে।

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণ - দপ্তরের Ministry by in-charge হইবেন ক্ষমতা বলে Chairperson (সভাপতি)।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণ-দপ্তরের Ministry by in -charge হইবেন ক্ষমতা বলে (Ex-officio) Vice-Chairperson (সহ-সভাপতি)।

(৩) কেন্দ্রীয় জনকল্যাণ বিভাগের যথা শিক্ষন প্রাপ্ত মহিলা, শিশুদের উন্নতিকল্পে ব্যয়, কর্মী সংক্রান্ত জনগণের অসন্তোষ, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, শহর সংক্রান্ত, নিয়োগ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা, আইনবিষয়ক, জনস্বার্থবিষয়ক Secretaries- রা হইবেন সভ্য (Ex-officio) পদাধিকার বলে।

(৪) চীফ্ কমিশনার সভ্য পদাধিকার বলে।

(৫) চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড পদাধিকার বলে।

(৬) ডাইরেকটর জেনারেল অব লেবার এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড ট্রেনিং, সভ্য পদাধিকার বলে।

(৭) Director National Council for educational Research & Training-Member (Ex-officio)

(৮) তিনজন পার্লামেন্টের সভ্য যাহাদের দুইজন নির্বাচিত হইবেন Home of the poeple আর একজন নির্বাচিত হইবেন Council State Members.

(৯) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তিনজন মনোনীত সভ্য যাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিবেন জনস্বার্থে।

(১০) Directors of the (i) National Insititute for the visually handicapped Dehradun (ii) National Institutue for the Mentally Handicapped (Secundrabad) (iii) National Institute for the orthopaedically Handicapped, Calcutta. (iv) Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (Mumbai). Members (Ex-officio)

(১১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চারজন সদস্য পর্যায়ক্রমে সদস্য মনোনীত হইবেন। তাঁহারা সমস্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করিয়া প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

এই উপবাক্য অনুসারে নিয়োগ করা যাইবে না যদি না রাজ্য সরকার সেই সংযুক্ত এলাকায় নিয়োগ করিবার জন্য সুপারিশ না করিয়া থাকেন।

(১২) যতদুর সম্ভব পাঁচজন প্রতিবন্ধী (প্রত্যেক প্রতিবন্ধী এলাকা হইতে ১ জন) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সভ্য মনোনীত হইবেন বেসরকারী সংস্থায় অথবা সঙ্ঘে। যখন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঐরূপ মনোনীত হইবেন তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা, ১ জন তপশীল এবং ১ জন তপশীল উপজাতি হইবেন।

(১৩) ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি (যুক্তসচিব জনকল্যাণ মন্ত্রালয়ের) যিনি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ সাধনের জন্যই বিচার বিবেচনা করেন। তিনি পদাধিকার বলে ইহার সভ্য হইবেন।

৩ কেন্দ্রীয় Co-ordination (সমন্বয়) কার্যালয়ের বা কমিটির সভ্য উহা কোনভাবেই উপরোক্ত অধিকার ভুক্তদের অযোগ্য বলিয়া ধার্য করিতে পারিবেন না। বিশেষ করিয়া সংসদের দুই কক্ষ হইতে সদস্য পছন্দ করিয়া লইবার পর।

সভ্যদের কার্যালয়ের স্থিতিকাল ঃ

(১) সাধারণভাবে তিন বৎসর উহাদের (সভ্যদের সেন্ট্রাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি মনোনীত হইবার দিন হইতে এই উপধারা (১) অথবা উপধারা (১) of Subsection (২) or Sec. (৩) অন্য কোন ব্যাখ্যা না দেওয়া থাকে। যদি না সেই সভ্য স্থিতিকাল পার হইবার পর তাহার স্থলাভিষিক্ত না আসা পর্যন্ত কাজ চালাইতে বাধ্য হন।

(৩) ঐ সমস্ত Ex-officio Members দের কার্যকাল শেষ হইবে যখনই তাহার নিজের কার্যালয়ের কাজ শেষ হইয়া যাইবে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন।

(৪) মনোনীত সভ্য উপধারা (১) অথবা উপধারা (১) বা Sub-Sec (২) of Sec - 3 অনুযায়ী যে খালি বলিয়া কোন সময় পদত্যাগপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করিতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে সেই সভ্যপদ পরিগণিত হইবে।

(৫) Central Co-ordination Committee খালি সদস্যপদে নতুনভাবে মনোনীত করা যাইবে এবং সেই মনোনীত ব্যক্তির পদ তদ্দিন স্থায়ী হইবে যতদিন সেই বিদায়ী সভ্যর কার্যকাল অবশিষ্ট ছিল।

(৬) উপধারা (১) অথবা উপধারা (১) বা Sub-Sec (২) of Sec-3 অনুযায়ী মনোনীত সদস্য পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৭) উপরোক্ত সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ঃ অযোগ্যতা ঃ

(১) কোন ব্যক্তি সভ্যপত মনোনীত হইতে পারিবেন না (Co-ordination Committee) কেন্দ্রীয় পরিষদ যাহারা ঃ -

(ক) বিচারে নিঃস্ব হিসাবে ঘোষিত হইয়াছেন অথবা ঋণ শোধ না করিতে সাময়িক ভাবে দায়বদ্ধ হইয়াছেন অথবা পাওনাদের সঙ্গে জড়িয়ে আপোষ মীমাংসা করিয়াছেন।

(খ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক যাহারা মানসিক ভারসাম্য রহিত বলিয়া ঘোষিত।

(গ) যাহারা আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনায় অসৎ চরিত্রের।

(ঘ) অথবা যাঁহারা এই আইনে কোনও কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন।

(ঙ) অথবা এমনভাবে র্ভৎসিত হইয়াছেন যাহা রাজ্য সরকারের বিবেচনায় তাঁহাকে কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে সভ্যপদে জনস্বার্থে রাখা ক্ষতিকর।

(২) কিন্তু তাঁহার কারণ দর্শাইয়া এবং তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ না দিয়া রাজ্য সরকার তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারিবেন না।

(৪) এই আইনের Sub-Sec. (1) বা Sub Sec (b) of Section 14 কোনও সভ্য যাহাকে অপসারিত করা হইয়াছে তিনি আর পুনরায় renomination (সুপারিশ) পাইবেন না।

আসন খালি হইলে ঃ

(৬) যে যে Co-ordination Committee -র সভ্যপদ যদি উপরোক্ত কারণে খালি হয় যাহা Section 15 এ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার আসন খালি বলিয়াই সাবস্ত হইবে।

Meeting of the Central Co-ordination Committee কেন্দ্রীয় সভার সভা ঃ

(৭) কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর ৰবার মিলিত হইয়া কার্যনির্বাহী কমিটির সভা করিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিদ্ধারিত বিষয়গুলি হইবে আলোচ্য বিষয়।

Function of the Central Co-ordination Committee কেন্দ্রীয় সভায় কার্য ঃ

(৮) (১) এই আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রতিবন্ধীর বিভিন্ন সমস্যার দৃঢ়ভাবে সমাধান করিয়া তাঁহাদের প্রতি সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া কোনও প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি নিম্নোক্ত কাজগুলি করিবেন। যথা —

(ক) প্রত্যেক সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া বিবেচনাপূর্বক প্রতিবন্ধীদের বিষয় কার্য (কর্মপন্থা) স্থির করিবেন।

(খ) জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করিয়া প্রতিবন্ধীদের বিষয়গুলি স্থির ও সমাধান করিবেন।

(গ) অর্থদাতা এজেন্সীগুলির সহিত আলোচনা করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধীর উন্নতি সাধনে কর্মপন্থা ফলদায়ক করিবেন।

(ঘ) পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখতে দৃঢ় পদক্ষেপ লইতে হইবে; যাহাতে জনগণের ব্যবহারের জায়গা, কাজের জায়গা, জনগণের ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশ তৈয়ারী করা, স্কুলে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও দূষণ রাখিতে হইবে।

(ঙ) মনিটর (নায়ক বা নেতা) কর্মপন্থার মূল্যায়ন করিয়া পরিকল্পনা মত যাহাতে প্রতিবন্ধীরা সমভাবে উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা দেখিবেন।

(চ) কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থানুযায়ী অন্যান্য কাজ সম্পাদনও করিতে হইবে।

Central Executive Committee কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতি ঃ

৯। (১) এই আইন অনুসারে কেন্দ্রসরকার কমিটি তৈয়ারী করিবে। যে কমিটির নাম হইবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি (Central Executive Committee) তাহাদের উপর এই আইন অনুসারে কর্মভার ন্যস্ত করা যাইবে।

(চ) সেন্ট্রাল একসিকিউটিভ কমিটিতে থাকিবেন ঃ -

(ক) ভারত সরকারের সচিব (কল্যাণ দপ্তর) সভাপতি পদাধিকার বলে।

(খ) চীফ কমিশনার সভ্য (পদাধিকার বলে)

(গ) ডিরেকটর জেনারেল, কর্মনিয়োগ এবং শিক্ষণ সভ্য (পদাধিকার বলে)

(ঘ) ছয় জন (যুক্ত সচিবের নীচে নয়) ভারত সরকারের মন্ত্রণালয় অথবা পল্লীউন্নয়ন, শিক্ষা, কল্যাণ দপ্তর, কর্মি, জনগণের নালিশ, পেনশন এবং আর্বন বিষয়ক, নিয়োগ এবং বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের সভ্য হইবেন (পদাধিকার বলে)।

(ঙ) অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণ দপ্তর) সভ্য হইবেন পদাধিকার বলে।

(চ) উপদেষ্টা (আমদানি, রপ্তানি) রেলওয়ে বোর্ড, সভ্য হইবেন পদাধিকার বলে।

(ছ) কেন্দ্রীয় সরকার ৪ জন সভ্য মনোনীত করিবেন পর্যায়ক্রমে রাজ্য সরকার এবং সংযুক্ত অঞ্চলে প্রতিনিধিত্ব করিবেন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থানুযায়ী।

(জ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১ জন সদস্য মনোনীত হইবেন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন খুবই প্রয়োজনীয়।

(ঝ) যতদূর সম্ভব পাঁচজন প্রতিবন্ধী সদস্য মনোনীত হইবেন, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকা হইতে।

যখন এই উপবাক্য অনুসারে উপরোক্ত সদস্য হিসাবে মনোনীত করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের মধ্যে ৰ জন মহিলা, ১ জন তপশিলি, ১ জন তপশিলি উপজাতি।

(ঞ) ভারত সরকারের যুক্ত সচিব, যিনি প্রতিবন্ধীদের প্রতিযোগিতামূলক কল্যাণ বিষয়ে দেখাশুনো করেন তিনি পদাধিকার বলে Member Secretary.

(ট) কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থানুযায়ী এই উপবাক্যে (১) এবং উপধারা (২) অনুযায়ী ভাতা ইত্যাদি পাইবেন।

(ঠ) এই উপবাক্য (১) এবং উপবাক্য (২) উপধারা (৩) অনুসারে যিনি মনোনীত হইয়াছেন তিনি লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারিবেন কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিকানায়। তাঁহার আসন তারপর খালি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

Function of the Central Executive Committee কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভার কার্যাবলী ঃ -

১০। (১) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটির ও সদস্য। তাঁহারা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটির রায় মানিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি যেমনভাবে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি উপধারা (১) কে কোন প্রকার প্রভাবান্বিত না করিয়া কাজ করিবেন।

Meeting of Central Executive Committee কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী কমিটির সভা ঃ -

১১। Central Executive Committee তিন মাসে ১ বার সভাকক্ষে মিলিত হইবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেই ভাবে সভায় আলোচনা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা পুরোপুরি মানিয়া চলিবেন।

১২। (১) Temporary association of persons with Central Executive Committee for particular purposes.

উপধারা (১)

এই আইন অনুযায়ী Central Executive Committee নিজে, অন্য কাহারও সঙ্গ বা অংশীদার হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা, সফল করিবার জন্য এবং প্রয়োজনে সাহায্য, সহযোগিতা, উপদেশ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারেন। (২) যে কোন ব্যক্তি উপধারা (১) অনুযায়ী Central Executive Committee তে যে কোন উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন কিন্তু তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না বা কোনও মতেই তিনি সভ্যরূপে বিবেচিত হইবেন না।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থানুযায়ী সেই ব্যক্তি ভাতা এবং ফি ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন উপধারা (ৰ) অনুযায়ী (সভাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য)।

অধ্যায় ৩

The State Co-ordination Committee রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি –

১৩। (১) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য সরকার নির্দেশনামা জারী করিয়া (বিজ্ঞপ্তি) রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি হিসাবে পরিচিত হইবে সেই আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সকল ন্যস্ত কাজ করিবেন।

১৩। (২) রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত হইবে –

(ক) Minister in-charge (সমাজ কল্যাণ দপ্তর, রাজ্য সরকার) হইবেন সভাপতি (পদাধিকার বলে)

(খ) Secretaries of State in-charge (সমাজ কল্যাণ দপ্তর যদি থাকে) হইবে সহসভাপতি (পদাধিকার বলে)

(গ) Secretaries to the State Govt. in-charge of the Department of Welfare (সমাজ ও জন কল্যাণ দপ্তর) শিক্ষা, মহিলা এবং শিশু উন্নয়ন, ব্যয়, কর্মী ট্রেনিং, জনগণের অসন্তোষ, স্বাস্থ্য, পল্লীউন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, শহর সংক্রান্ত, নিয়োগ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা, জনগণের উৎসাহ বাড়ানো (যে যাহাই হোক না কেন) হইবেন সভ্য পদাধিকার বলে।

(ঘ) রাজ্য সরকারের বিবেচনা মতে অন্যান্য বিভাগীয় সচিব সভ্য হইতে পারিবেন পদাধিকার বলে।

(ঙ) চেয়ারম্যান ব্যুরো পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস (যে নামেই হোক না কেন) পদাধিকার বলে সভ্য।

(চ) পাঁচজন প্রতিবন্ধী (১ জন করিয়া স্ব স্ব এলাকা হইতে) রাজ্য সরকার কর্তৃক সভ্য মনোনীত হইবেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সঙেঘর প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

অবশযই রাজ্য সরকার সভ্য মনোনীত করিবার সময় ২ জন মহিলা, ২ জন তপশীলি এবং ১ জন তপশীলি উপজাতি হইতে মনোনীত করিবেন।

(ছ) তিনজন সভ্য ছোট লেজিসলেচার, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন নির্বাচিত হইবেন (১ জন লেজিসলেটিভ এসেমব্লি, ১ জন কাউনসিল হইতে)।

(জ) তিনজন সভ্য প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনীত হইবেন রাজ্য সরকার কর্তৃক তাঁহাদের পদাধিকার বলে ।

(ঝ) কর্মশালার সভ্য (পদাধিকার বলে)

(ঞ) রাজ্য সরকারের কল্যাণ দপ্তরের সচিব পদাধিকার বলে সভ্য হইবেন।

(ট) এই ধারায় কোন কিছু বল সত্বেও, সংযুক্ত অঞ্চলের জন্য কোনও রাজ্য যোগাযোগ কমিটি তৈয়ারী করা যাইবে না, এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি রাজ্য যোগাযোগ কমিটির হইয়া সংযুক্ত অঞ্চলের কাজ করিবেন।

অবশ্য যদি সংযুক্ত অঞ্চল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁহাদের কাজ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করেন তাহা করিবেন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী।

Terms and Conditions of Service of Members

পরিষদের সভ্যবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ -

১৪। (১) রাজ্য যোগাযোগ কমিটির (যদি না এই ধারায় অন্য কিছু বলা থাকে) সভ্য উপবাক্য (চ) এবং উপবাক্য (ছ) উপধারা (২) এবং ধারা ১৩ অনুযায়ী অফিস অধিকৃত করেন তিন বৎসরের প্রতিশ্রুতিতে।

যদ্দিন না চুক্তি শেষ হইবার পরও অফিস চালাইয়া যান যতক্ষণ তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি আসিয়া যোগদান করেন।

(২) পদাধিকার বলে সভ্যপদ তখনই শেষ হইবে যখনই তাহার অফিসের মেয়াদ শেষ হইবে।

(৩) নির্ধারিত নিয়মানুসারে রাজ্য সরকার যদি মনে করেন তাহা হইলে যে কোনও সভ্যকে বরখাস্ত করিতে পারেন, যাহার উপবাক্য (চ) অনুসারে এবং উপবাক্য (জ) এবং উপধারা (২) এবং ১৩ ধারা অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই অবশ্য সেইক্ষেত্রে আগে কারণ দর্শাইবার নোটীশ জারী করিয়া তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে।

(৪) যে সভ্য উপধারা (চ) অথবা উপবাক্য (২) এবং ১৩ ধারা অনুযায়ী মনোনীত হইয়াছেন তিনি নিজে লিখিয়া রাজ্য সরকারের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে পারেন এবং তাহার পরই তাঁহার সেই পদ খালি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) সাময়িক পদ খালি হইলে (রাজ্য যোগাযোগ কমিটিতে) নুতন করিয়া মনোনীত করা যাইবে। সেই সভ্যের অফিস অধিকার করিবার ততদিনই হইবে যতদিন ঐ বিদায়ী সভ্যের কাজ করিবার (অফিস ধারণ করিবার) মেয়াদ বাকী ছিল।

(৬) যে সভ্য উপবাক্য (চ) অনুসারে এবং উপবাক্য (জ) এবং উপধারা (২) ধারা ১৩ অনুসারে মনোনীত। তিনি পুনরায় মনোনীত হইবার অধিকারী।

(৭) সভ্য উপবাক্য (চ) অনুসারে এবং উপবাক্য (জ) উপধারা (২) ধরা ১৩ অনুসারে মনোনীত। তিনি রাজ্য সরকারের ব্যবস্থানুযায়ী ভাতা পাইবেন।

Disqualifications :-

১৫। (১) কোনও ব্যক্তি রাজ্য Co-ordination এর সভ্য হইতে পারিবেন না যে

(ক) কোনও সময় বিচারে নিঃস্ব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে অথবা ধারের টাকা শোধ করিতে পারিতেছেন না অথবা যিনি দেনাদার, মহাজনের সঙ্গে ধারের ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করিয়াছেন।

অথবা (খ) আদালত কর্তৃক বর্তমানে বা কোন সময়ে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।

অথবা (গ) যিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে দোষের জন্য তাহা যদি রাজ্য সরকারের বিবেচনায় অসৎ কাজ বলিয়া গণ্য হয়।

অথবা (ঘ) এই আইনের অমান্য করিবার জন্য যদি শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অথবা (ঙ) যদি সর্বসাধারণের কাজের জন্য যাহা পালনীয়, রাজ্য সরকারের তাহার অপব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার সভ্যপদের অবসান করিয়া দেওয়া হইবে।

(২) কিন্তু কোনও সভ্যকে বরখাস্ত করা যাইবে না যদি না তাঁহাকে উহা করিবার পূর্বে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেন।

(৩) তাহা তত্ত্বেও এই ধারার বিভাগ (১) অথবা উপধারা (২) ধারা ১৪ অনুযায়ী যাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছে তাঁহাকে সভ্যপদে আবার মনোনীত করা যাইবে না।

Vacation of Seats :-

১৬। ১৫ ধারা অনুযায়ী রাজ্য যোগাযোগ পরিষদের কোন সদস্য যদি উপরোক্ত কারণে দোষান্বিত হইয়া অযোগ্যতা প্রমাণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পদ বা আসন শূন্য হইয়াই থাকিবে।

১৭। **রাজ্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ঃ**

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা রাজ্য কেন্দ্রীয় পরিষদ কমপক্ষে প্রত্যেক ছয় মাসে একবার মিটিং করিবে এবং সেই সমস্ত নিয়ম এবং কার্যপদ্ধতি মানিয়া চলিবে যাহা আলোচ্য সূচী অনুযায়ী হইবে।

State Co-ordination - র ক্রিয়াকলাপ প্রণালী

১৮। (১) **Subject of the Provision of this Act.**

State Co-ordination Committee কর্মপ্রণালী যাহা প্রতিবন্ধীদের নাড়িনক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

(২) নির্দিষ্টভাবে যাহা সাধারণ ভাবে উপরে বর্ণিত হইয়াছে লঙ্ঘন না করিয়া বা কোনও প্রকার পক্ষপাতদুষ্ট না করিয়া State Co-ordination Committee State-এর মধ্যে নিম্নোক্তভাবে কার্য করিতে পারে। যথা—

(ক) সমস্ত এবং অন্য সংস্থার Department ইহার বা অন্য সরকারের এবং অন্য সংস্থার যাহারা প্রতিবন্ধীদের বিষয় বিচার বিবেচনা নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্বাসন ও সকল প্রকার মঙ্গলসাধনের জন্য চিন্তা করেন তাহাদের বিষয় নুতন করিয়া যোগাযোগ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে আছে।

(খ) যেসব বিষয়ে প্রতিবন্ধীরা অসুবিধা বোধ করেন রাজ্য সেই সম্বন্ধে দায়িত্ব বাড়াইয়া সমস্যার সমাধানের বিষয় প্রতিবন্ধীদের সজাগ করাইবেন।

(গ) রাজ্য সরকারকে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে নিয়ম কানুন কার্যবিবরণী, ব্যবস্থা, পরিকল্পনা মাফিক কার্যসম্পাদন করিতে উপদেশ দিবেন।

(ঘ) প্রতিবন্ধীদের ঠিকমত অর্থনৈতিক উপশম করিবার জন্য অর্থলগ্নী এজেন্সীর সঙ্গে অর্থ সম্পর্কীয় পলিশি আলাপ আলোচনা এবং পুনঃবিবেচনা করিয়া উহাদের ঠিকমত মঙ্গল সাধন করাইবেন।

(ঙ) যতদূর সম্ভব পাঁচজন (প্রতিবন্ধী) প্রতিবন্ধীদের বিষয় প্রতিনিধিত্ব করিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অথবা সেইসঙ্গে Associations যাহারা প্রতিবন্ধীদের প্রত্যেক এলাকা হইতে একজন করিয়া মনোনীত করিবেন।

(চ) জয়েন্ট সেক্রেটারী যিনি প্রতিবন্ধী হিতকারক দপ্তর প্রতিবন্ধীদের বিষয় লইয়াই কাজ করেন তিন পদাধিকার বলে সভ্যসচিব।

(ছ) Clause (ঘ) অনুযায়ী মনোনীত সভ্য এবং Clause (e) of Sub Sec. (2) অনুযায়ী মনোনীত সভ্য রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভাতা পাইবেন।

(৪) Clause (d) or clause (e) আইনে মনোনীত সভ্য যে কোনও সময় রাজ্য সরকারের লিখিত পদত্যাগ করিতে পারেন এবং তাঁহার পদত্যাগের ফলে ঐ সভ্যপদ খালি থাকিবে।

Functions of the State Executive Committee ক্রিয়াকলাপ

২০। (১) State Executive Committee ইহার কমিটির Executive body হইবে এবং তাহারা State Co-ordination Committee র আদেশ পালন করিতে দায়ী বা বাধ্য থাকিবেন।

(২) Sub-Section (1) লঙ্ঘ না করিয়া State Executive Committee কার্যকলাপ চালাইয়া যাইবেন তাহাদের উপর কার্য করিবার ক্ষমতা State Co-ordination Committee চরম ভাবে ন্যস্ত করিয়াছেন।

২১। Meetings of the State Executive Committee রাজ্য যোগাযোগ পরিষদের সভা তিন মাসে অন্তত একবার State Executive Meeting হইবে। State Government ইহার ব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন অনুযায়ী মিটিং এ আলোচনা এবং কর্মপদ্ধতি এবং ক্রিয়াকলাপ ঠিক হইবে।

(ঙ) অন্যান্য রকমের ব্যবস্থা যথা প্রতিবন্ধীদের জন্য সাধারণ জনগণের পরিবেশের সহিত সমানভাবে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা। কর্মস্থলে, স্কুলে এবং অন্যান্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের উন্নতি সাধনে উৎসাহ প্রদান করা।

(চ) উপদেষ্টা প্রতিবন্ধীদের বিষয় এমনভাবে নিয়মকানুন এবং দৃঢ়ভাবে মূল্য নির্ধারণ করিবেন যাহাতে তাহাদের কার্যপ্রণালী অন্যান্যদের সঙ্গে সমানভাবে মূল্যায়ন হয়।

(ছ) অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ রাজ্য সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাপিত হইবে।

State Executive Committee রাজ্য কার্যনিবহী সমিতি

১৯। (১) রাজ্য সরকার একটি কার্য কমিটি সংগঠন করিবে যাহার রাজ্য কার্যনিবহী সমিতি (শাসন সংক্রান্ত কমিটি) নামে পরিচিত হইবে। যাঁহারা এই আইন অনুসারে সমস্ত কার্যাদি বিভিন্ন ভাবে দায়িত্ব অর্পণ করিবেন,

(২) রাজ্য কার্যনিবহী সমিতি গঠিত হইবে যথাক্রমে –

(ক) দি সেক্রেটারী ডিপার্টমেন্ট সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, চেয়ার পার্সন, একস অফিসিও।

(খ) দি কমিশনার, মেম্বার, একস অফিসিও।

(গ) নয়জন ব্যক্তি যাহারা কোনও স্থানে প্রতিনিধিত্ব করিবে স্বাস্থ্য, অর্থ, পল্লীউন্নয়ন, শিক্ষণ, হিতসাধন, কর্মীবৃন্দ, জনগণের অভিযোগ, শহরতলী সম্পর্কীয়, শ্রম এবং নিয়োগ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা দপ্তর, সভ্যগণ এক্স অফিসিও (পদাধিকারবলে)

(ঘ) একজন ব্যক্তি মনোনীত হইবেন রাজ্য সরকার কর্তৃক যিনি প্রতিনিধিত্ব করিবেন রাজ্য সরকারের মতে যাহা অবশ্যই প্রয়োজন।

Temporary Association etc.

২২। (১) State Executive Committee নিজেরা মিলিত হইয়া তাহাদের কাজের উদ্দেশ্য চালাইতে পারিবেন অথবা রাজ্যসরকার যেমন ব্যবস্থা বা অনুমোদন করিয়াছেন সেই অনুযায়ী কাজ চালাইতে পারেন এবং প্রয়োজনে এই আইন অনুযায়ী অন্য কাহারও সাহায্য বা উপদেশ লইতে পারেন।

(২) যদি কোনও উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বিশেষ State Executive Committee তে অংশ গ্রহণ করেন Under Sub-Section (I) তিনি State Executive Committee ঐ উদ্দেশ্যে আলোচনা করিতে পারেন কিন্তু তাহার কোনও ভোট দেওয়ার অধিকার নাই এবং কোনও উদ্দেশ্যই সভ্য হইতে পারিবেন না।

(৩) ব্যক্তি বিশেষ যিনি যে কোনও উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত Committee তে অংশগ্রহণ এবং সভায় উপস্থিতি হইবেন উপরের Sub-Section (I) তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ফি এবং ভাতা পাইবেন।

Power to give directions

২৩। (ক) কেন্দ্রীয় পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সমস্ত লিখিত নির্দেশ মানিতে বাধ্য

(খ) রাজ্য যোগাযোগ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ পরিষদের অথবা রাজ্যসরকারের লিখিত নির্দেশ মানিতে বাধ্য। যদি রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দেশ যদি প্রভেদ হয় তবে বিষয়টি নির্দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করিতে হইবে।

Vacancies not to invalidate proceedings

২৪। Central Co-ordination Committee, Central Executive Committee a State Co-ordination Committee, a State Executive Committee ইহাদের কোন কাজ বা কার্য বিররণী কৈফিয়ৎ তলব করা যাইবে না কেবলমাত্র ত্রুটিমাত্র কমিটি গঠন করা যাইবে।

অধ্যায় ৪

Prevention & Early detection of Disabilities

সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী না হয়।

২৫। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্য এবং শক্তি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণ যাহাতে না ঘটে তার প্রতিবিধান করিবেন।

(ক) বিকলাঙ্গ (প্রতিবন্ধী) হওয়ার কারণগুলি ব্যাপকভাবে নিরিক্ষণ করা, খোঁজখবর করা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

(খ) বিভিন্ন উপায়ে বিকলাঙ্গ ঠেকাইতে উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) বছরে কমপক্ষে একবার সমস্ত শিশুদের মধ্যে বিপদ জনক রোগগুলি বাছাই করা।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(চ) প্রতিশ্রুতি করা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত সমস্ত রকমের প্রচার কার্য চালাইয়া যাইবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

(ছ) শিশু জন্মের পূর্ব হইতেই প্রসূতি মাতা এবং শিশুর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(জ) জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। স্কুলের সমপর্যায়ী স্কুলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, কেন্দ্র, গ্রাম্য শ্রমিক এবং ঘরোয়া শ্রমিকদের মাধ্যমে।

(ঝ) টেলিভিসন, রেডিও এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে বিকলাঙ্গ হইবার কারণ এবং সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অধ্যায় ৫

শিক্ষণ

সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনা পয়সায় প্রয়োজনীয় সেমিনার ব্যবস্থা ইত্যাদি করিবেন।

২৬। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেখিবেন যে

(ক) প্রত্যেক শিশু প্রতিবন্ধী ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে তাহাদের পরিবেশের মধ্যে শিক্ষণ লাভ করিতে পারে।

(খ) সাধারণ স্কুলেই যাহাতে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিবন্ধীরাও শিক্ষণ পাইতে পারে তাহার জন্য উন্নতর ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইতে হইবে।

(গ) সরকারী এবং বেসরকারী বিভাগ বিশেষ স্কুল করিয়া প্রতিবন্ধীরা দেশের যে কোনও অংশেই থাকুক তাহাদের স্বাধীনভাবে সেইসব স্কুলে যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে।

(ঘ) ঐ সমস্ত বিশেষ স্কুলে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দিয়া সুসজ্জিত করিতে হইবে সেই সব শিশু যাহারা বিকলাঙ্গ (প্রতিবন্ধী) তাহাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিবে।

Appropriate Govts & Local Authorities to make schemes and Programmes for non-formal education etc.

২৭। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশাবলী জারী করিয়া পরিকল্পনা তৈয়ারী করিবেন —

(ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য আংশিক সময়ে ক্লাশ চালাইবেন, বিশেষ করিয়া যাহারা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছেন এবং যাহারা সর্ব সময়ে জন্য ঐ পড়াশুনা চালাইতে অসমর্থ।

(খ) ১৬ বৎসরের বালক বালিকারা বা তাহার উর্দ্ধে বিশেষ আংশিক সময়ের শিক্ষণ ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক কাজে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে।

(গ) মানুষ জনের সাহায্য পাওয়া যায় এমন পল্লী অঞ্চলের অপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের কাজে লাগাইতে হইবে।

(ঘ) মুক্ত স্কুল বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বাড়াইতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনামূল্যে বই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ শিক্ষার জন্য দিতে হইবে।

Research for designing and developing new assistire devices, teaching aido etc.

২৮। সংশ্লিষ্ট সরকার ব্রতী হইবেন অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় কর্মকৌশল গবেষণাপূর্বক ঠিক করিয়া প্রতিবন্ধী শিশুদের, শিক্ষণ, সাহায্য বিশেষ ধরনের শিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণ করিয়া অন্যান্য সকলের সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষণ লাভের সুযোগ করিয়া দিতে হবে।

২৯। **Appropriate Govts to set up teachers' training etc.**

সংশ্লিষ্ট সরকার যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষামূলক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এবং জাতীয় শিক্ষকেরা ও স্বেচ্ছাক্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া শিক্ষানবীশ শিক্ষকদের শিক্ষিত হইবেন।

বিশেষ ভাবে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য তালিকা করিয়া ঐসব প্রতিষ্ঠান গুলিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া যাহাতে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল এবং বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীর একই স্কুল হইতে প্রকৃত শিক্ষণ পাইতে পারে।

Appropriate goods etc.

৩০। পূর্বে যেসব ধারা, উপধারা ইত্যাদিতে বলা হইয়াছে উহা কোনও মতেই পক্ষপাতিত্ব বা কুসংস্কার না করিয়া, সংশ্লিষ্ট সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে একীকরণ করিয়া শক্তিশালী শিক্ষণ পরিকল্পনাপূর্বক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ স্কুলে এবং সর্বসাধারণের একই স্কুলে শিক্ষা গ্রহণার্থে নিম্ন উল্লেখিত ব্যবস্থা করিবেন।

(ক) যাতায়াতের ব্যবস্থা (প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য) অথবা তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকদিগকে আর্থিক অনুদান দিবেন যাহাতে তাহারা স্কুলে উপস্থিত হইতে পারেন।

(খ) স্কুল, কলেজ হইতে সমস্ত রকম স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে বাধা অথবা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক এবং পেশাদারী শিক্ষাক্রম গ্রহণ করিতেছে সেইখান হইতে সমস্ত রকম বাধা অপসারিত করিতে হইবে।

(গ) প্রতিবন্ধী শিশুদের বই, ইউনিফরম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি মঞ্জুরি করিতে হইবে।

(ঙ) প্রতিবন্ধী শিশুদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে অসন্তোষ বা নালিশ মীমাংসা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মীমাংসা সংস্থা তৈয়ারী করিতে হইবে।

(চ) যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ছাত্ররা অন্ধ এবং কম দেখে তাহাদের জন্য পরীক্ষা (অঙ্ক) শুদ্ধকরণ বা সরলীকরণ করিতে হইবে।

(ছ) প্রতিবন্দী শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রমে ছাঁটাই করিয়া পুনঃগঠিত করিতে হইবে।

(ঞ) যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ছাত্রেরা কানে কম শোনে তাহাদের জন্য কেবলমাত্র একটি ভাষায় পাঠ্যক্রমে কার্যকরী করিতে হইবে।

Educational Institutions etc.

৩১। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলিকে সবরকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ছাত্ররা কানে কম শোনে।

অধ্যায় ৬

Employment

কর্মনিয়োগ

Identification of posts which can be reserved for person with disabilities

প্রতিবন্ধীদের জন্য যে পদগুলি সংরক্ষিত করা হইবে তাহা সনাক্ত করা থাকিবে।

৩২। সংশ্লিষ্ট সরকার (ক) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পদগুলি সনাক্ত করিবে। যাহা প্রতিন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত করিতে পারিবে।

(খ) তিন বৎসরের অধিক বিরত না করিয়া সনাক্তকরণ পদগুলি পুনরীক্ষণ করিয়া শিল্পাদির মধ্যে নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়।

সংরক্ষিত পদগুলি

৩৩। প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট সরকার প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে খালি পদগুলির অন্তত ৩% প্রতিবন্ধী নিয়োগ করিবে যাহাদের মধ্যে ১% সংরক্ষিত হইবে।

(১) যাহারা চোখে অন্ধত্বের জন্য — অল্প দেখিতে পায়।

(২) যাহাদের শ্রবণ শক্তি দুর্বল।

(৩) যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে অক্ষম অথবা যাহারা মস্তিষ্কজনিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সেই সমস্ত পদে যাহা প্রতিবন্ধীদের জন্য সনাক্ত করা হইয়াছে।

যদি না কোনও সংশ্লিষ্ট সরকার কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনওভাবে ব্যতিক্রমে করিয়া নির্দেশ জারী করিয়া থাকেন যাহা এই ধারা হইতে বিভিন্ন।

Special Employment Exchange বিশেষ কর্মনিয়োগ কেন্দ্র

৩৪। (১) সংশ্লিষ্ট সরকার নির্দেশ জারী করিয়া নির্দিষ্ট তারিখ হইতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কর্তাকে খালি পদ সম্বন্ধে পুরো বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া খালি পদ বা যাহা অদুর ভবিষ্যতে খালি হইবে উহা Employment Exchange কে ঠিক ঠিক জানাইতে হইবে।

(২) রীতি এবং সময়ানুযায়ী ঐ সমস্ত ব্যবস্থানুযায়ী পূর্ণ বিবরণসহ পাঠাইতে হইবে।

Power to inspect record or document in possession of any Establishment

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের খাতাপত্র ইত্যাদি পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা

৩৫। Vacancies not filled up to be carried over. কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি লিখিত নির্দেশ জারী করিয়া তা কোনও সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র তলব এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং লিখিতভাবে ও সমস্ত তথ্য যাহা প্রয়োজন সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

Vacancies not filled up to be carried over

খালি পদগুলি যাহা পূরণ করা যায় নাই উহা টানিয়া বা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

৩৬। যেখানে কোন এক নিয়োগবর্ষে খালিপদগুলি যাহা ৩৩ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে, উপযুক্ত প্রতিবন্ধী অভাবে যদি পূর্ণ না করা যায় তবে সেই সমস্ত পদগুলি পরবর্তী নিয়োগবর্ষে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে যদি তাহাতেও সর্ব প্রকার চেষ্টা সত্বেও উপযুক্ত প্রতিবন্ধী নিয়োগের জন্য না পাওয়া যায় তবে পদগুলি সাধারণ ভাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৩৭। যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের খালিপদগুলির ধারা অনুযায়ী নিয়োগ অসমর্থ হয় তবে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্তি করিয়া পালাটাপালটি করিয়া তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া নিয়মমত ব্যবস্থা লইতে হইবে এবং অতি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সরকারের এ বিষয় আগাম সম্মতি লইতে হইবে।

Employees to maintain records.

নিয়োগকর্তা খাতাপত্র বা নথি সংরক্ষণ করিবেন

৩৭। (১) প্রত্যেক নিয়োগকর্তা সংশ্লিষ্ট সরকারের নির্দেশ এবং নিয়মানুযায়ী নথিপত্রে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) নং উপধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারের নির্দেশ অনুসারে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে ঐসব নথিপত্র উপযুক্ত সময়ে পরিদর্শন করিতে পারিবেন বা পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদের প্রস্তাব রাখিবেন।

Scheme for endowing Employment of persons will disabilities

প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ নিশ্চয়তা করিতে পরিকল্পনা।

৩৮। (১) সংশ্লিষ্ট সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ জারী করিয়া প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের পরিকল্পনা তৈয়ারী করিবেন এবং সেই পরিকল্পনা মাফিক –

(ক) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষণ এবং স্থিতসাধন।

(খ) উর্দ্ধ বয়ঃসীমা শিথিল।

(গ) নিয়মিত নিয়োগ।

(ঘ) স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং প্রতিবন্ধীদের কর্মস্থলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখা সম্বন্ধে সচেতনতা।

(ঙ) উক্ত পরিকল্পনাটির জন্য উপযোগী ও সুবিধাজনীত সম্ভাব্য ও সম্পূরক সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা তৈয়ারী যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন।

All Educational Institutions to reserve seats for persons with Disabilities

প্রত্যেক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য – সংরক্ষিত আসন।

৩৯। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক সাহায্য পাইতেছেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কম পক্ষে ৩% পদ প্রতিবন্ধীদের জন্য সং রক্ষিত রাখিবেন।

Vacancies Etc.

৪০। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ৩% কম সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না যে প্রতিবন্ধীদের দারিদ্র মোচনের পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

Incentive to Employee etc.

৪১। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আর্থিক সামর্থ এবং প্রতিমাসের ক্ষমতানুযায়ী প্রত্যেক নিয়োগ কর্তাকে (পাবলিক এবং প্রাইভেট) উৎসাহজনক আর্থিক সাহায্য করিবেন যাহাতে অন্তত ৫% প্রতিবন্ধী ঐসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মী হইতে পারেন।

অধ্যায় ৭

Affinmative Action

দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ

Aid and appliance to Persons with disabilities

৪২। সংশ্লিষ্ট সরকার নির্দেশজারী করিয়া প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য পরিকল্পনা করিতে পারেন।

Scheme for preferential allotment of land for certain purpose

(বিশেষ উদ্দেশ্য জমি বন্টনের অগ্রাধিকার)

৪৩। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থায়ী কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারী করিয়া প্রতিবন্ধীদের জন্য কম মূল্যে জমি বন্টনের পরিকল্পনা করিতে পারেন।

(ক) বাড়ি

(খ) ব্যবসা আরম্ভ করা

(গ) বিশেষ বিনোদন কেন্দ্র তৈয়ারী করা

(ঘ) বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন

(ঙ) অনুসন্ধান কেন্দ্র স্থাপন

(চ) উদ্যোগী শিক্ষানবীশ প্রতিবন্ধীকে কারখানা

অধ্যায় ৮

Non-Discrimination

ভেদাভেদ বিহীন

Non-Discrimination in Transport

ভেদাভেদহীন পরিবহণ।

৪৪। পরিবহন সংস্থা তাহাদের আর্থিক ক্ষমতা এবং শক্তির মধ্যে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ব্যবস্থা রেল কামরা, বাস, জাহাজ, যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান পোতগুলিতে এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে প্রতিবন্ধীরা সহজেই যাতায়াত করিতে পারে।

প্রতিবন্ধী যাহারা হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন তাহাদের জন্য যাতায়াতের পথ সুগম এবং সহজ করিয়া লওয়া।

রেলকামরাতে, জাহাজে, বিমানপোতে এবং প্রতিক্ষালয়ে এমনভাবে টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে হুইল চেয়ার যাহারা ব্যবহার করেন সহজ এবং সুগম পথে তাহা করিতে পারেন।

Non-Discrimination on the Road.

রাস্তায় উপরে প্রভেদ নয়

৪৫। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা এবং শক্তির মধ্যে সরবরাহ করিবে --

(ক) অডিটরি সিগন্যাল এবং রেডলাইটস্ জনসাধারণের যাতায়াত রাস্তার উপর দৃষ্টিশক্তিহীন প্রতিবন্ধীদের সুবিধার জন্য স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) হুইল চেয়ার যাহারা ব্যবহার করেন এমন ভাবে সুগম এবং সহজ পথের ব্যবস্থা হইবে। যাহাতে তাহারা সাবলীল এবং সহজভাবে যাতায়াত করিতে পারেন।

(গ) অন্ধ এবং চোখে কম দেখে এদের জন্য জেব্রাক্রসিং এর উপর অঙ্কন করা থাকিবে।

(ঘ) অন্ধ এবং চোখে কম দেখে এদের জন্য রেলওয়ে প্লাটফরমেসের অঙ্কন বা খোদাই করা থাকিবে।

(ঙ) প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিকল্পনা মাফিক ঠিকমত চিহ্নিত করা হইবে।

(চ) ঠিক ঠিক জায়গায় সাবধান নির্দশন স্থাপন করিতে হইবে।

Non-discrimination in the built environment

৪৬। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আর্থিক ক্ষমতা এবং অন্যান্য শক্তি অনুযায়ী সুরক্ষিত করিবে যথা --

(ক) পাবলিক বিল্ডিং নামা ওঠা।

(খ) হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা।

(গ) অন্ধদের সুবিধার জন্য বিশেষ চিহ্ন Uraille symbols শ্রবণ কেন্দ্র করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা স্থাপন অথবা

(ঘ) হাসপাতালে প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য চিকিৎসার স্থানে এবং পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য

No discrimination in Government employment

৪৭। যাহারা চাকরি করিতে করিতে প্রতিবন্ধী হইয়াছে, কোনও প্রতিষ্ঠানই তাহাদের চাকরি হইতে বরখাস্ত বা নীচুপদে অবনমিত করিতে পারিবেন না। যদি অবশ্য কোনও কর্মচারী যিনি চাকরীর উপর প্রতিবন্ধী হইয়াছেন, তিনি যেই পদে আছেন সেই পদের উপযুক্ত না হন সেক্ষেত্রে তাহাকে একই মাহিনায় এবং চাকুরীর সুযোগ সুবিধা দিয়া অন্য পদে স্থানান্তরিত করা যাইবে। যদি অন্যথায় তাহাকে অন্য কোনও পদে দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে তাহাকে অতিরিক্ত পদে রাখা যাইতে পারে যতদিন না উপযুক্ত পদ তাহার জন্য পাওয়া যায় অথবা যতদিন না বার্দ্ধক্যজনিত অবসর গ্রহণ করেন। উহার মধ্যে যেটা আগে হইবে।

(চ) প্রতিবন্ধীদের কারণে তাহার পদোন্নতি রোখা যাইবে না, যদি সংশ্লিষ্ট সরকার কোনও প্রতিষ্ঠানের নির্দ্ধারিত কাজের দিকে নজর রাখিয়া অন্যপ্রকার দেখেন তবে সেই প্রতিষ্ঠানটি এই আইনের আওতার বাইরে রাখিতে পারেন।

অধ্যায় ৯

গবেষণা এবং বিধি সম্মত প্রতিশ্রুতি

Research গবেষণা

৪৮। সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গবেষণার উন্নতি এবং বিধিসম্মত প্রতিশ্রুতি দিয়া নিম্মোক্ত স্থানগুলিকে

(ক) প্রতিবন্ধীরোধ

(খ) পুনর্বাসিন সম্প্রদায় ভুক্ত পুনর্বাসিন অন্তর্ভুক্ত।

(গ) Development of assistive devices including the Psychological aspects

(ঘ) কাজ সনাক্তকরণ

(ঙ) on site modifications in office and factories

Financial incentives to Universities to enable them to undertake research.

৪৯। সংশ্লিষ্ট সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত শিক্ষার জন্য, কর্মরতদের, বেসরকারী গবেষণাগার গুলিকে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহারা গবেষণা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব এবং মানবিক শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবেন।

অধ্যায় ১০

প্রতিবন্ধীদের জন্য অধ্যক্ষ নিয়োগ

Recognition of Institutions for persons with disabilities

৫০। সংশ্লিষ্ট সরকার নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যে কোনও কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন যাহারা এই আইনের উদ্দেশ্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

No person to establish or maintain all Institution for person with disabilities except in accordance with certificate of registration etc.

৫১। এই আইনের ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অথবা রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পরিবেন না। যদি অবশ্য কোনও ব্যক্তি এই আইন প্রয়োগ করিবার পূর্বে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি উহা ছয়মাস অবধি চালাইবেন এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া চালাইতে পারিবেন। সার্টিফিকেট লইবেন এবং উহার দরখাস্তের শুনানী না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।

Certificate of registration

৫২। (১) সংশ্লিষ্ট সরকার সার্টিফিকেট-অব রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করিতে বিধি সম্মত যে ফরম করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা লইতে হইবে।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ঐরূপ দরখাস্ত পাইবার পর (এই আইনে উপধারা (ৰ) অনুসারে) তাঁহার বিবেচনা মতে যেইরূপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করিবেন এবং যেক্ষেত্রে দরখাস্ত সন্তোষজনক ভাবে সব তথ্য ঠিক ঠিক দিয়াছে সেইক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশনের সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবেন কিন্তু যে ক্ষেত্রে দরখাস্ত সন্তোষজনক হয় নাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহা নাকচ করিয়া রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

কিন্তু অবশ্য ঐরূপ নামঞ্জুর করিবার পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দরকাস্থকারী বিধি সম্মত কারণ দর্শন করিতে বলিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব রেজিষ্ট্রেশন মঞ্জুর করা যাইবে না। যদি সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্থা সরকার কর্তৃক যেরূপ সুযোগ সুবিধা সতর্ক আরোপ করিয়াছেন উহা বৈধভাবে পালন না করেন।

(৪) রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এই ধারা অনুযায়ী মঞ্জুর করা হইলে –

(ক) ৫৩ ধারা অনুযায়ী যদি বাতিল না হইয়া থাকে উহা চলিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক ততদিন পর্যন্ত উহা চালিত রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) সময় সময় উহা নবীকরণ করা যাইবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক ঐ সম্বন্ধে যে বিধি ব্যবস্থা সতর্ক এবং ফরম করিয়াছেন (মুদ্রণ ফর্মা), সেই অনুযায়ী দরখাস্ত হইতে হইবে।

(ঘ) রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট নবীকরণ করিতে হইলে অন্ততঃ ৬০ দিন (রেজিষ্ট্রেশন চালু অবস্থায়) পূর্বে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(ঙ) শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান উক্ত রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এমন জায়গায় উহা লটকাইয়া দিবেন সেখানে সচরাচর সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে।

Revocation of Certificate

সার্টিফিকেট বাতিল

৫৩। (১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে বা যথোপযুক্ত বিশ্বাস যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যাহা উপধারা (২) ৫২ ধারায় বর্ণিত আছে।

(ক) নবীকরণ করার দরখাস্তে এমন বক্তব্য রাখা হইয়াছে যাহা ভুল অথবা মিথ্যা বিবরণ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

(খ) নিয়মকানুন বা সর্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়াছে। সেই সব নিয়মকানুন বা সর্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে।

(গ) উপধারা (১) অনুসারে যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের সাটিফিকেট বাতিল করা হয় তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের কাজ চালাইবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে।

৫৪। ধারা অনুসারে যেখানে আপিল করিবার সুযোগ আছে, সেই প্রতিষ্ঠানের কাজও বন্ধ থাকিবে।

(ক) যেখানে আপিল (উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা নিদ্ধারিত সময়ের মধ্যে করা হয় নাই) অথবা

(খ) যেখানে সেই আবেদন করা হইয়াছে, কিন্তু বাতিল আদেশ স্থগিত রাখা হইয়াছে ঐ আবেদনের তারিখ হইতে।

(৩) কোনও প্রতিষ্ঠানের বাতিল সার্টিফিকেটের ফলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সেই প্রতিষ্ঠানের বা কোনও প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা অথবা আইনজ্ঞ।

(ক) তাঁহাকে তাঁহার পিতামাতা অথবা আইনজ্ঞ অভিভাবকের, পতি বা পত্নীর কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

(খ) যে কোনও অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলি করিতে পারেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট আদেশ বলে।

(৪) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যাহাদের রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে এবং উহা বাতিল হইয়াছে এই ধারায়, উহা অনতিবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হইবে।

Appeal

৫৪। (১) যদি কোনও ব্যক্তি উপরোক্ত আদেশের বলে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এইরূপ মনে করেন, তবে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে নাকচের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) সরকারের আদেশই সেই আবেদনে রায় চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

Act not to apply etc.

৫৫। এই অধ্যায়ের মধ্যে যাহা বলা হইয়াছে, উহা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান (প্রতিবন্ধীদের জন্য) অন্তর্ভুক্ত নয়।

অধ্যায় ১১

Institution for Person etc.

৫৬। সংশ্লিষ্ট সরকার তাহাদের বিবেচনা অনুযায়ী সাংঘাতিক বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধীদের জন্য যে কোনও জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারেন।

(২) যেখানে সংশ্লিষ্ট সরকার মনে করেন যে (১) উপধারা অনুযায়ী যে সব প্রতিষ্ঠান চলিতেছে উহা উহা বাদে অন্য প্রতিষ্ঠান ঐসব সাং ঘাতিক বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম বা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ সরকার স্বীকৃতি দিতে পারেন এই আইনে। অবশ্য সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাইবে না এই আইনে যদি তাহারা আইন অনুযায়ী যাহা প্রয়োজন তাহা মিটাইতে না পারেন।

(৩) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহা এই উপধারায় (১) স্থাপিত হইয়াছে তাহারা সংশ্লিষ্ট সরকার প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ম কানুন এবং সত্ব ঠিকমত মানিয়া চলিতেছেন দেখাইয়া স্থির করিবেন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য "সাংঘাতিক প্রতিবন্ধী"র অর্থ ৮০ বিকলাঙ্গ অথবা তাহার বেশী বুঝাইবে।

অধ্যায় ১২

The Chief Commissioner and commissioners for Persons with Disabilities

Appointment of Chief Commissioner etc.

৫৭। (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনে প্রতিবন্ধীদের জন্য চিফকমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) কোনও ব্যক্তি এই কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না (অর্থাৎ চিফ কমিশানার হিসাবে) যদি না তাঁহার বিশেষ জ্ঞান এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার উহাদের বেতন, এলাওয়েন্স (ভাতা) অবসর গ্রহণের পর পেনসন, গ্রাচুইটী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিৰ্দ্ধারিত করিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত চিফ কমিশনারের অফিসে কর্মচারী যাহা কাজ চালাইবার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা অনুযায়ী নিৰ্দ্ধারিত করিবেন।

(৫) অফিসার এবং কর্মচারীরা উক্ত চিফ কমিশনারের অফিসে ঠিকঠাক ভাবে কাজ চালাইবেন।

(৬) মাহিনা, ভাতা এবং অন্যান্য চাকুরীর শর্ত (যাহারা চিফ কমিশনারের অফিসে কাজ করিবেন) সব নিৰ্দ্ধারিত করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

Chief Commissioner to look into complaints with respect to deprivation of rights of Persons with disabilities.

৫৯। এই আইনের শর্তের প্রতি কোনওপ্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া (৫৮ ধারা) চিফ কমিশনার স্বেচ্ছায় আবেদনকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রতি সুবিচারের জন্য তাঁহার নালিশ বিবেচনা করিতে পারিবেন সেই সম্বন্ধে —

(ক) প্রতিবন্ধীদের দাবি দাওয়া বঞ্চিত করা হইয়াছে কিনা?

(খ) আইন কানুন, উপকানুন ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রম, উপদেশ যাহা সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক প্রমাশন এবং নিদ্ধারিত হইয়াছে উহা কার্যকর না করিয়া প্রতিবন্ধীর হিত সাধনের ক্ষতি করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

Appointment of Commissioner etc.

৬০। (১) প্রত্যেক রাজ্যসরকার নিৰ্দ্ধারিত নোটিশ জারী করিয়া এই আইনে কমিশনার নিয়োগ করিতে পারেন। (প্রতিবন্ধীদের জন্য))।

(২) এমন কোনও ব্যক্তিকে কমিশনার নিয়োগ করা যাইবে না যাঁহার এই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নাই (অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপযুক্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা)।

(৩) উহাদের মাহিনা, ভাতা এবং চাকুরীর অন্যান্য সর্ত (পেনশন, গ্রাচুয়িটি এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা) সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক নিৰ্দ্ধারিত হইবে।

(৪) রাজ্য সরকার কি ধরনের অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারী ঐ কমিশনারের অফিসে প্রয়োজন উহা ঠিক করিবেন।

(৫) ঐ সমস্ত অফিসার, কর্মচারী কমিশনারের তত্ত্বধানের কাজ করিবেন।

(৬) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ঐ সব অফিসার এবং কর্মচারীদের মাহিনা, ভাতা এবং অন্যান্য শর্ত নিদ্ধারিত করিবেন।

Power etc.

৬১। কমিশনার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যে ঃ –

(ক) রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচী এবং পরিকল্পনা তৈয়ারী করিবেন যাহাতে প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত হিতসাধন হইবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার যে আর্থিক সাহায্য করিবেন উহা মনিটর কর্তৃক বন্টন করা হইবে।

(গ) প্রতিবন্ধীদের জন্য উক্ত অর্থ যথোপযুক্তভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) এই ধারা অনুযায়ী ঠিকমত সব কার্যকর হইতেছে। উহা নির্দ্ধারিত সময়ে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট দিয়া জানাইতে হইবে।

Commissioner to look into complaints with respect to matters relating to deprivation of rights of persons with disabilities.

৬২। ৬১ আইন অনুযায়ী কাহাকেও পক্ষপাতিত্ব না করিয়া কমিশনার স্বেচ্ছায় ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনকারীদের প্রতি নজর দিতে পারেন যথা –

(ক) প্রতিবন্ধীদের দাবি দাওয়া বঞ্চনা করা হইয়াছে কিনা

(খ) ৫৯ প্যারার অনুরূপ।

Authorities and officers to have certain Power of civil court etc.

৬৩। চিফ কমিশনারদের দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা এই আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম চালাইবেন (যাহা কোড অব সিভিল প্রসিডিওর ১৯০৮ সালে নির্দ্ধারিত হইয়াছে) সেই মোতাবেক নিম্নের বিষয়গুলি মামলা বিচার করিবেন যথা -

(ক) সাক্ষীদের প্রতি সমন এবং তাহাদিগকে হাজির করানো

(খ) প্রয়োজনে যে কোনও নথি বা ডকুমেন্ট চাওয়া বা তাহার বিচার বিবেচনা করা।

(গ) যে কোনও পাবলিক রেকর্ড চাওয়া এবং তাহার কপি লওয়া যে কোন সরকারী দপ্তর বা ঐ অফিস হইতে

(ঘ) শপথ করাইয়া সাক্ষী লওয়া এবং

(ঙ) সাক্ষীদের বা ডকুমেন্ট পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগ করা।

(২) আই. পি. টির ১৯৩ এবং ২২৮ ধারা অনুযায়ী চিফ কমিশনার এবং কমিশনাদের কাছে যাহা বিচার হইবে উহা জজয়তি পর্যায়ের বিচার পর্যবসিত হইবে। (উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সমেত) ১৯৫ ধারায় সিভিল কোর্ট এবং ১৯৭৩ কোর্ট এবং Chapter XXV ১৯৭৩ কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রশ্ন উত্তর ৪৫ (১৯৬০) ২ (১৯৭৪)

Annual report of be prepared by the Chief Commissioner

অধ্যক্ষ দ্বারা তৈরী বাৎসরিক বিবরণ ঃ

৬৪। (১) চিফ কমিশনার বাৎসরিক রিপোর্ট তৈয়ারী করিয়া (তাহার বাৎসরিক কার্য বিবরণ) প্রতি আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের নিদ্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী পূর্বেকার বছরের সমস্ত কাজের হিসাব নিকাশ যথা সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাইবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার সেই বাৎসরিক রিপোর্ট বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া এবং যে ব্যবস্থা লইয়াছেন তাহা সবিস্তারে মন্তব্য করিয়া লোকসভায় পেশ করিবেন উহাদের সুমতামতের উপর ভিত্তি করিয়া এবং উহা পুরোপুরি বা উহার অংশ বিশেষ (কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট) যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহাও উল্লেখিত হইবে।

অধ্যায় ১৩
Social Security
সামাজিক নিরাপত্তা

Appropriate Governments etc.

৬৬। (১) সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের আর্থিক সামর্থের এবং শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রতিবন্ধী মানুষদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিকে আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা লইয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

৬৭। (১) **Insurance Scheme etc.**

সংশ্লিষ্ট সরকার আদেশ জারি করিয়া প্রতিবন্ধী কর্মীদের সুযোগ সুবিধার জন্য জীবনবীমার পরিকল্পনা কার্যকর করিবেন।

(২) যদি এই ধারায় ও সম্বন্ধে কিছু না বলা ও হইয়া থাকে, সংশ্লিষ্ট সরকার প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য ইনসিওরেন্স স্কিম তৈয়ারী করিবেন অথবা তাহাদের নিরাপত্তার জন্য অন্যরূপ পরিকল্পনাও করিতে পারেন।

Unemployment allowance

৬৮। সংশ্লিষ্ট সরকার তাহাদের আর্থিক সামর্থ এবং শক্তির মধ্যে সীমিত সময়ের মধ্যে প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা এবং তাহাদের স্পেশাল এমপ্লয়েমেন্ট একসচেঞ্জ দুই বৎসর অধিকালের পর তালিকা ভুক্ত করাইবেন এবং যাহাদের সেইরকম সুবিধাজনক কাজে নিয়োগ করাও সম্ভব হইতেছে না।

অধ্যায় ১৪
Miscellaneous
জরিমানা ও শাস্তি

৬৯। যদি কেহ শঠতাপূর্বক প্রতিবন্ধীদের নামে কোন কিছু মুনাফা উঠাইতে চেষ্টা করেন তবে তাহাকে ফৌজদারী বিধিমতে দুইবৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত করা যাইবে অথবা কুড়িহাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই দেওয়া যাইতে পারে।

Chief Commissioner ও অন্যান্য পরিষদবর্গ

৭০। ফৌজদারী (Indian Penal Code) বিধিমতে চিফ কমিশনার, কমিশনার এবং অন্যান্য অফিসার এবং কর্মীরা জনসাধারণের সেবক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

Protection etc

৭১। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারের কোনও অফিসারের যাঁহারা সরল নিশ্বাসে এই আইন অনুযায়ী বা সরকারী আদেশের ভিত্তিতে কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোনও রূপ আইন ব্যবস্থা দাঁড়াইবে না।

Act to be etc.

৭২। এই আইনের ধারা, উপধারা অথবা উহার অতিরিক্ত নিয়ম কানুন অন্য কোনও আদেশ বা আইন যাহা সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধীদের হিতসাধনের জন্য করা হইয়াছে উহা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।

Power of appropriate govt. etc.

৭৩। (১) সংশ্লিষ্ট সরকার তাঁহার আদেশ বলে এই আইনে কাজ চালাইবার জন্য নিয়ম করিতে পারেন।

(২) কোন কারণে বস্তুত কোনও প্রকার প্রভাবিত না হইয়া সাধারণ ভাবে উপরোক্ত ক্ষমতা নিয়ম নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি সংরক্ষণ করিবেন যথা —

(১) রাজ্যসরকার বা সংযুক্ত অঞ্চল পছন্দ করিবেন Clause (K) উপধারা (2) ধারা ৩ অনুযায়ী।

(২) সভ্যরা ভাতা গ্রহণ করিবেন এই আইনের (৪) ধারা এবং উপধারা (৭) অনুযায়ী।

(৩) ৭ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি নিয়মিতভাবে সভায় কার্য বিবরণী সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটি Clause (h) & Sub-Sec (2) of Section 9 অনুসারে অন্যান্য কাজও করিতে পারেন।

(৫) (ঘ) ধারা, উপধারা (২) (ঞ) অনুযায়ী রাজ্য সরকার বা সংযুক্ত এলাকা পছন্দ করা হইবে

(৬) ৯ ধারা উপধারা (৩) অনুযায়ী সভ্যরা ভাতা ইত্যাদি পাইবেন।

(৭) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ১১ ধারা অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করিবার নিয়ম কানুন ঠিকমত অনুসরণ করা হইয়েছে কিনা উহা কমিটির সভাতে খতিয়ে দেখিবেন।

(৮) উপধারা (১) ১২ ধারা নিয়মানুযায়ী যে প্রথা এবং উদ্দেশ্যে ইহা পরিচালনা করা হইতেছে তাহাতে এবং ব্যক্তি হইতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

(৯) ২২ ধারা উপধারা (৩) অনুযায়ী সভ্যরা ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১০) ২১ ধারা অনুযায়ী যে সভা অনুষ্ঠিত হইবে নিয়ম কানুন অনুযায়ী কাজ করা হইতেছে কিনা রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটি উহা দেখিবেন।

(১১) ২২ ধারার উপধারা (৩) অনুযায়ী সে ব্যক্তি ফি এবং ভাতা গ্রহণ করিতে পারেন।

(১২) ৩৪ ধারা উপধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কর্তা বিধান এবং অন্যান্য প্রকৃত তথ্য জমা দিবেন এবং বিশেষ নিয়োগ অফিস (Special Employment exchange) সেই তথ্য অনুযায়ী ৩৪ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী উহা ঠিকমত পেশ করিবেন।

(১৩) ৩৭ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যেক নিয়োগকর্তা উপযুক্ত ফরমে এবং প্রথায় রেকর্ড রাখিবেন।

(১৪) ৫২ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী প্রকৃত ফরমে দরখাস্ত করিবেন।

(১৫) ৫২ ধারার উপধারা (২) অনুযায়ী দরখাস্ত মঞ্জুর না হলে জানাইতে হইবে।

(১৬) ৪২ উপধারা অনুযায়ী সুয়োগ সুবিধার এবং উপযুক্ততার বিবরণ রাখিতে হইবে।

(১৭) ৫২ ধারার উপধারা (৪) Clause (a) অনুযায়ী Certificate of registration কতদিন চালিত থাকিবে উহা উল্লেখিত থাকিবে।

(১৮) ৫২ ধারার উপধারা (৪) উপবাক্য (সি) অনুযায়ী Certificate of registration ফরমের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

(১৯) ৫৪ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিবার সময় সীমা নির্দ্ধারণ করা আছে।

(২০) ৫৬ ধারার উপধারা (৩) অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাঁহারা সাংঘাতিক বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধীদের দায়িত্বে আছেন, তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে সমস্ত শর্তে সন্তোষজনক ভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

(২১) ৫৭ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চীফ কমিশনারদের বেতন, ভাতা, চাকুরীর শর্ত ইত্যাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(২২) ৫৭ ধারার উপধারা (৬) অনুযায়ী বেতন, ভাতা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত কর্মচারী এবং অফিসারদের নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

(২৩) ৫৮ ধারার উপধারা (ডি) অনুযায়ী চীফ কমিশনার কেন্দ্রীয় সরকারের সময় সময় রিপোর্ট জমা দিবেন।

(২৪) ৬০ ধারার উপধারা (৩) অনুযায়ী বেতন, ভাতা চাকুরির বিভিন্ন শর্ত কমিশনারদের স্থির করা হইয়াছে।

(২৫)৬১ ধারার উপধারা (ঘ) অনুযায়ী অফিসার এবং কর্মিদের জন্য বেতন, ভাতা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত করা হইয়াছে।

(২৬) ৬১ ধারার উপকাব্য (ঘ) অনুযায়ী কমিশনার রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট দিবেন নির্দ্ধারিত সময় সময়ে।

(২৭) রিপোর্ট দিবেন নির্দ্ধারিত সময়ে সময়ে।

৬৪ ধারা (১) উপধারা অনুযায়ী বাৎসরিক রিপোর্ট নির্দ্ধারিত ফরমে তৈয়ারী করিতে হইবে।

(২৮) ৬৫ ধারার উপধারা (১) অনুযায়ী উপযুক্ত ফরমে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২৯) অন্য কোনও বিষয় বস্তু ব্যবস্থানুযায়ী যাহা দরকার হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ ধারার উপধারা (২) ৪৭ ধারার শর্ত প্রত্যেক পরিকল্পনা যাহা ২৭ ধারা ৪৩ ধারা, ৬৭ ধারা, ৬৮ ধারায় নির্দ্ধারিত করিয়াছে প্রত্যেক নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন উপধারা (১) ব্যবহার করিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকসবায় পেশ করিতে হইবে মোট ৩০ দিনের মধ্যে যাহাতে Parliament এর একই Session অথবা 2 seson পরের দিন ইত্যাদি পেশ করিতে হইবে যাহাতে দুইটি কথাই কিন্তু সংশোধিত প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে উহার নিয়ম কানুন এবং পরিকল্পনা বষিয়ে। সেই সংশোধন অনুযায়ী নিয়ম কানুন কেবলমাত্র পরিবর্তন হইবে সংশোধনের জন্য পরিবর্তন সংশোধনী প্রস্তাবের পরবর্তী সময়ে কিন্তুক পূর্বেকার বিষয় কোনও মতেই এই সংশোধনের জন্য পরিবর্তন বা প্রতিকুল হইবে না।

(৪) ৩৩ ধারার শর্ত ৪৭ উপধারার (২) এর শর্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকার প্রত্যেক পরিকল্পনা যাহা তৈয়ারী হইয়াছে ২৭, ৩০ ধারার উপধারা (১) ধারা ৩৮, ধারা ৪২ ধারা ৪২ ধারা ৪৩, ধারা ৬৭, ধারা ৬৮ এবং প্রত্যেক নিয়ম যথা উপধারা (১) ব্যবহৃত হইবে এবং উহা House State Ligislative এবং উভয় কক্ষেই পেশ করা হইবে।

Amendment of Act 1987.

৭৪। ১৯৮৭ সালের Legal Services Authorities Act 12 ধারা উপবাক্য (ঘ) নিম্নের উপবাক্য পরিবর্তন করা হইয়াছে। যথা - " (ঘ) ২ ধারা উপবাক্য (১) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী মানুষ (সব সুযোগ, নিরাপত্তার অধিকার এবং সম্পূর্ণ ভাবে কাযাদিতে অংশ গ্রহণ) আইন ১৯৯৫"

কে. এল মোহনপুরিয়া

ভারত সরকারের এর সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার

মহাকরণ, কলকাতা-১

নং ১০৮-ডব্লিউ
১ এ-১/৯৭

১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৮

বিজ্ঞপ্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার রক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর ১৩ নং ধারার ২ নং উপধারার সঙ্গে একযোগে পঠিত ১ নং উপধারা বলে রাজ্যপাল নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে রাজ্য সমন্বয় কমিটি গঠন করছেন। সরকারি গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই কমিটি কার্যকর হবে। কমিটির সদস্যরা হলেন :—

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (ক) সংস্থানের অধীনে

১। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার...চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে)

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (গ) সংস্থানের অধীনে

২। সচিব, জনশিক্ষাপ্রসার বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৩। সচিব, বিদ্যালয়শিক্ষা বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৪। সচিব, উচ্চশিক্ষা বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৫। সচিব, অর্থ বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৬। সচিব, স্বরাষ্ট্র (ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ) বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৭। সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি (জনঅভিযোগ) বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৮। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
৯। সচিব, গ্রামোন্নয়ন বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
১০। সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
১১ সচিব, নগরোন্নয়ন বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
১২। সচিব, শ্রম বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
১৩। সচিব, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
১৪। সচিব, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (ঘ) সংস্থানের অধীনে

১৫। সচিব, বিচার বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)
১৬। সচিব, আইন বিভাগ — সদস্য (পদাধিকারবলে)

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (ঙ) সংস্থানের অধীনে

১৭। সভাপতি, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহের ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সদস্য (পদাধিকারবলে)

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (চ) সংস্থানের অধীনে মনোনীত

১৮। ড: মহাবিষ্ণু সেন, সভাপতি সদস্য
স্পীচ অ্যাণ্ড হিয়ারিং ইনস্টিটিউট অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার (কথন ও শ্রবণ সংস্থা এবং গবেষণা কেন্দ্র)
৭৯ বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-৭০

১৯। শ্রীমতী সুধা কল, পরিচালক, স্প্যাসটিকস্ সোসাইটি অব ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া,
পি. ৩৫/১, তারাতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৮৮

২০। ডঃ হরমোহন সিং, সভাপতি, আনন্দনিকেতন, সোসাইটি ফর মেন্টাল হেল্‌থ কেয়ার, পোঃ খাজুরডিহি, বর্ধমান সদস্য

২১। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, প্রশাসনিক আধিকারিক, বিকাশ ভারতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ২০/১, বি, লালবাজার ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০১ সদস্য

২২। শ্রীপঙ্কজ দাস, সচিব লুই ব্রেল মেমোরিয়াল ফর দি সাইটলেস পোঃ মাখলা, হুগলী সদস্য

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (জ) দফার অধীনে মনোনীত

২৩। ডঃ এন. ত্রিবেদী, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ এবং পদাধিকারবলে সচিব, কৃষিদপ্তর সদস্য পদাধিকারবলে

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (ঝ) দফার অধীনে মনোনীত

২৪। মহাধ্যক্ষ (অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য) পশ্চিমবঙ্গ সদস্য (পদাধিকারবলে)

১৩ নং ধারার (২) উপধারার (ঞ) দফার অধীনে মনোনীত

২৫। সচিব, সমাজ কল্যাণ দপ্তর সদস্য (পদাধিকারবলে)

সরকারি আদেশবলে
এ. কে. মজুমদার
মুখ্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ দপ্তর

মহাকরণ, কলকাতা-৭০০ ০০১

নং ২১৭৫১-এস. ডব্লু.
আই. এ-৮/৯৭ তাং ১৬ জুন, ১৯৯৭

বিজ্ঞপ্তি

অসমর্থ ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকারের সুরক্ষা এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর ৫০ নং ধারা বলে রাজ্যপাল সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ-কে উপরি উল্লিখিত আইন মোতাবেক অসমর্থ ব্যক্তিদের প্রতি জীবনের স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে, ভূতাপোষকভাবে ৬ মার্চ, ১৯৯৭ থেকে, যোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসাবে মনোনীত করেছেন।

(২) এর দ্বারা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং ৭৩৮ এস. ডব্লু তাং ৬।৩।৯৭ কে বাতিল করা হল।

রাজ্যপালের আদেশক্রমে
সি. এস. সামল
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্পনা ১৯৯২

১. ভূমিকা

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তবে এই সুযোগবৃদ্ধির ফলে প্রতিবন্ধী শিশুরা কিন্তু তেমনভাবে উপকৃত হয়নি। তাই ভারত সরকার সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে এই ধরনের শিশুদের উপর বিশেষ নজর দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হল সর্বস্তরেই সাধারণ জনসমষ্টির সঙ্গে সমান অংশীদার হিসাবে প্রতিবন্ধীদেরও সুসংবদ্ধ করে নিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ করে দেওয়া এবং তারা যাতে সাহস ও ভরসায় ভর দিয়ে জীবনের মোকাবেলা করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কেন্দ্রীয় ঘোষণায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্পের উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী শিশুদের আর সকলের সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়েই শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এবং সেই বিদ্যালয় ব্যবস্থাতেই তাদের ধরে রাখা। যেসব প্রতিবন্ধী শিশু বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ে ভরতি হয় তারা যখন কাজ চালানোর মতো আদানপ্রদান করতে ও প্রতিদিনের আপন আপন কাজকর্মের উপযোগী হয়ে ওঠে তখন তাদেরকেও সাধারণ বিদ্যালয় ব্যবস্থায় নিয়ে আসা চাই।

৩. পরিকল্পের ধরন

এই পরিকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি রূপায়ণের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সহায়তা করবে। এই পরিকল্পে যে সমস্ত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলির জন্য সহায়তার পরিমাণ হল শতকরা ১০০ ভাগ, কিন্তু কর্মসূচির ক্ষেত্রে এই সহায়তা নির্ভর করবে পেশাগতভাবে দক্ষ কর্মীগোষ্ঠীর কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার উপর।

৪. কাদের দ্বারা রূপায়িত হবে

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন কিংবা এমন স্বশাসিত সংস্থা যাদের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং /অথবা পুর্নবাসনের অভিজ্ঞতা আছে তাদের মাধ্যমেই এই পরিকল্প রূপায়িত হবে। এই পরিকল্প সম্পাদিত হবে বিদ্যালয়েই, আর তাই মূল দায়িত্বটা থাকবে শিক্ষা বিভাগের উপর। রাজ্য সরকার, সম্ভব ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারবে।

৫. কাজের ক্ষেত্র

ক. যেসব প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ বিদ্যালয়ের আওতায় আনা সম্ভব তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এই পরিকল্পের অভিপ্রায়। সকল প্রতিবন্ধী শিসুর জন্য পুর্নবাসন সহায়তা দেওয়া ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগসুবিধার (পরবর্তী দশম অনুচ্ছেদে বর্ণিত) ব্যবস্থাও করা হবে মূল্যায়ন গোষ্ঠীর সুপারিশ অনুযায়ী।

খ. এই পরিকল্প অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয় প্রশিক্ষণ এবং অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়ার কাজ করা হবে। নিয়মিত বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরনের শিশুদের নিয়ে আসার প্রস্তুতি হিসেবে এই কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল : শ্রবণে অন্তরায়গ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, দৃষ্টি-বিকল শিশুদের চলাফেরা ও দিকনির্ণয়ে প্রশিক্ষণ, অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় দিবাবুইদনিক জীবনযাত্রা ও আদানপ্রদানের দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, আর বাড়িতে এধরনের ছেলেমেয়েকে পালন করার ব্যাপারে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণও পরামর্শ দান।

গ. এই পরিকল্প অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশুদের উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সমতুল বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমও এর অন্তর্গত।

ঘ. কোনো প্রতিবন্ধী শিশু যদি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য অপর কোনো পরিকল্পের অধীনে কোনো বৃত্তি বা সহায়তা পেয়ে থাকে তাহলে সে ওই পরিকল্পের সুবিধাদি ছেড়ে না দেওয়া অবধি এই পরিকল্পের কোনো সুযোগই ভোগ করতে পারবে না।

৬. রূপায়ণের প্রণালী

ক. এইসব কার্যক্রম সম্পাদন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যে রূপায়নকারী সংস্থার তরফে একটি প্রশাসনিক শাখা গঠন করতে হবে। এই প্রশাসনিক শাখার কর্তৃত্বে থাকবেন একজন উপ-অধিকর্তা বা তার অধিক পদমর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিক। এই বিশেষ কাজ করার মতো যোগ্যতা আছে এমন আধিকারিককেই এজন্য বাছাই করতে হবে। যদি তেমন যোগ্যতার লোক পাওয়া না যায় তাহলে এন.সি.ই.আর.টি বা অনুরূপ কোনো সংস্থা থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসন শাখা এই পরিকল্প রূপায়ণের উপযোগীক্ষেত্র ও সংস্থা চিহ্নিত করে দেবে।

খ. এই পরিকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও পরিদর্শনের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সারা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা কিছু বিদ্যালয়কে গ্রহণ করার চেয়ে কয়েকটি উন্নয়ন ব্লকে সীমাবদ্ধ থাকাই ভালো হবে। কোনো নির্বাচিত ব্লকের মধ্যে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে দরকারি সব উপকরণেরই ব্যবস্থা করা যেতে পারবে।

গ. এই পরিকল্প আর যেসব ব্লকে /জেলায় সম্প্রসারিত হবে সেখানকার প্রতিবন্ধী শিশুদের খুঁজে বার করার কাজ প্রথমে শুরু করা চাই। সেজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সব বিদ্যালয় শিক্ষককে উপযুক্ত অভিমুখিতা দেওয়া হবে যাতে করে তাঁরা সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী শনাক্ত করণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা চালাতে পারেন। এই সমীক্ষা চালানোর জন্য প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে যা শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন। প্রশাসন শাখার তরফে মুদ্রিত সমীক্ষা ফর্ম সরবরাহ করা হবে। এই রকম সহায়তা বাবদ প্রশাসন শাখায় ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। এইসব উদ্যমের কথা গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা চাই।

ঘ. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে রাজ্যস্তরের দপ্তর থেকে সরঞ্জাম, শিক্ষোপকরণ, কর্মী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়ণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাও এই দপ্তর থেকে করা হবে। অপর কোনো সংস্থার উদ্যোগে যদি আগে কোনো সমীক্ষা হয়ে থাকে তবে তার তথ্যও এখনকার সমীক্ষায় ব্যবহার বা যোগ করা উচিত হবে। রাজ্য দপ্তর এই পরিকল্পের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের কাজ পরিচালনা করবে। এই পরিকল্প বিষয়ে তথ্যাদি যাতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় তা ওই প্রশাসন শাখা সুনিশ্চিত করবে।

৭. প্রশাসনিক শাখা

রাজ্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গঠিত প্রশাসনিক শাখায় থাকবেন : একজন উপ-অধিকর্তা (রাজ্য সরকারের বেতনক্রম প্রযোজ্য), একজন সমন্বয়সাধক বা কো-অর্ডিনেটর (এঁকে মনস্তত্ত্ববিদ হতে হবে এবং বেতনক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের সমতুল), একজন স্পেশাল এডুকেটর (বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের বেতনক্রম প্রযোজ্য) এবং একজন স্টেনোগ্রাফার ও একজন অবরবর্গীয় করণিক (রাজ্য সরকার/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বেতনক্রম প্রযোজ্য)।

৮. প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়ন

ক. কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব হবে শিশুদের ব্যাপারে মূল্যায়ন এবং তাদের অগ্রগতির ধারা লক্ষ্য করা। মূল্যায়ন গোষ্ঠী গঠিত হবে তিন জনকে নিয়ে — একজন চিকিৎসক, একজন মনস্তত্ত্ববিদ এবং একজন স্পেশাল এডুকেটর। রাজ্যস্তরের এই মূল্যায়ণ গোষ্ঠী কাজ করবে প্রশাসনিক শাখার অধীনে। বিশেষজ্ঞ নেওয়া হবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পরামর্শ মতো। যেসব জায়গায় জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে সেখান থেকে মূল্যায়ণের দরুন সংস্থান গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিকাঠামোর সুযোগসুবিধা আছে এমন বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও) কেও মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যাবে।

খ. প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর মূল্যায়ণ বাবদ গড় খরচের পরিমাণ ১৫০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। সুসংবদ্ধ কার্যসূচিতে গ্রহণের মতো উপযোগী শিশু বাছাই-এর জন্য প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা করার দরকার হবে। মূল্যায়ণ গোষ্ঠীর সদস্যদের রাজ্য সরকার বা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী রাহা ভাতা ও দৈনিক ভাতা দেওয়া হবে।

গ. মূল্যায়ণ প্রতিবেদনটি শিক্ষা প্রণালী প্রণয়ণের পক্ষে যথেষ্ট ব্যাপক ধরনের হওয়া আবশ্যক। কোন্ শিশু পরীক্ষাকালে কতটুকু পারল আর কতটুকু পারল না তা পর্যাপ্তভাবে লিপিবদ্ধ থাকা চাই। এই প্রতিবেদনে পরিস্কার করে উল্লেখ করতে হবে শিশুটিকে সরাসরি বিদ্যালয়ে নিয়ে নেওয়া যাবে অথবা তাকে বিশেষ বিদ্যালয় কিংবা সদ্য শৈশব শিক্ষাকেন্দ্রের ('আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন সেন্টার'-এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গঠিত) বিশেষ প্রস্তুতি শ্রেণীতে ভরতি করা দরকার। পদ্ধতি মেনে মূল্যায়ণে যদি বেশি সময় লেগে যায় তাহলে এই শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে দিয়ে কাজ চালানোর মতো মূল্যায়ণ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

৯. সংযোগ

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন দপ্তরের (যেমন — শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, কল্যাণ ইত্যাদি) সাহায্য-সহযোগিতা দরকার। এইসব দপ্তর এবং এইক্ষেত্রে কার্যরত এন.জি.ও সমূহের সঙ্গে সার্থক সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে সমন্বয় সমিতি গড়া দরকার। এই সমন্বয় সমিতি শুধু রাজ্যস্তরেই নয়। জেলা ও ব্লক পর্যায়েও গঠন করতে হবে।

১০. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুযোগ-সুবিধা

ক. প্রতিবন্ধী শিশুরা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রচলিত হার অনুযায়ী নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। এইসব সুবিধা যতটা সম্ভব সরাসরি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যেসব রাজ্য সরকার / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

প্রশাসনে কোনো পরিকল্প অনুসারে এধরনের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই সেখানে নীচের হার গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. বইপত্র প্রভৃতির জন্য প্রকৃত ব্যয়স্বরূপ বার্ষিক উর্ধ্বপক্ষে ৪০০ টাকা।

২. বিদ্যালয়ের পোশাকের জন্য প্রকৃত ব্যয়স্বরূপ বার্ষিক উর্ধ্বপক্ষে ২০০ টাকা।

৩. গাড়িভাড়া বাবদ মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত ভাতা। যদি এই পরিকল্পের কোনো প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়ের হাতার মধ্যে ছাত্রাবাসে থাকে তবে সে এই ভাতা পেতে পারবে না।

৪. অন্ধ শিশুর ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীর পর পাঠকভাতা হিসাবে মাসিক ৫০ টাকা।

৫. দেহের নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত পঙ্গু এমন শিশুর রক্ষী (escort) বাবদ মাসিক ৭৫ টাকা ভাতা।

৬. সরঞ্জাম বাবদ পাঁচ বছরের জন্য প্রকৃত ব্যয় হিসাবে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা।

খ. অস্থি সংক্রান্ত সাংঘাতিক পঙ্গু এমন প্রতি ১০ জন শিশুর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে একজন পরিচারক দরকার হতে পারে। এই ধরনের পরিচারককে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চতুর্থ বর্গের কর্মীদের হারে বেতন দিতে হবে।

গ. কোনো প্রতিবন্ধী শিশু যে বিদ্যালয়ে পাঠরত সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রাবাসে যদি থাকে তাহলে রাজ্য সরকারের নিয়ম বা পরিকল্প অনুসারে অনুমোদিত থাকা-খাওয়ার খরচ পেতে পারবে। যেখানে ছাত্রাবাসের জন্য কোনো রাজ্য পরিকল্প বা বৃত্তির ব্যবস্থা নেই সেখানে প্রতিবন্ধী শিশু ছাত্রাবাসের থাকা-খাওয়ার প্রকৃত খরচ হিসেবে মাসিক ২০০ টাকা অবধি পেতে পারবে যদি তার পিতামাতার মাসিক উপার্জন ৫০০০ টাকার কম হয়। কোনো প্রতিবন্ধী শিশুর পক্ষে উপযোগী শিক্ষার সুযোগ যদি কাছাকাছি বিদ্যালয়ে না মেলে তবেই তাকে ছাত্রাবাসে রাখতে হবে।

ঘ. অস্থিসংক্রান্ত সাংঘাতিক পঙ্গু যেসব শিশু ছাত্রাবাসে বাস করে তাদের জন্য একজন সহায়ক বা আয়ার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। হস্টেলের কোনো কর্মী যদি তাঁর নির্দিষ্ট কাজের অতিরিক্ত হিসাবে এভাবে সাহায্য করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে তাঁকে মাসিক ৫০ টাকা হারে বিশেষ বেতন দেওয়া যেতে পারে।

১১. বিশেষ শিক্ষক

যেসব বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের পরিকল্প চালু আছে সেখানে চলাফেরায় প্রতিবন্ধী শিশু ছাড়া অন্য বিকলাঙ্গের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারবে।

১২. বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ

ক. এই পরিকল্পে প্রতি ৮ জন ছাত্রপিছু একজন বিশেষ শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের এই অনুপাত স্বাভাবিক শ্রেণী এবং প্রাক্-বিদ্যালয় প্রস্তুতি শ্রেণী। উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই শিক্ষকরাই অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়ার কাজ করবেন। যেসব জায়গায় শিশুদের এধরনের বিশেষ শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক সেখানে বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়গুচ্ছের জন্য এই অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

খ. যোগ্যতাবলি

এইভাবে নিযুক্ত বিশেষ শিক্ষকদের যোগ্যতাবলি এইরকম হওয়া চাই :

১. **প্রাথমিক :** রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রচলিত এক বছরের শিক্ষাক্রমের শিক্ষাগত যোগ্যতা। এই শিক্ষাক্রম

বিশেষ শিক্ষায় বহু-বিষয়ক কিংবা যে-কোনো ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর (প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্পের আওতাভুক্ত শিশুরা যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার) জন্য বিশেষ রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষককে পরে অন্য ধরনের প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারেও তৈরি করে নেওয়া হবে।

২. **মাধ্যমিক :** স্নাতক তৎসহ বি. এড (বিশেষ শিক্ষা) কিংবা বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে অন্য সমতুল পেশাগত প্রশিক্ষণ। নির্ধারিত যোগ্যতাবলির বিষয়টি মানা চাই। যদি নির্দিষ্ট যোগ্যতার বিশেষ শিক্ষক পাওয়া না যায় তবে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারবে এই শর্তে যে তাঁকে নিয়োগের তিন বছরের মধ্যে গোটা শিক্ষাক্রম সম্পূর্ণ করে নিতে হবে। যেসব শিক্ষক একটিমাত্র প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁরা যাতে গ্রামীণ এলাকায় নিজেদের সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারেন সেজন্য অন্যান্য শিক্ষাক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

অপ্রথাবদ্ধ (Non-formal) শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকরাই অনেক ভালো ভাবে স্থানীয় প্রতিবেশ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝতে সক্ষম। আর তাই এধরনের শিক্ষককে খুঁজে নিয়ে এই পরিকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বিশেষ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

গ. বেতনক্রম : রাজ্য সরকার/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অনুরূপ বর্গের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত একই বেতনক্রম এই বিশেষ শিক্ষকদের প্রতি প্রযোজ্য হবে। এই শিক্ষকদের বিশেষ ধরনের কর্তব্যকর্মের কথা বিবেচনা করে শহরাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের মাসিক বিশেষ বেতন দেওয়া হবে যথাক্রমে ১৫০ টাকা ও ২০০ টাকা। রাজ্য শিক্ষা বিভাগ রীতিমাফিক নিয়োগ প্রণালী অনুসরণ করে এই উদ্দেশ্যে এধরনের শিক্ষক গ্রহণ করতে পারবেন।

১৩. বিশেষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

বিশেষ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এইসব প্রতিষ্ঠানে : বিভিন্ন রিজিয়নাল কলেজ অব এডুকেশন, প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় সংস্থা (ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দি হ্যান্ডিক্যাপড)-র পরিচালনাধীন বিভিন্ন রিজিয়নাল ট্রেনিং সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং নির্বাচিত এডুকেশন কলেজে বিশেষ শিক্ষা বিভাগ। এই ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রতিটি বর্গের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা হিসাবে করে তা এসব জায়গায় জানিয়ে দিতে পারেন — বিভিন্ন রিজিয়নাল কলেজ অব এডুকেশন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জেলা সংস্থা (ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউশন অব এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং — ডি আই ই টি), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দি হ্যান্ডক্যাপড এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ -জি-সি)। এ বিষয়ে জানানোর সময় চিঠির একটি অনুলিপি এন-সি-ই-আর-টিতে পাঠাতে হবে। এই পরিকল্পের রূপায়ণ সফল করে তুলতে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরো সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক। তাই রাজ্য সরকার /কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনকে জরুরি ভিত্তিতে এই ধরনের শিক্ষক নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই পরিকল্প অনুসারে বিশেষ শিক্ষকদের পূর্ণকালের শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থার জন্য ইউ-জি-সি মারফত অনুদান পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় / প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ উপস্থিত পরিকাঠামোগত সুবিধাদি ও অন্যান্য সহায়সম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করবে বলে আশা করা যায়। অতিরিক্ত উপকরণ, সরঞ্জাম জায়গা এবং অধিক ফ্যাকাল্টি সদস্যের জন্য ব্যয় বহন করা হবে এই পরিকল্পের তহবিল থেকেই। সাধারণ শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম এবং বিশেষ শিক্ষকদের জন্য উজ্জীবন পাঠক্রম (রিফ্রেশার কোর্স) সংগঠন করতে পারে 'ডায়েট' (ডি-আই-ই-টি)।

১৪. অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধীদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করছে প্রশাসক এবং বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের দায়িত্বপালনের উপর। এই পরিকল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসক, বিদ্যালয় প্রধান এবং সাধারণ শিক্ষকদের উপযোগী স্বল্পকালীন অভিমুখীন শিক্ষাক্রম (ওরিয়েন্টস্টেশন কোর্স)-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এন-সি-ই-আর-টি সংগঠন করবে প্রশাসক মুখ্য ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ। রাজ্য সরকার / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রশাসনের তরফে এই পরিকল্প রূপায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যালয় প্রধানদের জন্য তিনদিনের করে আর সাধারণ শিক্ষকদের জন্য পাঁচদিনের করে অভিমুখীন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রিজিয়নাল কলেজ অব এডুকেশন, রিজিয়নাল ট্রেনিং সেন্টার এবং ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউশন অব এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং-এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এইসব অভিমুখীন কর্মসূচির পাঠক্রম তৈরি করে দেবে এন-সি-ই-আর-টি। কর্মসূচিগুলিতে যোগদানকারীদের রাহা ভাতা আর দৈনিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার /কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রশাসন। রিসোর্স পার্সনদের দক্ষিণা এবং রাহা ভাতা ও দৈনিক ভাতা এবং আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা এই পরিকল্পের তহবিল থেকে মেটানো হবে। এক একটি তিন দিনের আর পাঁচদিনের অভিমুখীন কর্মসূচি বাবদ আনুমানিক গড় ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৪,৫০০ টাকা ও ৬,০০০ টাকা।

১৫. সংস্থান কক্ষ (রিসোর্স রুম)

সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্প রূপায়ণে যুক্ত বিদ্যালয়গুচ্ছের জন্য এক একটি সংস্থান কক্ষের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে রাখা থাকবে দরকারি সব শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম। এই কক্ষে কীধরনের জিনিসপত্র রক্ষিত হবে তার বিবরণ দিয়ে একটি হাত বই তৈরি করেছে এন-সি-ই-আর-টি। এসবের জন্য খরচ পড়বে আনুমানিক ৩০,০০০ টাকা। কোন্ কোন্ ধরনের সরঞ্জাম রাখতে হবে তা নির্ভর করবে বিদ্যালয়গুলিতে কীধরনের প্রতিবন্ধী ভরতি হয়েছে তার উপর। এই সংস্থান কক্ষটি কোনো বিদ্যালয়ের একটি ঘরে হলে ভালো হয়। যেখানে তেমন উপযুক্ত ঘর পাওয়া যাচ্ছে না বলে রাজ্য সরকার মনে করবেন সেখানের জন্যই কেবল নতুন কক্ষ নির্মাণ করানো যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নির্মাণ ব্যয় হিসাবে অনধিক ৫০,০০০ টাকার অনুদান পাওয়া যাবে। সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা কর্মসূচিতে রিসোর্স কেন্দ্র হিসাবে কাছাকাছি এন-জি-ও বা বিশেষ বিদ্যালয়ে সহায়তা নিতে হবে।

১৬. গৃহনির্মাণ রীতির বাধা অপসারণ

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে বিদ্যালয় ভবনে অনায়াসে ঢুকতে পারে সেই সুবিধার জন্য গৃহনির্মাণ রীতির বাধা অপসারণ কিংবা অদলবদলের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেসব বিদ্যালয়ে এধরনের শিশু ভরতি হয় সেখানে এই ব্যাপারে অনুদান পাওয়া যাবে।

১৭. শিখন সামগ্রী

বর্তমানে এদেশে বিভিন্ন রকম শারীরিক অন্তরায়গ্রস্ত শিশুদের উপযোগী শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করার যথেষ্ঠ সুবিধা নেই। এই পরিকল্পের সফল রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিখন/পঠন সামগ্রীর ব্যবস্থা করাটা অতীব জরুরি। যত বেশি শিশু এই পরিকল্পের আওতায় আসবে ততই এধরনের সামগ্রীর প্রয়োজনও বাড়তে থাকবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য

এধরনের সামগ্রী ক্রয় / প্রস্তুত বাবদ এমনকী সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতেও আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। প্রাপ্ত উপকরণ প্রয়োজনবোধে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

যেসব শিশু দর্শন এবং শ্রবণ বিষয়ে অন্তরায়গ্রস্ত তাদের জন্য শুধু একটি ভাষারই ব্যবস্থা থাকবে। অন্ধত্বের দরুন বা অন্য কোনো শারীরিক পঙ্গুতায় যেসব শিশু লিখতে অপারগ তাদের জন্য বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ বিবেচনা ও ব্যবস্থা করবেন।

১৮. নিয়মাবলি শিথিল করার পক্ষে বিধান

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগে উন্নতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে ভরতি, ভরতির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়সসীমা, ক্লাসে ওঠা, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে নানা নিয়ম শিথিল করা দরকার। এব্যাপারে রাজ্য সরকার /কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রশাসন/ রূপায়ণকারী অন্যান্য সংস্থার পক্ষে বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া চাই। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে ভরতির বয়স স্বাভাবিক নিয়মের ৬ বছরের জায়গায় ৮-৯ বছর পর্যন্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ না হওয়া অবধি অন্তর্বতী সময়ে এটা অত্যাবশ্যক।

১৯. প্রাক্-বিদ্যালয় এবং সদ্য শৈশব শিক্ষাকেন্দ্রের সুবিধাসমূহ

এই পরিকল্প রূপায়ণের জন্য সেইরকম ব্লক নির্বাচনে নজর দিতে হবে যেখানে সুসংবদ্ধ শিশু বিকাশ পরিকল্প এবং সদ্য শৈশব শিশুকেন্দ্র ব্যবস্থা চালু আছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার ব্যাপারে এটা জরুরি। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখন সামগ্রী যোগানো এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সহায়তা পাওয়া যাবে।

২০. রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনে অনুদানের প্রণালী

রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনসমূহকে তাদের কর্মসূচি প্রণয়ন করে আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করার পর পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য বিস্তৃত প্রস্তাব প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে (শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার) পেশ করতে হবে। এই প্রস্তাবে প্রতিটি খাতের দরুন পুরো তথ্য থাকা চাই এবং নির্দিষ্ট কর্মটি ঠিকমতো পূরণ করে দিতে হবে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আরও দিতে হবে — আগের বছরে পাওয়া অনুদান যথাযথভাবে ব্যয়িত হওয়ার সার্টিফিকেট এবং বিগত বছরে পরিকল্প রূপায়ণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন যার মধ্যে থাকবে আওতাভুক্ত এলাকার বিস্তৃত বিবরণ, বিদ্যালয়গতভাবে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ এবং অন্যান্য বিবরণ।

এই প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিভিন্ন ভাতা-র ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হার গৃহীত হয়েছে অথবা তা না থাকায় এই পরিকল্পে প্রদত্ত হার গৃহীত করা হয়েছে। মন্ত্রক এই প্রস্তাব খুঁটিয়ে দেখার পর যে বার্ষিক অনুদান অনুমোদন করবেন তার অর্ধেক টাকা প্রথম কিস্তি হিসাবে প্রদত্ত হবে। সেই অনুদানের অন্তত ৭৫% ব্যবহৃত হওয়ার প্রতিবেদন পাঠানোর পরপর বাকি অর্ধাংশ মঞ্জুর করা হবে। দ্বিতীয় কিস্তির জন্য অনুরোধের সঙ্গে রূপায়ণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও ব্যয়িত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ জুড়ে দেওয়া চাই।

২১. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি

এই পরিকল্প রূপায়ণে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুদানের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে পারে। সেই আবেদন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল প্রশাসনের মারফত পাঠাতে হবে এবং একটি কপি সরাসরি মন্ত্রকে প্রেরণ করতে হবে। রাজ্য সরকারকে তিন মাসের মধ্যে এইসব বিষয়ে অভিমত পাঠিয়ে দিতে হবে — প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা, প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা এবং রূপায়ণের ক্ষমতা। প্রস্তাব সুপারিশ করা না গেলে তার কারণ উল্লেখ করে মন্তব্য পাঠাতে হবে।

এই পরিকল্পের অধীনে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জনগনের অছি বা অলাভকারী কোম্পানি আর্থিক সহায়তা পেতে চাইলে তাদের এইসব যোগ্যতা থাকা চাই :

ক. সমিতির নিয়মাবলী বা আর্টিকেল অব অ্যাসোশিয়েশন সহ যথাযথ সংবিধান;

খ. যথাযথভাবে গঠিত পরিচালন সমিতি এবং সংবিধানে তার ক্ষমতার বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত;

গ. সংস্থার কর্মধারা বিস্তারের কাজে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে যুক্ত করার মতো অবস্থান;

ঘ. লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ বা মতামতের কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করা;

ঙ. ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির মুনাফার জন্য সচেষ্ট না হওয়া;

চ. কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থ পূরণের জন্য সরাসরি কাজ না করা;

এবং ছ. কোনো ভাবেই সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি উসকে না দেওয়া।

এই ধরনের কোনো সংস্থা অন্তত তিন বছর আগে গঠিত হয়ে থাকলে তবেই এই পরিকল্পের অধীনে সহায়তার ব্যাপারে বিবেচিত হতে পারবে। যে প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী আছেন কিংবা যে প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি অন্যভাবে প্রমাণ করতে পারবে সে ধরনের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম থেকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

যদি কোনো সংস্থা এই পরিকল্পের অধীন কোনো প্রকল্পের জন্য আবেদন করে অন্য কোনো সরকারি সূত্র থেকে ইতিপূর্বে অনুদান পেয়েছেন বা পেতে চলেছেন তাহলে ওই অপর সরকারি সূত্র থেকে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য অনুদান সম্বন্ধে বিবেচনা করে তারপর সহায়তা প্রদান করা হবে। কোনো সংস্থা ইতিপূর্বে কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনো সরকারি সূত্র থেকে অনুদান গ্রহণ করে থাকলে তার কোনো অংশ যেন এই পরিকল্পের অধীনে অনুমোদিত অনুদানে স্থানান্তরিত না করে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া চাই।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য প্রস্তাব ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ভারত সরকারের মানবসম্পদ মন্ত্রকের শিক্ষাবিভাগের কাছে রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের সুপারিশসহ পাঠানো চাই। মন্ত্রক সেই প্রস্তাব খুঁটিয়ে বিচার করার পর যে বার্ষিক অনুদান অনুমোদন করবেন তার অর্ধাংশ প্রথম দফা হিসাবে ছাড়া হবে। এই অনুদানের টাকার কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয়ে গেছে বলে সংস্থা থেকে প্রতিবেদন পাঠানোর পর বাকি অর্ধেক অনুদান দেওয়া হবে। দ্বিতীয় দফার টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধের সঙ্গে নির্দিষ্ট ফর্মে কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট এবং খরচের বিবরণ থাকা চাই।

অনুদানের অর্থ সংশিষ্ট সংস্থার কাছে মানবসম্পদ মন্ত্রকের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ওই সংস্থার অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট / চেক মারফত সরাসরি প্রেরিত হবে।

২২. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহকে অনুদান প্রদানের শর্তাবলি

ক. অনুদান গ্রহীতা সংস্থাকে নির্ধারিত ফর্মে একটি বন্ড সম্পাদন করতে হবে। যদি এই সংস্থার কোনো আইনানুগ অস্তিত্ব না থাকে তবে বন্ডে দুজন জামিনদারের সমর্থন থাকা চাই।

খ. আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থায় যে কোনো সময় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কিংবা রাজ্য শিক্ষা বিভাগের কোনো আধিকারিক পরিদর্শনে যেতে পারবেন।

গ. প্রকল্পের হিসাবপত্র যথাযথভাবে ও আলাদা করে রক্ষা করতে হবে এবং যখনই চাওয়া হবে তখনই দাখিল করতে হবে। ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেড়িত কোনো আধিকারিককে ওই সব হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে দিতে হবে।

ভারতের কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ও ইচ্ছামতো হিসাবের অংশবিশেষ পরীক্ষা করতে পারবেন।

ঘ. একটি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার কিংবা অনুমোদিত অনুদানের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট কর্তৃক যথাযথ প্রতিস্বাক্ষরিত অডিট করা হিসাব তৎসহ নির্ধারিত ফরমে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

ঙ. সরকারি অনুদানের টাকা পুরোপুরি বা আংশিক খরচ করে সংস্থা যেসব সম্পত্তি করেছে তার রেকর্ড রাখতে হবে এবং নির্ধারিত ফর্ম অনুযায়ী রেজিস্টারে এধরনের সম্পত্তির বিবরণ পঞ্জীভুক্ত করা চাই। ভারত সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়ে এধরনের সম্পত্তির কোনোরকম বিলিবন্দোবস্ত অথবা অনুদানের শর্ত বহির্ভূতভাবে ঋণের ব্যাপারে জড়ানো বা ব্যবহার করা চলবে না। যদি কোনো সময় সংস্থার অস্তিত্ব লোপ পায় তবে ওইসব জিনিস ভারত সরকারের মালিকানায় পরিণত হবে।

চ. রাজ্য সরকার বা ভারত সরকারের যখন এই বিশ্বাস জন্মাবার কারণ ঘটবে যে যে উদ্দেশ্যে অনুদান মঞ্জুর হয়েছে তার অর্থ সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না তাহলে অনুদান দেওয়া বন্ধ হতে ও আগের অনুদান ফিরিয়ে নেওয়া হতে পারে।

ছ. প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ চালাতে সংস্থাকে অবশ্যই সুবিবেচনার সঙ্গে ব্যয় নির্বাহ করা চাই।

জ. অনুদানপ্রাপক সংস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে যথানির্দেশ প্রতিবেদন পাঠাবেন।

ঝ. অনুমোদনপত্রে উল্লেখ করা শর্তের কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বা লঙঘন হয়েছে কিনা এই প্রশ্নে ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের শিক্ষা বিভাগের সচিবের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত এবং অনুদানগ্রহীতার পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

২৩. মূল্যায়ণ ও পর্যবেক্ষণ

ক. নির্বাসিত এলাকা/ বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে মূল্যায়ণের কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের তরফে কতকগুলি সংগঠন বা কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এইসব মূল্যায়ণ সমীক্ষার জন্য ব্যয় রাজ্য সরকারকে পরিশোধ করে দেওয়া হবে। ভারত সরকারের পক্ষেও পরিকল্পনা কালের শেষে এন-সি-ই-আর-টি বা অন্য কোনো সংস্থার মারফত পরিকল্প রূপায়ণের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করানো হতে পারে।

খ. ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (নির্দিষ্ট ফর্মে) পাঠাতে হবে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের শিক্ষা দপ্তরে। প্রতিবেদনের অনুলিপি দিতে হবে এন-সি-ই-আর-টিকে।

নিদর্শ ১

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্প সংক্রান্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন .... ত্রৈমাসিক

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম ....

১. পরিকল্পের আওতাভুক্ত ব্লকের সংখ্যা

২. প্রতিবন্ধীদের সুসংবদ্ধ শিক্ষা প্রকল্পের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের সংখ্যা

৩. প্রতিবন্ধী শিশুদের সংখ্যা

নতুন ভরতি								আগের বছর থেকেই যারা আছে							
দৃ.অ.		শ্র.অ.		অ.অ.		মা.অ		দৃ.অ.		শ্র.অ.		অ.অ.		মা.অ.	
ছে.	মে.	ছে.	মে.	ছে.	মে.	ছে.	মে.	ছে.	মে.	ছে.	মে.	ছে.	মে.	ছে.	মে.

দৃ. অ. = দৃষ্টি অন্তরায়গ্রস্ত

শ্র. অ. = শ্রবণ অন্তরায়গ্রস্ত

অ. অ. = অস্থি অন্তরায়গ্রস্ত

মা. অ. = মানসিক অন্তরায়গ্রস্ত

ছে. = ছেলে

মে. = মেয়ে

৪. পরিকল্পে উপকৃতের মোট সংখ্যা

৫. বিশেষ শিক্ষকের সংখ্যা। তাঁদের যোগ্যতা, বেতনক্রম ইত্যাদি

৬. সংস্থান কক্ষ (রিসোর্স রুম)-এর সংখ্যা

৭. প্রতিবন্ধীদের সুসংবদ্ধ শিক্ষা-র বাইরে বিশেষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা

৮. বৃত্তিগত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা

৯. যে তিন মাসের প্রতিবেদন দেওয়া হচ্ছে সেই সময়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্প রূপায়ণে ব্যয়িত প্রকৃত অর্থের পরিমাণ

১০. প্রতিবন্ধীদের সুসংবদ্ধ শিক্ষা শাখার জন্য ব্যয়

পদের সংখ্যা

পদ ও পদাধিকারী বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ (যেমন, যোগদানের তারিখ, পদটি খালি আছে কিনা, খালি থাকলে কবে থেকে, ইত্যাদি)

প্রতিবন্ধীদের সুসংবদ্ধ শিক্ষা শাখার কো-অর্ডিনেটরের স্বাক্ষর

বি.দ্র. : প্রতিবন্ধীদের সুসংবদ্ধ শিক্ষা শাখা কর্তৃক প্রতি তিনমাসে নিদর্শ ১ ও ২ অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এই প্রতিবেদন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে পাঠানোর সঙ্গে একটি অনুলিপি মন্ত্রকে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

নিদর্শ ২

শিক্ষকদের অভিমুখীকরণ / প্রশিক্ষণ

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম ....

.. ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক সংখ্যা	বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত বিশেষ শিক্ষকের সংখ্যা	এই তিনমাসে যে বিশেষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা	বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত	শ্রেণীশিক্ষকের সংখ্যা এই তিন মাসে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত

প্রতিবন্ধীদের সুসংবদ্ধ শিক্ষা শাখার কো-অর্ডিনেটরের স্বাক্ষর

মূক-বধির ও অন্ধদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়মবিধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ

বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১

নং ৮২৬-ইডি এন (এম ই ই)
৩ এস-২৫/৯৬

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর '৯৬

প্রেরক—শ্রী এ. কে. চক্রবর্ত্তী
উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক—জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়—মূক-বধির ও অন্ধদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়মাবলী।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাতে নির্দেশিত হয়েছেন যে ১৫/১/৮১ তারিখের সরকারি আদেশনামা জি ও নং ২০ ই ডি এন (এস ই)-এর পরিবর্তে মূক-বধির ও অন্ধদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের নিম্নলিখিত নির্দেশিকা রাজ্যপাল প্রস্তুত করেছেন।

১। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অন্যূন ১৫ হতে হবে।

২। শিক্ষকদের স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মূক-বধির দৃষ্টিহীনদের (যে ক্ষেত্রে যে রকম) শিক্ষাধীন সংক্রান্ত বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁদেরকে ডিপ্লোমা অথবা শংসাপত্রধারক হতে হবে।

৩। এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষার মান সন্তোষজনক হওয়া জরুরি এবং এই প্রতিষ্ঠানে জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে।

৪। মূক ও বধিরদের শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি অথবা এই বিষয়ে জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মূল্যায়ণ করবেন।

৫। বিদ্যালয়টির আর্থিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ হতে হবে এবং অন্তত তিন বছর আগে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়কেই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্য সরকারের বিবেচনা সাপেক্ষে শর্তটি শিথিলযোগ্য।

৬। প্রতিষ্ঠানটিতে ১ : ১০ হারে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত বজায় রাখতে হবে।

৭। হিসাবের যথাযথ খাতা রাখতে হবে এবং হিসাবের নিরীক্ষিত বিবৃতির কপি প্রত্যেক বছর জনশিক্ষা প্রসার অধিকারে জমা দিতে হবে।

৮। সরকারের স্বীকৃতি চাইছে এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গে অন্তত দুজন সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উক্ত কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত এই কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের কার্যকালের মেয়াদ হবে একটানা ২ বছর।

৯। না লাভ—না লোকসানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি চলবে। ছাত্রছাত্রীর ফী এবং তাদের কাছ থেকে অন্যান্য আদায়ের পরিমাণ পরিমিত থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

১০। জনশিক্ষাপ্রসার অধিকারের আধিকারিকেরা যেন এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে কার্য নির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গকে সম্মতি জানাতে হবে এবং দেখতে হবে যেন পরিদর্শনের সময় আধিকারিকেরা সমস্ত দলিল, নথি, কাগজপত্র প্রয়োজনমত দেখতে পান।

১১। প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ আছে কিনা তা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকেরা ঠিক করবেন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের একজন চিকিৎসককে কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২। যদি দেখা যায়, কোন বিদ্যালয় উপরি-উক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কোনটি মেনে চলছে না, তাহলে সরকার ঐ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে পারে। অবশ্য তার আগে ঐ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তার বক্তব্য পেশ করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে এবং যথাযথ পরিদর্শনের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই বৈধ এবং সামাজিক অভীষ্টসাধনের লক্ষ্যাভিমুখী হতে হবে। স্বীকৃতি সম্বন্ধে সুপারিশ করার আগে জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের অধিকর্তা এই দিকটি খতিয়ে দেখে এব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে তবেই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সুপারিশের কথা ভাববেন। স্বীকৃতির জন্য তাঁর সুপারিশে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে।

স্বাক্ষর
এ. কে. চক্রবর্ত্তী
(উপ-সচিব)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ

বিকাশভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১

নং ৮২৭-ই ডি এন (এম ই ই) কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

৩ এস-২৫/৯৬

প্রেরক—শ্রী এ. কে. চক্রবর্ত্তী

উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক —জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয়—মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়মাবলী।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাতে নির্দেশিত হয়েছেন যে এই দপ্তরের ১/৮/৯৪ তারিখের স্মারক নং ৬৮৭ ই ডি এন (এম ই ই) বাতিল করে তার পরিবর্তে মানসিক প্রতি বন্ধীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতিপ্রদানের নিম্নলিখিত নির্দেশিকা রাজ্যপাল প্রস্তুত করেছেন।

১। ছাত্রীছাত্রীর সংখ্যা অন্যূন ১৫ হতে হবে।

২। শিক্ষকদের স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্বীকৃত শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী/বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিশেষ শিক্ষাক্রমে এই শিক্ষকদের অন্তত ৫০ শতাংশকে জিপ্লোমা অথবা শংসাপত্র ধারক হতে হবে।

৩। এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত মান সন্তোষজনক হওয়া জরুরি এবং এই প্রতিষ্ঠানে জনশিক্ষাপ্রসার অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে।

৪। মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি অথবা এই বিষয়ে জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নির্ধারণ করবেন।

৫। বিদ্যালয়টির আর্থিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ হতে হবে এবং অন্ততঃ তিন বছর আগে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়কেই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্য সরকারের বিবেচনা সাপেক্ষে শর্তটি শিথিলযোগ্য।

৬। প্রতিষ্ঠানটিতে ১ : ৬ হারে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত বজায় রাখতে হবে।

৭। হিসাবের যথাযথ খাতা রাখতে হবে এবং হিসাবের নিরীক্ষিত বিবৃতির কপি প্রত্যেক বছর জনশিক্ষা অধিকারে জমা দিতে হবে।

৮। সরকারের স্বীকৃতি চাইছে এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গে অন্তত দুজন সরকার-মনোনীত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উক্ত কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত এই কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের কার্যকালের মেয়াদ হবে একটানা ২ বছর।

৯। না লাভ-না লোকসান-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি চলবে। ছাত্রছাত্রীর ফী এবং তাদের কাছ থেকে অন্যান্য আদায়ের পরিমাণ পরিমিত থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

১০। জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের আধিকারিকেরা যেন এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গকে সম্মতি জানাতে হবে এবং দেখতে হবে যেন পরিদর্শনের সময় আধিকারিকেরা সমস্ত দলিল, নথি, কাগজপত্র প্রয়োজনমত দেখতে পান।

১১। প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিচালনা করতে হবে এবং যথার্থ স্বাস্থ্য-সম্মত পরিবেশ বজায় আছে কিনা তা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকেরা ঠিক করবেন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের একজন চিকিৎসক কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গে রাখতে হবে।

১২। যদি দেখা যায়, কোন বিদ্যালয় উপরি-উক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কোনটি মেনে চলছে না, তাহলে সরকার ঐ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে পারে। অবশ্য তার আগে ঐ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তার বক্তব্য পেশ করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে এবং যথাযথ পরিদর্শনের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে তা অবশ্য-পালনীয়।

১৩। প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই বৈধ এবং সামাজিক অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্যাভিমুখী হতে হবে। স্বীকৃতি সম্বন্ধে সুপারিশ করার আগে জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের অধিকর্তা এই দিকটি খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে তবেই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সুপারিশের কথা ভাববেন। স্বীকৃতির জন্য তাঁর সুপারিশে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে।

স্বাক্ষর এ. কে. চক্রবর্তী
উপ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ
বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১

নং ৮৩৩-ই ডি এন (এম ই ই)
৩ এস ২৫/৯৬

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৩. ১৯৯৬

প্রেরক : শ্রী এ. কে. চক্রবর্তী
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে আর্থিক সহায়তাদানের যে নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের নিয়মকানুনগুলি ২-৯-৯২ তারিখের সরকারী আদেশনামা নং ৯৬১ ই ডি এন (এস ই) বাতিল করে তার বদলে নতুন করে সাজানো হয়েছে। উক্ত বিধিনিয়মগুলির একটি কপি এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল।

জনশিক্ষাপ্রসার অধিকর্তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেবার বিষয়ে সমস্ত প্রস্তাব উক্ত নিয়মকানুনগুলির নিরিখে বিচার-বিবেচনা করে দেখে যদি মনে করেন আবেদনকারী সংস্থা সমস্ত নিয়মকানুন মেনে আবেদন করেছেন তাহলে সেই আবেদনপত্র তিনি সরকারের বিবেচনার জন্য এই বিভাগে পাঠাতে পারেন।

তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সকলকে যেন তিনি উক্ত নিয়মবিধিগুলি সম্বন্ধে অবহিত করেন।

স্বাক্ষর/এ. কে. চক্রবর্তী
উপ-সচিব

দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়কে স্বীকৃতিপ্রদানের নিয়মাবলী

১। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্যূন ২০ হওয়া চাই।

২। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁদেরকে ডিপ্লোমা বা শংসাপত্রধারক হতে হবে।

৩। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষার মান সন্তোষজনক হওয়া জরুরি এবং এই প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা/পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে।

৪। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি অথবা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মূল্যায়ন করবেন।

৫। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া চাই এবং অন্তত ৫ বছর আগে স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্য সরকারের বিবেচনা-সাপেক্ষে শর্তটি শিথিলযোগ্য।

৬। প্রতিষ্ঠানের উচিত শিক্ষক/ছাত্র অনুপাত ১ : ১০ রাখা।

৭। যথাযথ হিসাব-বই রাখতে হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতিটিকে কারিগরী শিক্ষা অধিকারের কাছে প্রত্যেক বছর জমা দিতে হবে।

৮। সরকারের স্বীকৃতি চাইছেন এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালনবর্গে অন্তত দুজন সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উক্ত কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত এই কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের কার্যকালের মেয়াদ হবে নিরবচ্ছিন্ন ২ বৎসর।

৯। ছাত্রছাত্রীর ফী এবং তাদের কাছ থেকে অন্যান্য আদায়ের পরিমাণ সরকার নির্ধারণ করবে এবং তা কোনমতেই বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির বিবেচনা নির্ভর হবে না।

১০। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে কারিগরী শিক্ষা অধিকারের আধিকারিকেরা যেন বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে ও তাঁদেরকে দেখতে হবে যেন আধিকারিকেরা পরিদর্শনের সময় সমস্ত দলিল, নথি, কাগজপত্র প্রয়োজনমত দেখতে পান।

১১। প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ আছে কিনা তা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকেরা দেখবেন এবং কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গে স্বাস্থ্য বিভাগের একজন চিকিৎসককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২। যদি দেখা যায়, কোন বিদ্যালয় উপরি-উক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কোনটি মেনে চলছে না, তাহলে সরকার উক্ত বিদ্যালয়টির স্বীকৃতি বাতিল করতে পারে। অবশ্য তার আগে উক্ত বিদ্যালয়কে তার বক্তব্য পেশ করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে এবং যথাযথ পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করা হবে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদনের ভিত্তিতে শিক্ষা দপ্তরের সচিব সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩। প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই বৈধ এবং সামাজিক অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্যাভিমুখী হতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের বিধিনিয়ম

১। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্যূন্য ১৫ হতে হবে।

২। পদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা প্রয়োজন। কোন স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট প্রকার প্রতিবন্ধীকে শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁদেরকে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা অথবা শংসাপত্র ধারক হতে হবে।

৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত নিম্নরূপ হবে :

(ক) বধিরদের জন্য বিদ্যালয়ে ১ : ১০

(খ) দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়ে ১ : ১০

(গ) মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ে ১ : ৬

(ঘ) স্প্যাসটিক (মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত গ্রস্ত)/বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যালয়ে ১ : ৬

৪। উক্ত বিদ্যালয়কে জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

৫। মোট খরচ খরচার অন্তত ১০ শতাংশ বহন করবার আর্থিক ক্ষমতা বিদ্যালয়ের থাকতে হবে। বাকিটা সরকার বহন করবে।

৬। হিসাব রক্ষার যথাযথ পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করবার সময় বিগত তিন বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতির প্রত্যায়িত নকল জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তার কাছে জমা দিতে হবে।

৭। আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার পর প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মচারি নিয়োগ করা যাবে না। অবশ্য আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার পর যদি কোন পদ খালি হয় এবং সেই খালি পদ পূরণ করা যদি একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে আবেদনপত্রটি যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, সেই জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তাকে বিষয়টি জানাতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৮। প্রতিষ্ঠানে বিগত এক বৎসর কালের বেশি যাঁরা কর্মরত আছেন শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত বজায় রেখে তাঁদেরকে কর্মচারিবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯। সরকারি আর্থিক সাহায্য চাইছেন এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গকে এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করতে হবে যে আর্থিক সাহায্য দানের দিন থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতিকে সরকার অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে হবে।

১০। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্ম এবং এগুলিকে প্রদত্ত শিক্ষার মান সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ও সেইসঙ্গে জনশিক্ষাপ্রসার বিভাগের প্রয়োজনমত অন্য উদ্দেশ্যেও একই অধিকারের আধিকারিকেরা যেন বিভিন্ন সময় পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন কর্তপক্ষকে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।

১১। আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সময় নিজেদের কার্য সম্পাদন যোগ্য ও সক্ষম কোন নিবন্ধী সংস্থার হাতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার থাকতে হবে।

১২। দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠানে চারুশিল্প/বৃত্তি প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকতে হবে।

১৩। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে যদি কোন কর্মশালা বা ছাত্রাবাস থাকে, তবে সেগুলির স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাও উপযুক্ত এবং সন্তোষজনক হওয়া উচিত। ছাত্রী অথবা মহিলা কর্মীদের জন্য পৃথক স্নানঘর এবং শৌচাগার থাকতে হবে।

১৪। যদি প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য খাবার ব্যবস্থা থাকে, তবে মহিলাদের জন্য পৃথক উপযুক্ত বন্দোবস্ত রাখতে হবে। যদি প্রতিষ্ঠানটি একান্তভাবে মহিলাদের জন্য বা সেখানে যদি বিশেষভাবে মহিলাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয় তবে কোনো মহিলাকেই মহিলাদের দায়িত্বে রাখতে হবে।

১৫। প্রতিষ্ঠানে আংশিক সময়ের ভিত্তিতে হয় সাম্মানিভাবে নতুবা বেতনের বিনিময়ে একজন যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকের ব্যবস্থা থাকা চাই যিনি সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতিষ্ঠানে বসবেন। সময়ে সময়ে আবাসিকদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আবাসিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নথি প্রতিষ্ঠানটিকে রাখতে হবে।

১৬। আসবাবপত্র-সহ ছাত্রাবাস এবং মেসের সুবন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে।

১৭। প্রতিষ্ঠানে কারো ছোঁয়াচে রোগ হলে তাকে আলাদা রাখার যথাযথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে। এছাড়া আগুন ও অন্যান্য বিপদের বিরুদ্ধে নিবারণমূলক ব্যবস্থাও নিতে হবে।

১৮। প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি বর্ষপঞ্জী রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে, কর্মশালায় এবং ছাত্রাবাসে কঠোরভাবে দৈহিক ও নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা উচিত।

১৯। প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে যে তাঁরা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেননি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না জনশিক্ষা প্রসার বিভাগে তাঁদের আবেদন পুরোপুরি খারিজ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও এ ধরণের আবেদন তাঁরা করবেন না।

২০। প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'সমিতি নিবন্ধন আইন' মোতাবেক নিবন্ধিত হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ

বিকাশ ভবন, সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

নং — ৬৪৭-শিক্ষা (এম. ই. ই.)
৩ এস-২৭/৮১

কলিকাতা
২৪ মে, ১৯৯৫

বিষয় : রাজ্যে অন্ধ/বধির/ জড়বুদ্ধিদের জন্য পোষিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতি গঠন

নির্দেশক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাচ্ছেন যে ৮/১২/৯৩ তারিখের ১০৩৯-শিক্ষা (এস. ই) নং স্মারকলিপি অনুসারে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক রাজ্যে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধিদের জন্য প্রত্যেক পোষিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির একজন সদস্য। দেখা যাচ্ছে যে পূর্বকথিত পোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন সমিতির আলোচনা সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না। তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সচিব যাঁরা পরিচালন সমিতির আলোচনা সভা আহ্বানের দায়িত্বে আছেন তাঁদেরকে পুনর্বার জানানো হচ্ছে যে তাঁরা যেন যখন যখন আলোচনা সভা ডাকা হবে তখন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানান।

পালনার্থে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধিদের সকল পোষিত প্রতিষ্ঠানে এই স্মারকলিপি প্রচার করা হল।

স্বাক্ষর
এ. সাহা
(উপ-সচিব)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ

বিকাশ ভবন, সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

নং— ৮৫৭-শিক্ষা (এম. ই. ই.)
৩ এস-২৭/৮১

কলিকাতা
১৮ জুলাই, ১৯৯৫

প্রেরক : শ্রী এ. সাহা
উপসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুদ্ধিনির্দেশ

রাজ্যে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধিদের জন্য পোষিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতি গঠন সম্পর্কে এই বিভাগের ২৪/৫/৯৫ তারিখের ৬৪৭-শিক্ষা (এম. ই. ই.) নং স্মারকলিপিতে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য নিম্নরূপ পড়তে হবে "জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি একজন পূর্ণ সদস্য যখন যখন আলোচনা সভা ডাকা হবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন।"

স্বাক্ষর
এ. সাহা
(উপ-সচিব)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ

বিকাশ ভবন, সল্ট লেক, কলিকাতা - ৭০০ ০৯১

কলিকাতা

নং — ৯৩৮-শিক্ষা (এম. ই. ই.)
৩ এস-২৫/৯৬

১৮ জুলাই, ১৯৯৫

প্রেরক : শ্রী এ. রায়চৌধুরী, উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

***বিষয়*: বধির ও মূক বিদ্যালয় এবং অন্ধ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য অনুসৃতব্য নিয়মাবলি**

এই বিভাগের ১২/৯/৯৬ তারিখের ৮২৬-শিক্ষা (এম. ই. ই.) নং সরকারী আদেশনামার ৮ নং অনুচ্ছেদের আংশিক পরিবর্তনের পর নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশানুযায়ী জানাচ্ছেন যে জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি এবং স্ব স্ব জেলায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হয়ে পরিচালক মণ্ডলী/পরিচালন সমিতির সদস্যরূপে কাজ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ

বিকাশ ভবন, সল্ট লেক, কলি-৯১

কলিকাতা

নং — ৮২৮-শিক্ষা (এম. ই. ই.)
৩ এস-২৭/৮১

১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

প্রেরক : শ্রী এ. কে. চক্রবর্ত্তী
উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

***বিষয়* : রাজ্যে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধিদের জন্য পোষিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতি গঠন**

রাজ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পোষিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির গঠনবিধি রচনাপূর্বক প্রকাশিত ৮/১২/৯৩ তারিখের ১০৩৯-শিক্ষা (এস. ই.) নং সরকারী আদেশনামার [পাঠ ২৭/৪/৯৫ তারিখের ৫৮০-শিক্ষা (এম. ই. ই.) নং সরকারী আদেশনামা] অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশানুযায়ী জানাচ্ছেন যে উক্ত আদেশনামায় পরিচালন সমিতির গঠন সম্পর্কে যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তাতে নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হচ্ছে :

১) গঠনবিধির পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পূর্ব ইতিহাস ও অর্থনৈতিক কারণ উল্লেখপূর্বক যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

অথবা

সরকার মনে করলে লিখিতভাবে কারণ দর্শিয়ে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য ভিত্তিতে গঠনবিধির পরিবর্তন করতে পারেন।

২) পরবর্তী পরিচালন সমিতি প্রজ্ঞাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমরূপ গঠনবিধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনরূপ দায়ভার গ্রহণ না করে এই পরিবর্তন তিন বৎসর পর্যন্ত অনুমোদন করা হবে।

৩) এইরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যায় সীমিত ও ব্যতিক্রমী এবং সংখ্যালঘু বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় পরিস্থিতিগত কারণে যেখানে পরিচালন সমিতির এইরূপ পরিবর্তন বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সেই সব স্থান এইরূপ ক্ষেত্রের আওতায় আসবে।

স্বাক্ষর/
এ. কে. চক্রবর্ত্তী
(উপ-সচিব)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ
বিকাশ ভবন, সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

নং— ৮২৫-শিক্ষা (এম. ই. ই.)
৩ এস-২৫/৯৬

কলিকাতা
১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

প্রেরক : শ্রী এ. কে. চক্রবর্ত্তী
উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : **রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য পোষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য জেলা স্তর নির্বাচন সমিতি গঠন**

উপরোক্ত বিষয়ে ২৮/৮/৯২ তারিখের ৯৩৫-শিক্ষা (এস. ই.) নং সরকারী আদেশনামার আংশিক পরিবর্তনের পর নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশানুযায়ী জানাচ্ছেন যে উক্ত আদেশনামায় "কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ অথবা অধিকর্তা মনোনীত কোন ব্যক্তি যিনি পদমর্যাদায় উপসচিবের নীচে নন" শব্দগুলির পরিবর্তে "জনশিক্ষা প্রসার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ বা অধিকর্তা মনোনীত কোন ব্যক্তি যিনি পদমর্যাদায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের নীচে নন" পড়তে হবে।

স্বাক্ষর
এ. কে. চক্রবর্ত্তী
(উপ-সচিব)

প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ঠিকানাসহ তালিকা

সংযোজনী-১

প্রতিবন্ধীদের বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থা	জেলাগত অবস্থান
১	২	৩
	বধির	
১। ক্যালকাটা ডীফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল ২৯৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৭০০ ০০৯ দূরভাষ-৩৫০-১০৫৮	পোষিত	কলিকাতা
২। সিউড়ি ডীফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল ডাকঘর : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম পিন-৭৩১ ১০১ দূরভাষ-০৩৪৬২-৫৫২১০ (এস. টি. ডি)	ঐ	বীরভূম
৩। মহারানী নীলিমা প্রভা ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডীফ, বহরমপুর, ডাকঘর : খাগড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ দূরভাষ : বি. এইচ. বি-৩৮৬	ঐ	মুর্শিদাবাদ
৪। মানভূম মূক ও বধির বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া, মহানন্দা চক্রবর্ত্তী লেন, মুনসেফডাঙ্গা, ডাকঘর ও জেলা : পুরুলিয়া, পিন-৭২৩ ১০১ দূরভাষ : পুরুলিয়া-—২৯৮৭	ঐ	পুরুলিয়া
৫। মূক ও বধির বিদ্যামন্দির ২৬৫/১৯, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৩৬, দূরভাষ : ৫৫৭-৭৫৪৩	ঐ	উত্তর চব্বিশ পরগণা
৬। ট্রেনিং কলেজ ফর দ্য টীচারস অফ দ্য ডীফ, ২৯৩, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলি-৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ৩৫০-১০৫৮	ঐ	কলিকাতা

৭। আইডিয়াল স্কুল ফর দ্য ডীফ ১২৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৪ দুরভাষ : ২৭-৭৯৭১	পোষিত	কলিকাতা
৮। জাতীয় বধির সম্মেলন ১৮, ডব্লু. সি. ব্যানার্জ্জী রোড কলিকাতা-৭০০ ০০৬	অনুদানপ্রাপ্ত (মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্ত)	কলিকাতা
৯। প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র অবিনাশ মুখার্জ্জী রোড ডাকঘর ও জেলা : হুগলী, পিন-৭১২ ১০৩ দুরভাষ : চুচুঁড়া ৮০-২৮৩৪	অনুদানপ্রাপ্ত	হুগলী
১০। ইছাপুর ডীফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল ডাকঘর : ইছাপুর, জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগণা পিন-৭৪৩ ১৪৪ দুরভাষ : ৫৬০-২৯১০	পোষিত	উত্তর চব্বিশ পরগণা
১১। ওরাল স্কুল ফর দ্য ডীফ ৪৮, সর্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬	অনুদানপ্রাপ্ত	কলিকাতা
১২। স্যালশেন আর্মি স্কুল ফর দ্য ডীফ এরিন হাউস, ৩, কলিনটন রোড জেলা : দার্জিলিং, পিন : ৭৩৪ ১০১ দুরভাষ-০৩৫৪-২৩৩২ (এস. টি. ডি.)	পোষিত	দার্জিলিং
১৩। কাঁথি ডীফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল ডাকঘর : কাঁথি, জেলা : মেদিনীপুর	অনুদানপ্রাপ্ত	মেদিনীপুর
১৪। স্পীচ অ্যান্ড হিয়ারিং ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ফ্ল্যাট নং-৪০৬, ১০ নং ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস কলিকাতা-৭০০ ০১৯	স্বীকৃত	কলিকাতা
১৫। ডাক্তার এস. এন মুখার্জ্জী স্কুল ফর দ্য ডীফ চণ্ডী মোড়, জি. টি. রোড, ডাকঘর : জোতরাম, জেলা : বর্ধমান দূরভাষ : বর্ধমান-৬৪৪৫১	স্বীকৃত	বর্ধমান
১৬। বধির বিদ্যাভবন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফর দ্য ডীফ অ্যাণ্ড রিটার্ডেড, ১৮ কাশীবাটী (উত্তর), ডাকঘর : মাখলা, জেলা : হুগলী	অনুদানপ্রাপ্ত	হুগলী

১৭। সাউথ সুন্দরবন এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডীফ, ডাকঘর : বরদাপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩ ৩৭১	অনুদানপ্রাপ্ত	দক্ষিণ ২৪ পরগণা
১৮। নর্থ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যাণ্ডিক্যাপড ১ নং ডাবগ্রাম, রবীন্দ্র সরণি, ডাকঘর : শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং দূরভাষ : ৭৩৪ ৪০৬	পোষিত	দার্জিলিং
১৯। হেলেন কেলার বধির বিদ্যালয় বড়খোলা, কৃষক পল্লী, কলিকাতা-৭০০ ০৭৮ দূরভাষ : ৪৭২-৭৭৩১	পোষিত	দক্ষিণ ২৪ পরগণা
২০। ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যাণ্ডিক্যাপড সিধু কানহু স্টেডিয়াম, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩ ২১৬	অনুদানপ্রাপ্ত	বর্ধমান
২১। বৈদ্যপুর বিকাশ ভারতী প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র ডাকঘর : বৈদ্যপুর, বর্ধমান	শিক্ষাগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত	বর্ধমান
২২। শশাঙ্কশেখর বোধ নিকেতন স্কুল ফর দ্য ডীফ, বরাগড়, ডেবরাবাজার, মেদিনীপুর	স্বীকৃত	মেদিনীপুর
২৩। হাওড়া ভাষা বিকাশ কেন্দ্র	স্বীকৃত	হাওড়া

অন্ধ

১। ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা কলিকাতা-৭০০ ০৩৪ দূরভাষ : ৪৬৮-১৩৩৫/৪৫৪৯	পোষিত	কলিকাতা
২। ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, নরেন্দ্রপুর, বিদ্যালয় শাখা, হাল্কা প্রযুক্তি শাখা, কৃষিভিত্তিক শিল্প শাখা ইত্যাদি ডাকঘর : নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা দূরভাষ : ৪৭৭-৯২০১/৯২০২/৯২০৩	পোষিত	দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

৩।	বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম স্কুল ফর দ্য ব্লাইণ্ড হলদিয়া, ডাকঘর : চৈতন্যপুর জেলা : মেদিনীপুর দূরাভাষ ঃ এস. টি. ডি ০৩২২৪-৮৬২২১	পোষিত	মেদিনীপুর
৪।	এন. ই. এল. সি. স্কুল ফর দ্য ব্লাইণ্ড ডাকঘর এবং জেলা : কুচবিহার স্বদেশ মিশন দূরভাষ : ৩৯১	অনুদানপ্রাপ্ত	কুচবিহার
৫।	লাইটহাউস ফর দ্য ব্লাইণ্ড ১৭৪, এস. পি. মুখার্জ্জী রোড কলিকাতা-৭০০ ০২৬	পোষিত	কলিকাতা
৬।	লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুল ফর দ্য সাইটলেস বিড়লা রোড, ডাকঘর : মাখলা, জেলা : হুগলী, পিন-৭১২ ২৪৫ দূরভাষ : ৬৬৩-৪৮১৮	পোষিত	হুগলী
৭।	মেরী স্কট হোম ফর দ্য ব্লাইণ্ড (স্যালভেশন আর্মির অধীন) ডাকঘর : কালিম্পং, জেলা : দার্জিলিং পিন-৭৪৩ ১৬৬	অনুদানপ্রাপ্ত	দার্জিলিং
৮।	নৈহাটি অ্যাপেক্স ব্লাইণ্ড স্কুল রাজেন্দ্রপুর, ডাকঘর : মাদারপুর জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা (গড়িফা হয়ে) দূরভাষ : ৮১-১৩৭৪	পোষিত	উত্তর ২৪ পরগণা
৯।	বর্ধমান ব্লাইণ্ড অ্যাকাডেমি বর্ণালীপুর ডাকঘর : শ্রীপল্লী, সুকান্ত পল্লী জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩ ১০৩	স্বীকৃত	বর্ধমান
১০।	হেলেন কেলার স্মৃতি বিদ্যামন্দির রাজা রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১ ১০১ দূর ভাষ : কৃষ্ণনগর-২৬৭২	স্বীকৃত	নদীয়া
১১।	শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট ফর দ্য সাইটলেস সিউড়ি, ডাঙ্গালপাড়া পিন : ৭৩১ ১০১ দূরভাষ : (এস. টি. ডি.) ০৩৪৬২-৫৫৭৬৮/৫৬৩১০ জেলা : বীরভূম	অনুদানপ্রাপ্ত	বীরভূম

১২। নবদ্বীপ এ. পি. সি. ব্লাইণ্ড স্কুল, নদীয়া ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি রিটার্ডেড	স্বীকৃত	নদীয়া
১৩। মানভূম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষায়তন, পুরুলিয়া, জেলা : পুরুলিয়া	অনুদানপ্রাপ্ত	পুরুলিয়া

শিশু এবং অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু

১। বোধিপীঠ ২০, হরিনাথ দে রোড কলিকাতা-৭০০ ০০৯ দূরভাষ : ৩৫০-৩৯৫৬	পোষিত	কলিকাতা
২। আশুতোষ ইনস্টিটিউশন ১৪, রহিম ওস্তাগর রোড কলিকাতা-৭০০ ০৪৫ দূরভাষ : ৪৭৩-১৯১১	অনুদানপ্রাপ্ত (মহার্ঘ ভাতা প্রাপ্ত)	কলিকাতা
৩। প্রবর্তক ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি রিটার্ডেড ডাকঘর : চন্দননগর, হুগলী দূরভাষ : ৮৩-৫৭৭১	অনুদানপ্রাপ্ত	হুগলী
৪। সেণ্টার ফর হ্যান্ডিক্যাপড চিলড্রেন (আণ্ডার ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ) ১১, ড.ঃ বীরেশ গুহ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭ দূরভাষ : ৪৭-৫৫১৫	অনুদানপ্রাপ্ত	কলিকাতা
৫। ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ ১১৪-এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড কলিকাতা-৭০০ ০৪৫	অনুদানপ্রাপ্ত	কলিকাতা
৬। রিহ্যাবিলিটেশান সেণ্টার ফর চিলড্রেন বড়িষা শখের বাজার, ৫৯, মতিলাল গুপ্ত রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৮	অনুদানপ্রাপ্ত	কলিকাতা
৭। 'শেলটার' কলাবতী লেন, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, ওয়েস্ট বেঙ্গল দূরভাষ : ৮৩-৭৫৪৩	অনুদানপ্রাপ্ত	হুগলী

৮।	অ্যানি সুলিভান স্কুল ফর দ্য মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড ৩০ জনতা সরণী, হিন্দমোটর, হুগলী, পিন-৭১২ ২৩৩ দূরভাষ : ৬৬৩-০৪০২	পোষিত	হুগলী
৯।	"স্বয়ম্ভর" স্কুল ফর মেণ্টালি রিটার্ডেড শচীনন্দন রেণুকা অধিকারী স্মৃতি ভবন গড়গড়া ঘাট, বর্ধমান	অনুদানপ্রাপ্ত	বর্ধমান
১০।	'ডিসায়ারড' থানাগোড়া, বিষ্ণুপুর জেলা : বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ (স্কুল ফর দ্য ডীফ অ্যান্ড মেন্টালি রিটার্ডেড)	স্বীকৃত (সাময়িক)	বাঁকুড়া

বহুবিধ শ্রেণী

১।	আদর্শ প্রতিবন্ধী সমিতি (বালুরঘাট)	স্বীকৃত	দক্ষিণ দিনাজপুর
২।	আনন্দ ভবন (উলুবেড়িয়া)	স্বীকৃত	হাওড়া
৩।	বর্ধমান জেলা পরিষদ পরিচালিত সেণ্টার ফর হ্যান্ডিক্যাপড	অনুদানপ্রাপ্ত	বর্ধমান
৪।	নিম্বার্ক মঠ সেবাসমিতি মেদিনীপুর	স্বীকৃত	মেদিনীপুর

সরকার অনুমোদিত প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির উদ্দেশ্যে জেলা স্তরের নির্বাচকমণ্ডলী গঠন সংক্রান্ত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা (জনশিক্ষা সম্প্রসারণ) বিভাগ

সামাজিক শিক্ষা শাখা

মহাকরণ

কলিকাতা-৭০০ ০০১

নং ৯৩৫-ই ডি. এন (এস. ই.)
৩৫-৪০/৮৭

কলকাতা
২৮ আগস্ট, ১৯৯২

প্রেরক : শ্রী এ. সাহা
উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : অধিকর্তা, বৃত্তিগত শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির উদ্দেশ্যে জেলাস্তরের নির্বাচন কমিটি গঠন

স্মারক : (মেমো) নং ৫৮-ই ডি এন (এস.ই) তাং ৪-২-৮৮-এর আংশিক সংশোধনে, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে জেলাস্তরের নির্বাচন কমিটিগুলির গঠন, যেসব জেলায় এই প্রতিষ্ঠান আছে তাদের প্রতিটির ক্ষেত্রে, নিম্নরূপ হবে :

১। জেলা সভাধিপতি/কলকাতার মেয়র অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি যিনি মেয়র পরিষদের সদস্য থেকে নিম্নপদাধিকারী হবেন না। — সভাপতি

২। কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি ন্যূনপক্ষে উপঅধিকর্তার পদাধিকারী হতে হবে — সদস্য

৩। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি — সদস্য

৪। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক — সদস্য

৫। একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ (বধিরদের বিদ্যালয়ের জন্য) যিনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন — সদস্য

অথবা একজন চক্ষু শল্যচিকিৎসক (অন্ধদের বিদ্যালয়ের জন্য) যিনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন — সদস্য

অথবা, একজন মানসিক চিকিৎসক (মানসিক চিকিৎসার বিদ্যালয়ের জন্য) যিনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন — সদস্য

৬। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সরকার মনোনীত কোন বিশেষজ্ঞ সদস্য

পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কমিটি কাজ করে যাবে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক উপরিউক্ত কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করবেন।
পরিস্থিতির প্রয়োজনে রাজ্য সরকার যেকোন জেলার নির্বাচন কমিটির গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

স্বাক্ষর : এ. সাহা
উপ-সচিব

মেমো নং ৯৩৫-ই. ডি. এন (এস. ই.) তাং ২৮-৮-৯২-এর অনুবন্ধ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের নাম	যে জেলাগুলি পরিষেবা পাবে
১।	কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয় (চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত)	দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, মেদিনীপুর, হুগলী।
২।	কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয় (পঞ্চম থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত শাখা)	পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা
৩।	আদর্শ বধির বিদ্যালয়, কলকাতা। (আইডিয়াল স্কুল ফর দি ডেফ) কলকাতা	কলকাতা, হাওড়া
৪।	মূক বধির বিদ্যামন্দির, বরানগর	কলকাতা ও উত্তর চব্বিশ পরগণা
৫।	মহারানী নীলিমা প্রভা ইনস্টিটিউট ফর দি ডেফ, মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা।
৬।	সিউড়ি মূক ও বধির বিদ্যালয়	বীরভূম, নদীয়া এবং বর্ধমান
৭।	মানভূম মূক-বধির বিদ্যালয়, পুরুলিয়া	পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া
৮।	ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, নরেন্দ্রপুর	নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, উঃ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা।
৯।	ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, নরেন্দ্রপুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শাখা	পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা।
১০।	বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম স্কুল ফর দি ব্লাইণ্ড	মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া।
১১।	বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শাখা	পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা
১২।	ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল	কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

১৩।	লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড, কলকাতা	কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া।
১৪।	বোধিপিঠ, স্কুল সেক্শন	পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা, কলকাতা
১৫।	বধিরদের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কলকাতা	পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা।

জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকদের কার্যাবলী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা বিভাগ

(জনশিক্ষা সম্প্রসারণ)

নং ৪৫১-ই ডি এন (এস. ই.) তাং কলকাতা ১১ জুলাই, ১৯৮৯

আদেশনামা

জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা বর্তমানে একীকৃত অগ্রণী প্রকল্প, কৃষকদের কার্যকরী সাক্ষরতা প্রকল্প, বয়স্ক উচ্চবিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা (যেখানে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নেই), প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রকল্প (১৫-২৫ বছর বয়ঃসীমার জন্য) এবং শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা জেলার বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি এবং গ্রামীণ কার্যকরী সাক্ষরতা প্রকল্প (রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় ক্ষেত্রে) কার্যকরী গণ-স্বাক্ষরতা প্রকল্প এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা—এ সবকিছুর সর্বাঙ্গীন দায়িত্বে থাকবেন।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত জেলা বয়স্ক শিক্ষা আধিকারিকের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। তারা গ্রামীণ কার্যকরী সাক্ষরতা প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করবেন, এই প্রকল্পগুলির উন্নতি এবং ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং যখন যেমন প্রয়োজন এইসব প্রকল্পের সামগ্রিক কাজকর্মের উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন। তাদের প্রকল্প আধিকারিকদের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা ও বিচার করে দেখার, খরচপত্র যথারীতি অর্থাৎ নিয়মানুগভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং কোন নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয় যাতে না হয় তা সুনিশ্চিত করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে।

জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা তাদের এক্তিয়ারভুক্ত প্রকল্প অফিসগুলি মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করবেন এবং তাদের পরিদর্শনের প্রতিবেদন অধিকর্তা, বয়স্ক শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছে পেশ করবেন।

জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত গ্রামীণ কার্যকরী সাক্ষরতা প্রকল্পে নিযুক্ত প্রকল্প আধিকারিক ও সহ-প্রকল্প আধিকারিকদের ভ্রমণভাতা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণকারী আধিকারিক হিসাবে কাজ করে যাবেন।

জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা সমস্ত সম্প্রসারণ আধিকারিক (সমাজ শিক্ষা) এবং মহিলা সম্প্রসারণ আধিকারিক (সমাজ শিক্ষা) যাদের ওপর বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার, একীকৃত অগ্রণী প্রকল্পের ভুক্ত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, বয়স্ক উচ্চ বিদ্যাপীঠ প্রভৃতির দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, সেইসব কাজকর্মগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন ও কাজে লাগাবেন।

জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা তাদের নিজের নিজের জেলায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলির তদারক করবেন।

তারা ঐসব প্রতিষ্ঠানের সকল প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/তথ্যকারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ-এর মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করবেন।

তাদের কাছে শিক্ষাবিভাগ প্রেরিত অন্যান্য সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাবেন জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা।

স্বাঃ এম. কে. বসাক
সচিব

প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জনশিক্ষা সম্প্রসারণ বিভাগের অধিকর্তার বিশেষ দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকার
সল্ট লেক সিটি, বিকাশ ভবন (নবম তল)
কলকাতা-৭০০ ০৯১

নং ৪৭৩/এ ডি/ই

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ১৯৯৫

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬১-ই ডি এন (এম ই ই) তাং ২৮-৩-১৯৯৫ বলে, (শারীরিক) প্রতিবন্ধীদের জন্য উপশাখা যা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি তদারক করে এবং সরকারের কারিগরি শিক্ষা অধিকারের সঙ্গে যুক্ত, তা ১-৪-১৯৯৫ থেকে জনশিক্ষা অধিকারে স্থানান্তরিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে তারা যেন জনশিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকর্তার সাথে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করেন এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তার গোচরে আনেন। এখন থেকে গোপনীয় এবং ডি. ও. পক্ষগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে পাঠানো যেতে পারে।

স্বাঃ এস. সি. নন্দী
অধিকর্তা
জনশিক্ষা সম্প্রসারণ
পশ্চিমবঙ্গ

নং ৪৬১-ই ডি এন (এম ই ই) কলকাতা ২৮ মার্চ, ১৯৯৫

বিজ্ঞপ্তি

বিভাগীয় আদেশ নং ৫৫১-ই ডি এন (এস ই) তাং ৭-৬-৮৯ বলে স্থির হয়েছিল যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট যে সব পদ এবং/অথবা পদাধিকারী কারিগরি শিক্ষা অধিকারের সাথে যুক্ত তৎ সংলগ্ন বিবৃতি অনুযায়ী, তাদের জনশিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকারে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব পদ ও পদাধিকারীদের জনশিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকার-এ স্থানান্তর এবং তহবিলের বিভাজন না হচ্ছে, কারিগরি শিক্ষার (মূক, বধির ও অন্ধ) সহঅধিকর্তা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে কর্মরত শাখার সাথে যেসব কর্মচারী যুক্ত তারা কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে কাজ চালিয়ে যাবেন।

(২) রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংহত শিক্ষা প্রকল্পে যারা যুক্ত তারা বাদে, আদেশনামা নং ৫৮১-ই ডি এন (এস ই) তাং ৭-৬-৮৯ সংযুক্ত বিবৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদসমূহসহ যারা কারিগরি শিক্ষা অধিকারের সাথে যুক্ত তারা এতদ্বারা জনশিক্ষা সম্প্রসারণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ বিভাগে স্থানান্তরিত হলেন।

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	পদের সংখ্যা
১।	কারিগরি শিক্ষার উপ-অধিকর্তা (মূক ও বধির এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য) (সরকারি আদেশনামা নং ৪৪৫-ই ডি এন (টি) তাং ১০-৭-৮৯-এর বলে সহ-অধিকর্তা (মূক-বধির এবং প্রতিবন্ধীদের বিষয় সংক্রান্ত) পদে পুনর্নিযুক্ত	১ (এক)
২।	কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক উপ-অধিকর্তা (দৃষ্টিহীন ও প্রতিবন্ধী বিষয়সংক্রান্ত) (সরকারি আদেশনামা নং ৪৪৫-ই ডি এন (টি) তাং ১০-৭-৮৯-এর বলে সহ অধিকর্তা (দৃষ্টিহীন ও প্রতিবন্ধীদের বিষয় সংক্রান্ত) পদে পুনর্নিযুক্ত	১ (এক)
৩।	উচ্চ বর্গীয় করণিক	১ (এক)
৪।	নিম্ন বর্গীয় করণিক	২ (দুই)
৫।	স্টেনোগ্রাফার (স্টেনো-টাইপিস্ট)	১(এক)
৬।	চতুর্থ শ্রেণী	২ (দুই)

৩। রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না অর্থদপ্তরের সাথে আলোচনা ক্রমে বর্তমান ব্যয়খাত থেকে তহবিলের বিভাজন না হচ্ছে, এইভাবে স্থানান্তরিত আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও স্থানান্তকরণ সংক্রান্ত অন্যান্য খরচপঞ্জি পূর্বের মত সংগৃহীত হতে থাকবে।

৪। আদেশনামা বলবৎ হবে ১ এপ্রিল, ১৯৯৫ থেকে।

রাজ্যপালের আদেশক্রমে
স্বাঃ মঞ্জুলা গুপ্তা
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা (জনশিক্ষা সম্প্রসারণ) বিভাগ

সমাজ শিক্ষা শাখা

বিকাশ ভবন, লবণ হ্রদ, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

নং ৮৭৪-ই ডি এন/ (এম. ই ই)
৮৫-৮/৮৯

কলকাতা, ৭ অক্টোবর, ১৯৯৪

প্রেরক : শ্রী আর. এন. চক্রবর্তী
যুগ্ম সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : প্রতিবন্ধীদের জন্য আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অধ্যক্ষ/প্রধানা শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটির গঠন

নির্দেশ : তার পত্র নং ও সি-৩ পি. এইচ. ৯৩ ২৬৪০ (টি) তাং ৭-৭-৯৪

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানানোর জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত যে রাজ্যসরকার পোষিত প্রতিবন্ধীদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধানা শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত নির্বাচন কমিটিতে সমতা রক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি আদেশনামা নং ২২৯- ই ডি এন (এম. ই) তাং ১২/৩/৮৬ এবং নং ৮৮৭ ই ডি এন (এস.ই) তাং ৩০/৯/৮৯-এর কে বাতিল করে। রাজ্যপালের আদেশক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী এ বিষয়ে জানাতে নির্দেশপ্রাপ্ত যে রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে সরকার পোষিত প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধানা শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ :

১। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধানা শিক্ষিকার নির্বাচনের জন্য

(১) পরিচালক বর্গ/পরিচালন সমিতির সভাপতি অথবা সভাপতি মনোনীত পরিচালকবর্গ/পরিচালন সমিতির কোন সদস্য (শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী প্রতিনিধি ছাড়া) — সভাপতি

(২) কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি পদমর্যাদায় যাকে ন্যূনপক্ষে উপ-অধিকর্তা, কারিগরি শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ-এর সমতুল হতে হবে — সদস্য

(৩) কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ — সদস্য

(৪) প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক (যেখানে সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ ভিন্ন দুই ব্যক্তি) — সদস্য

২। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নির্বাচনের জন্য :

(১) পরিচালক বর্গ/পরিচালন সমিতির সভাপতি অথবা পরিচালক বর্গ/ পরিচালন সমিতির সভাপতি মনোনীত কোন সদস্য (শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী প্রতিনিধি বাদে) — সভাপতি

(২) কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি — সদস্য

(৩) প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/ প্রধানা শিক্ষিকা — সদস্য

(৪) কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ-এর মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ — সদস্য

(৫) প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক (যেক্ষেত্রে সম্পাদক ও অধ্যক্ষ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি) — সদস্য

স্বাঃ

যুগ্ম সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনশিক্ষা সম্প্রসারণ দপ্তর

বিকাশ ভবন, লবণ হ্রদ, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

নং ৬৪/ই ডি এন (এম ইই) — **কলকাতা, ২৪ মে, ১৯৯৫**

৩ এস-২৭/৮১

স্মারক

বিষয় ঃ রাজ্যে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্যে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির গঠন

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানানোর জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত যে স্মারক নং ১০৩৯-ই ডি এন (এস ই তাং ৮-১২-৯৩) অনুসারে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক রাজ্যে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতিতে একজন সদস্য হিসাবে থাকবেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে রাজ্য সমাজশিক্ষা আধিকারিকরা উপরিউক্ত সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন সমিতির বৈঠকে আমন্ত্রিত হল না। তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সচিব প্রতিষ্ঠান আহূত পরিচালন সমিতির বৈঠকে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকদের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাবেন। জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি অনুষ্ঠেয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।

অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধিদের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে এটি মেনে চলার জন্য প্রচার করা হচ্ছে।

কলকাতা — স্বাঃ এ. সাহা

২৪ মে, ১৯৯৫ — উপ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা দপ্তর, সমাজশিক্ষা শাখা

বিকাশ ভবন, কলিকাতা-৯১

নং ১০৩৯ ইডি এন (এস ই)
৩ এস-২৭/৮১

তাং কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

প্রেরক : শ্রী এ. সাহা, উপসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
নবমহাকরণ, (১৩ তলা)
১ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

বিষয় ঃ রাজ্যে দৃষ্টিহীন/বধির/জড়বুদ্ধিদের জন্য আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিচালন সমিতির গঠন

আদেশ/নির্দেশ ঃ তার স্মারক নং ও সি-৩ পি. এইচ-৯৩, ১০৪১ পি এইচ তাং ২৪-৯-৯৩

স্মারক নং ৭৭০-ই ডি এন (এস. ই) তাং ২১-১২-৮১ কে বাতিল করে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানানোর জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত যে রাজ্যে অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তদারকির জন্য পরিচালন সমিতির গঠন নিম্নরূপ হবে ঃ

সরকার মনোনীত কোন ব্যক্তি	সভাপতি
কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ বা তার মনোনীত ব্যক্তি	সদস্য
জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক	সদস্য
পুরসভার মেয়রের মনোনীত ব্যক্তি/স্থানীয় পৌরসভার সভাপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি	সদস্য
স্থানীয় বিধায়ক অথবা বিধায়ক মন্ত্রী হলে তার মনোনীত ব্যক্তি	সদস্য
একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ/একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ/মনোরোগবিশেষজ্ঞ	সদস্য
অন্ধ/বধির/জড়বুদ্ধিদের শিক্ষা/পুনর্বাসনে আগ্রহী ব্যক্তি	সদস্য
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের থেকে দু'জন সদস্য (তাদের মধ্যে একজনকে অবশ্যই শিক্ষক হতে হবে) যাদের যুগ্মভাবে শিক্ষক ও অশিক্ষক উভয় প্রকারের কর্মচারীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হতে হবে	সদস্য
অভিভাবক সদস্যদের মধ্য থেকে (অভিভাবকদের দ্বারা নির্বাচিত) দুজন সদস্য	সদস্য
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধানা শিক্ষিকা/প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক	সচিব-সদস্য

ক্রমিক নং (৮) এবং (৯), (১০) এবং (১১)-এ উল্লিখিত নির্বাচিত সদস্যরা ২ বছরের জন্য পদ গ্রহণ করবেন।

ক্রমিক নং (১২)-এ উল্লিখিত সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন। কোন পরিচালন সমিতির সভায় যদি ঐ সমিতির সভাপতি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে সভাপতি নির্বাচন করে সভা চালানো যেতে পারে।
প্রথম সভার তারিখ অথবা পরিচালন সমিতির পুনর্গঠনের তারিখ—যেটা আগে হয়, সেই দিন থেকে তিন বছরের জন্য পরিচালন সমিতি কার্যভার নেবেন।

পাঁচ সদস্য নিয়ে একটি ফোরাম হবে।

স্বাক্ষর—এ. সাহা
সহ-সচিব
কলকাতা, ১৯৯৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা বিভাগ

দক্ষিণ-পূর্ব শাখা

নং ২০-ইডি এন (এসই)
তিন এস-৪৮/৮১

কলকাতা, জানুয়ারি ১৫, ১৯৮৪

প্রাপক ঃ শ্রী এন ঘোষাল, আই. এ. এস.
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি ঃ কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

বিষয় ঃ মূক ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয়কে স্বীকৃতিপ্রদানের নিয়মাবলি

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাতে নির্দেশিত হয়েছেন যে মূক ও বধিরদের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের নিম্নলিখিত নির্দেশিকা রাজ্যপাল প্রস্তুত করেছেন ঃ

(১) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্যূন ২০ হতে হবে।

(২) শিক্ষকদের স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মূক-বধিরদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁদেরকে ডিপ্লোমা অথবা শংসাপত্র ধারক হতে হবে।

(৩) এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষার মান সন্তোষজনক হওয়া জরুরি এবং এই প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে।

(৪) মূক ও বধিরদের শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি অথবা জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এ এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মূল্যায়ণ করবেন।

(৫) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া চাই এবং অন্তত পাঁচ বছর আগে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়কেই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্য সরকারের বিবেচনাসাপেক্ষে শর্তটি শিথিলযোগ্য।

(৬) প্রতিষ্ঠানটিতে ১ : ১০ হারে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত বজায় রাখতে হবে।

(৭) হিসাবের যথাযথ কপি রাখতে হবে এবং হিসাবের নিরীক্ষিত বিবৃতির কপি প্রত্যেক বছর কারিগরী শিক্ষা অধিকারে জমা দিতে হবে।

(৮) সরকারের স্বীকৃতি চাইছে এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গে অন্তত দু' জন সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উক্ত কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত এই কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের কার্যকালের মেয়াদ হবে এক নাগাড়ে ২ বছর।

(৯) না-লাভ, না-লোকসানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি চলবে। ছাত্রছাত্রীর ফী এবং তাদের কাছ থেকে অন্যান্য আদায়ের পরিমাণ পরিমিত থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

(১০) কারিগরী শিক্ষা অধিকারের আধিকারিকেরা যেন এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গকে সম্মতি জানাতে হবে এবং দেখতে হবে যেন পরিদর্শনের সময় আধিকারিকেরা সমস্ত দলিল, নথি, কাগজপত্র প্রয়োজনমত দেখতে পান।

(১১) প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিচালনা করতে হবে এবং যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ আছে কি না তা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকেরা ঠিক করবেন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের একজন চিকিৎসককে কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালনবর্গের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

(১২) যদি দেখা যায়, কোন বিদ্যালয় উপরিউক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কোনটি মেনে চলছে না, তাহলে সরকার ঐ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে পারে। অবশ্য তার আগে ঐ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তার বক্তব্য পেশ করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে এবং যথাযথ পরিদর্শনের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

(১৩) প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই বৈধ এবং সামাজিক অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্যাভিমুখী হতে হবে। স্বীকৃতি সম্বন্ধে সুপারিশ করার আগে কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা এই দিকটি খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে তবেই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সুপারিশের কথা ভাববেন। স্বীকৃতির জন্য তাঁর সুপারিশে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে।

১৪/১/৮২

স্বাঃ—এন. ঘোষাল
সহ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা (জনশিক্ষা প্রসার) বিভাগ

বিকাশ ভবন, সল্ট লেক

কলকাতা-৭০০ ০৯১

<u>নং ৬৮৭-ইডি এন (এম ইই)</u> কলকাতা, ১ আগস্ট, ১৯৯৪

৩ এস-৪৮/৮১

প্রেরক শ্রী এ সাহা
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
বিকাশ ভবন, একাদশ তল, কলকাতা-৭০০ ০০৯১।

প্রসঙ্গ কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তার ১৪/১০/৯৩ তারিখের ৭ আর-১ পি এইচ-৯৩ : ১০৯২ পি এইচ নং চিঠি।

বিষয় **মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়মাবলী।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী এটা জানাতে নির্দেশিত হয়েছেন যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতিপ্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা রাজ্যপাল প্রস্তুত করেছেন। নির্দেশিকাটি নিম্নরূপ।

(১) ছাত্রের সংখ্যা অন্যূন্য ২০ হবে।

(২) শিক্ষকদের স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্বীকৃত শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী/বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁদেরকে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা শংসাপত্রধারক হতে হবে।

(৩) এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষার মান সন্তোষজনক হওয়া জরুরি এবং এই প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে।

(৪) এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি অথবা কারিগরী শিক্ষা অধিকারের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের মূল্যায়ণ করবেন।

(৫) বিদ্যালয়টির আর্থিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ হতে হবে এবং অন্তত পাঁচ বছর আগে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়ই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানটিকে ১ : ৬ হারে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত বজায় রাখতে হবে।

(৭) হিসাবের যথাযথ খাতা রাখতে হবে এবং হিসাবের নিরীক্ষিত বিবৃতির কপি প্রত্যেক বছর কারিগরী শিক্ষা আধিকারে জমা দিতে হবে।

(৮) সরকারের স্বীকৃতি চাইছে এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গে অন্তত দুজন সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উক্ত কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারিদরে যথাযথ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত এই কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গের কার্যকালের মেয়াদ হবে একটানা ২ বছর।

৯। ছাত্রছাত্রীর ফী এবং তাদের কাছ থেকে অন্যান্য আদায়ের পরিমাণ সরকার নির্ধারণ করবে এবং তা কোনোমতেই বিদ্যালয়ের পরিচালন বর্গের বিবেচনা নির্ভর হবে না।

১০। কারিগরী শিক্ষা অধিকারের আধিকারিকেরা যেন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে কার্যনির্বাহী সমিতি/ পরিচালন বর্গকে সম্মতি জানাতে হবে এবং দেখতে হবে যেন পরিদর্শনের সময় আধিকারিকেরা সমস্ত দলিল, নথি, কাগজপত্র প্রয়োজনমত দেখতে পান।

১১। প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং যথার্থ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ আছে কিনা তা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকেরা দেখবেন এবং কার্যনির্বাহী সমিতী/পরিচালন বর্গে স্বাস্থ্য বিভাগের একজন চিকিৎসককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২। যদি দেখা যায়, কোন বিদ্যালয় উপরিউক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কোনটি মেনে চলছে না, তাহলে সরকার উক্ত বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে পারে। অবশ্য তার আগে বিদ্যালয়কে তার বক্তব্য পেশ করার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে এবং যথাযথ পরিদর্শনের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদনের ভিত্তিতে শিক্ষা-দপ্তরের সচিব সরকারের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩। প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই বৈধ এবং সামাজিক অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্যাভিমুখী হতে হবে। স্বীকৃতি সম্বন্ধে সুপারিশ করার আগে কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা এই দিকটি খতিয়ে দেখে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সুপারিশের কথা ভাববেন। স্বীকৃতির জন্য তাঁর সুপারিশে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে।

স্বাক্ষর
এ সাহা
উপ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা (জনশিক্ষা প্রসার) বিভাগ
সমাজ শিক্ষা শাখা
মহাকরণ, কলকাতা-৭০০ ০০১

নং ৯৬১-ই ডি এন (এস ই)
৩ এস-২৯/৯২

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২, ১৯৯২

প্রেরক : শ্রী এ. সাহা.
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহয়তাদানের নিয়মকানুন।

জুলাই, ১৭, ১৯৯২ তারিখের ১৯০ (টি) স্পেশাল সেল নং চিঠির বিষয় প্রসঙ্গে এই খবর জানানোর জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তাদানের নিয়মকানুন সরকার প্রণয়ন করেছেন। নিয়মকানুনগুলির একটি কপি এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হ'ল।

তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের সমস্ত প্রস্তাব এই সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলির নিরিখে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে এবং যদি দেখা যায় আবেদনকারী সংস্থা সমস্ত নিয়মকানুন মেনে আবেদন করেছেন তাহলে সেই আবেদনপত্র তিনি সরকারের বিবেচনার জন্য এই বিভাগে পাঠাতে পারেন।

স্বাক্ষর এ সাহা
সহ-সচিব

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের নিয়মকানুন

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্যূন্য ২০ হওয়া চাই।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদগুলির জন্য আবশ্যক শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। কোন স্বীকৃত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট ধরণের প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদানের উপর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শংসাপত্র আবেদনকারীর থাকতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত নিম্নরূপ হবে :

(ক) বধিরদের জন্য বিদ্যালয়ে.......১ : ১০

(খ) দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়ে.......১ : ১০

(গ) মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ে.......১ : ৬

(ঘ) স্প্যাস্টিক (মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি/বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যালয়ে.......১ : ৬

উক্ত বিদ্যালয়কে কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ হতে হবে।

হিসাব রক্ষার যথাযথ পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করবার সময় বিগত ৩ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবৃতির প্রত্যায়িত সকল কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তার কাছে জমা দিতে হবে।

আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার পর কোন কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে না। অবশ্য যদি আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার পর কোন পদ খালি হয় এবং সেই খালি পদ ভর্তি করা যদি একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে তবে আবেদনপত্রটি যাকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে, সেই কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তাকে বিষয়টি জানাতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

ঐ আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে বিগত এক বৎসর কালের অধিক যাঁরা কর্মরত আছেন শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত বজায় রেখে তাঁদেরকে কর্মচারীবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সরকারি আর্থিক সাহায্য চাইছেন এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন বর্গকে এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করতে হবে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দিন থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতিকে সরকার অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে হবে।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম এবং প্রদত্ত শিক্ষার মান সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ও সেইসঙ্গে জনশিক্ষাপ্রসার বিভাগের প্রয়োজন অন্যান্য কারণে কারিগরী শিক্ষা অধিকারের আধিকারিকেরা যেন বিভিন্ন সময় পরিদর্শন করতে পারেন, সে ব্যাপারে, কার্যনির্বাহী সমিতি/পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে।

১১। আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সময় নিজেদের কার্য-সম্পাদনে যোগ্য ও সক্ষম কোন নিবন্ধীকৃত সংস্থার হাতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার থাকতে হবে।

১২। দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠানে কারুশিল্প/বৃত্তি প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকতে হবে।

১৩। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে যদি কোন কর্মশালা বা ছাত্রাবাস থাকে, তবে সেগুলির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও উপযুক্ত এবং সন্তোষজনক হওয়া উচিত। ছাত্রী অথবা মহিলা কর্মীদের জন্য আলাদা স্নানঘর এবং শৌচাগারের ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

১৪। যদি প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য খাবার ব্যবস্থা থাকে তবে মহিলাদের জন্য পৃথক উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। যদি প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য হয় অথবা সেখানে যদি বিশেষভাবে মহিলাদের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে তবে মহিলাদের দায়িত্বে একজন মহিলাকেই থাকতে হবে।

১৫। প্রতিষ্ঠানে আংশিক সময়ের ভিত্তিতে হয় সাম্মানিকভাবে নতুবা বেতনের বিনিময়ে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের ব্যবস্থা থাকা চাই, যিনি সপ্তাহে অন্তত একবার প্রতিষ্ঠানে বসবেন। সময়ে সময়ে আবাসিকদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আবাসিকদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা সংক্রান্ত নথি রাখার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের।

১৬। আসবাবপত্রসহ ছাত্রাবাস এবং মেসের সুবন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে।

১৭। প্রতিষ্ঠানে কারো ছোঁয়াচে রোগ হলে তাকে আলাদা রাখার যথাযথ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে। এছাড়া আগুন ও অন্যান্য বিপদের বিরুদ্ধে নিবারণমূলক ব্যবস্থাও নিতে হবে।

১৮। প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি বর্ষপঞ্জী রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে, কর্মশালায় ও ছাত্রাবাসে কঠোরভাবে দৈহিক ও নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা উচিত।

১৯। প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে যে আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁরা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন নি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না জনশিক্ষপ্রসার বিভাগে তাঁদের আবেদন পুরোপুরি খারিজ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও এ ধরণের আবেদন তাঁরা করবেন না।

স্বাক্ষর : এ সাহা
উপ-সচিব

শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ অনুমোদিত প্রতিবন্ধীর জন্য বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও পদ্ধতিগত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ
বিকাশভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১

নং ৫৫২-ই ডি এন (এম ই ই) — কলকাতা, এপ্রিল ২০, ১৯৯৫
৩ এস-২৭/৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ভারতীয় সংবিধানের ৩০৯ ধারার সংস্থান প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী সরকার পোষিত এবং জনশিক্ষা প্রসার বিভাগ অনুমোদিত প্রতিবন্ধীর জন্য বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের নিম্নলিখিত বিধি এবং পদ্ধতিগুলি রাজ্যপাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন :

বিধিনিয়ম

প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানসমূহে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিসহ শিক্ষক/অশিক্ষক কর্মচারী পদে নিয়োগের পদ্ধতি ও যোগ্যতা সংক্রান্ত ১ মে, ১৯৯৫ তারিখ থেকে বলবৎ হওয়া বিধিনিয়ম নিচে বিশদভাবে দেওয়া হ'ল।

১। নিয়োগ পদ্ধতি

কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে (সরাসরি নিয়োগ)

২। কর্মচারী (শিক্ষক ও অশিক্ষক উভয়েই)দের যোগ্যতা

(ক) বধিরদের জন্য বিদ্যালয়

(খ) মানসিক/বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যালয়।

(গ) দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়

সংযোজিত অংশে দেখানো হয়েছে।

রাজ্যপালের
আদেশানুসারে
স্বাক্ষর : আর. এন. চক্রবর্তী
যুগ্ম সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২০/৪/৯৫ তারিখ ৫৫২-শিক্ষা (এম. ই.) নং প্রজ্ঞাপনের সংলগ্নী

বধিরদের জন্য বিদ্যালয়

ক্রমিক সংখ্যা	পদের নাম	প্রতিবন্ধীদের জন্য পোষিত প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলি
১	২	৩
১।	অধ্যক্ষ/প্রধানশিক্ষক/ প্রধানা শিক্ষয়িত্রী	(১) যোগ্যতা : (ক) আবশ্যক : (অ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সাম্মানিক) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (আ) বধিরদের স্কুলে ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে ডিগ্রি অথবা, বধিরদের স্কুলে ৭ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে ডিপ্লোমা অথবা, বধিরদের স্কুলে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে সার্টিফিকেট (খ) বাঞ্ছনীয় : অফিস প্রশাসনে দক্ষতা ও বাংলা ভাষায় জ্ঞান (২) বয়ঃসীমা : ৪০ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে (শ্রবণ ও দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী ব্যতীত) শিথিলযোগ্য (উচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও এই সীমা শিথিলযোগ্য।
২।	উপাধ্যক্ষ/সহ প্রধানশিক্ষক/ সহ প্রধানাশিক্ষিকা/প্রধান ভারপ্রাপ্ত	(১) যোগ্যতা ঃ (ক) আবশ্যক : (অ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সান্মানিক) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (আ) বধিরদের স্কুলে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে ডিগ্রি অথবা বধিরদের স্কুলে ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে ডিপ্লোমা অথবা বধিরদের স্কুলে ৭ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সহ বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে সার্টিফিকেট (খ) বাঞ্ছনীয় : বাংলা লিখতে ও বলতে পারার দক্ষতা (২) বয়ঃসীমা : ৪০ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে (শ্রবণ ও দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী ব্যতীত) শিথিলযোগ্য (উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও এই সীমা শিথিলযোগ্য)

৩।	শিক্ষক (প্রাথমিক এবং প্রাক্-প্রাথমিক বা প্রস্তুতিমূলক পর্যায়)	১. যোগ্যতা : (ক আবশ্যক (অ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য কোন পরীক্ষায় পাশ (আ) ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড থেকে শিক্ষকতায় ডিপ্লোমা বা রাজ্য স্বীকৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শিক্ষকতার সার্টিফিকেট (খ) বাঞ্ছনীয় : স্নাতক ডিগ্রি টীকা : দৃষ্টি ও শ্রবণগত প্রতিবন্ধীরা এই পদের উপযুক্ত নন ২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য শিথিলযোগ্য
৪।	(জুনিয়র শিক্ষক হাই এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য)	১. যোগ্যতা : (ক) আবশ্যক : (অ) জুনিয়র হাই স্তরের জন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য স্নাতক (সাম্মানিক) ডিগ্রি (আ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে ডিগ্রি বা বধিরদের জন্য কোন স্বীকৃত স্কুলে ২ বছরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট যার দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপ্ড থেকে বধিরদের শিক্ষা প্রদান পাঠক্রমে ডিপ্লোমা বা, বধিরদের জন্য কোন স্বীকৃত স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ রাজ্য স্বীকৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষকতায় সার্টিফিকেট। (খ) বাঞ্ছনীয় : (১) প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনমাফিক নির্দিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (২) বধিরদের জন্য স্বীকৃত কোন স্কুলে এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা টীকা : দৃষ্টি ও শ্রবণগত প্রতিবন্ধীরা এই পদের অনুপযুক্ত। ২. বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসীদের জন্য শিথিলযোগ্য
৫।	অঙ্কন শিক্ষক	১. যোগ্যতা : (ক) আবশ্যক : সরকারী ললিতকলা ও চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে

ললিতকলা ও চারুকলায় ৫ বছরের ডিপ্লোমা বা কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ললিতকলা ও চারুকলায় ডিপ্লোমা

(খ) বাঞ্ছনীয় : প্রতিবন্ধীদের (যে কোন শ্রেণীর) স্কুলে ৬ মাস ললিতকলা ও চারুকলা বিষয়ে শিক্ষকতার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসীদের জন্য শিথিলযোগ্য।

৬। শরীরশিক্ষা প্রশিক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : শরীরশিক্ষায় ডিপ্লোমাসহ স্নাতক ডিগ্রি

(খ) বাঞ্ছনীয় : প্রতিবন্ধীদের যে কোন প্রতিষ্ঠানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শরীরশিক্ষা প্রশিক্ষণে ৬ মাসের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসীদের জন্য শিথিলযোগ্য

৭। বাকশক্তি চিকিৎসক/শ্রবণবিদ্যা বিশারদ

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : ভাষা ও শ্রুতিবিজ্ঞানে স্নাতক বা শ্রবণবিদ্যা ও বাকশক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড থেকে যোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যাধি বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ বিজ্ঞানে স্নাতক

(খ) বাঞ্ছনীয় : সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত কথন ও শ্রবণ বিষয়ক চিকিৎসাগারে বা বধিরদের জন্য স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানে বাক্‌শক্তি চিকিৎসা এবং/অথবা শ্রবণবিদ্যায় ৬ মাসের অভিজ্ঞতা

(২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের জন্য শিথিলযোগ্য

৮। শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্রবিদ/কর্ণসঞ্চকী (কানের ছাঁচ তৈরি কারিগর)

(১) যোগ্যতা :

আবশ্যক:

(অ) উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড থেকে যোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যাধি বিষয়ে এক বছরের ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট অথবা শ্রুতি সহায়ক যন্ত্র মেরামতিতে এবং/অথবা বধিরদের কোন স্বীকৃত স্কুলে প্রথাগত পদ্ধতিতে কর্ণসঞ্চকীর কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৯। কর্মশালা অধীক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা সংসদ বা এন. সি. টি. ভি. টি দ্বারা স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বা প্রযুক্তিবিদ্যা বা সমতুল্য বিষয়ে ডিপ্লোমা (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বৃত্তি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে)

(খ) বাঞ্ছনীয় : কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে/সংস্থায়/কর্মশালায় ১ বছরের অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তপসিলি আদিবাসী, তপসিলি সম্প্রদায় এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

১০। চারুকলা শিক্ষক

(১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) কোন চারুকলায় স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রতিষ্ঠান (নিয়োগকারী) কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত

(খ) বাঞ্ছনীয় (অ) নির্দিষ্ট চারুকলায় আই. টি. আই সার্টিফিকেট

(আ) নির্দিষ্ট চারুকলায় এক বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

(২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তপসিলি আদিবাসী, তপশিলি সম্প্রদায় ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিল- যোগ্য

১১। সহকারী শিক্ষক (হিন্দি মাধ্যম)

(১) যোগ্যতা :

আবশ্যক : (অ) অন্তত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে হিন্দী একটি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি

(আ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড থেকে বধিরদের শিক্ষকতায় ডিপ্লোমা বা, বধিরদের শিক্ষকতার জন্য রাজ্য স্বীকৃত প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতায় সার্টিফিকেট

(২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী, তপসিলি আদিবাসী, তপসিলি সম্প্রদায় বা শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

মানসিক বা বহুবিধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়

১	২	৩
১২। অধ্যক্ষ/প্রধানশিক্ষক/ প্রধানা শিক্ষিকা	১)	যোগ্যতা : (ক) আবশ্যক (অ) মনোবিদ্যায় কলা বা বিজ্ঞানে স্নাতক (আ) ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য মেন্টালি

হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড থেকে মানসিক জড়তা বিষয়ে ডিপ্লোমা বা পুনর্বাসন সংসদ স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে মানসিক জড়তা বিষয়ে ডিপ্লোমা, কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন বা, বহুবিধ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রমাণপত্র (পাঠ্যক্রমটি কোন মহাবিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে)

(ই) জড় বুদ্ধিসম্পন্ন, বহুবিধ প্রতিবন্ধী বা মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা (উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)

(খ) বাঞ্ছনীয় : (অ) কোন স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বা বৃত্তিগত নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ

(আ) অফিস প্রশাসনে দক্ষতা

(ই) বাংলা ভাষায় জ্ঞান

(২) বয়ঃসীমা : ৪৫ বছরের মধ্যে, উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রবণ ও দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীরা এই পদের যোগ্য নন।

১৩। মনোবিদ্যাবিশারদ

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : ফলিত মনোবিদ্যায় কলা বা বিজ্ঞান শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

(খ) বাঞ্ছনীয় : মানসিক বা বহুবিধ প্রতিবন্ধী শিশুদের মনস্তাত্বিক পরীক্ষা পরিচালনার যোগ্যতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১৪। শিক্ষক (বিশেষ শিক্ষা)

(১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক (অ) স্নাতকোত্তর বা স্নাতক সাম্মানিক বা স্নাতক ডিগ্রি বা পাঁচ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল

(আ) শিক্ষক শিক্ষণ—ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড থেকে মানসিক জড়তা বিষয়ে ডিপ্লোমা বা ভারত সরকারের পুনর্বাসন সংসদ থেকে মানসিক জড়তা বিষয়ে ডিপ্লোমা বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী বা বহুবিধ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষকতা

বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষণ প্রমাণপত্র (পাঠ্যক্রমটি কোন মহাবিদ্যালয় দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে)

(খ) বাঞ্ছনীয় : প্রতিবন্ধী শিশুদের বহির্চিকিৎসা বিভাগে ৬ মাস কাজ করার অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর (বেতনক্রম ; প্রাসঙ্গিক সরকরী আদেশনামা অনুযায়ী

বেতনক্রম : সময়ে সময়ে প্রকাশিত সরকারী আদেশনামা অনুযায়ী

১৫। বাকশক্তি চিকিৎসক অঙ্গসংবাহনবিদ

বধিরদের বিদ্যালয়ের জন্য ৭ নং ক্রমিক সংখ্যায় উল্লিখিত নিয়মের অনুরূপ

(১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড থেকে অঙ্গসংবাহনবিদ্যায় স্নাতক বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অঙ্গসংবাহনবিদ্যায় ডিপ্লোমাসহ বিজ্ঞানের স্নাতক

(খ) বাঞ্ছনীয় : কোন অঙ্গসংবাহন চিকিৎসাগারে ৬ মাস কাজ করার অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

অন্ধদের জন্য বিদ্যালয়

১	২	৩

১। অধ্যক্ষ/প্রধানশিক্ষক/প্রধানাশিক্ষিকা

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্নাতক (সাম্মানিক) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

(আ) কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ধদের শিক্ষা প্রদানে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(ই) অন্ধদের স্কুলে ৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

(খ) বাঞ্ছনীয় : বাংলা ভাষায় কাজ চালানোর ক্ষমতা

(২) বয়ঃসীমা : ৪৫ বছর, উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রবণ ও দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীরা এই পদের যোগ্য নন।

২। উপাধ্যক্ষ/প্রধান ভারপ্রাপ্ত/ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/সহ প্রধানশিক্ষক

(১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্নাতক (সাম্মানিক) ডিগ্রি

(আ) কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ধদের শিক্ষাপ্রদানে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(ই) অন্ধদের স্কুলে ৩ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

(খ) বাঞ্ছনীয় : (অ) অফিস প্রশাসনে দক্ষতা

(আ) বাংলা ভাষায় কাজ চালানোর ক্ষমতা

(২) বয়ঃসীমা : ৪৫ বছর, উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৩। শিক্ষক ক্রমবিহীন শ্রেণীর জন্য

(১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্নাতক ডিগ্রি

(আ) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ধদের শিক্ষা প্রদানে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : (অ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীদের মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত মূল্যায়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

(আ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ

(২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর, উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৪। শিক্ষক প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য

(১) যোগ্যতা : (অ) উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বা তার সমতুল

(আ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ধদের শিক্ষা প্রদানে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট

৫। শিক্ষক জুনিয়র হাই ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি

(আ) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ধদের শিক্ষাপ্রদানে সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড থেকে অন্ধদের শিক্ষাপ্রদানে ডিপ্লোমা

(খ) বাঞ্ছনীয় : নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সাম্মানিক) ডিগ্রি

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়/তফসিলি আদিবাসী, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৬। সঙ্গীতশিক্ষক/সঙ্গীত শাখার প্রধান

(১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্কুল ফাইনাল/মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান (মহাবিদ্যালয়) থেকে সঙ্গীতে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(ই) সঙ্গীত শাখার পদে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : সঙ্গীত শিক্ষক পদের জন্য ৩৫ বছব, সঙ্গীত শাখার প্রধান পদের জন্য ৪৫ বছর (উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন ও দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)

৭। শরীরশিক্ষক/প্রশিক্ষক/শরীরশিক্ষা

যোগ্যতা : বধিরদের স্কুলের ক্ষেত্রে ৬ নং ক্রমিক সংখ্যার উল্লিখিত নিয়মের অনুরূপ

৮। পুনর্বাসন আধিকারিক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্নাতক ডিগ্রি

(আ) শারীরিক প্রতিবন্ধী বা দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : কর্মসংস্থান অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৪০ বছর

৯। সহ পুনর্বাসন আধিকারিক

১) যোগ্যতা :

আবশ্যক : (অ) উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল উত্তীর্ণ

(আ) শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট বা কর্মসংস্থানে সার্টিফিকেট

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১০। কারখানা-সর্দার

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তি সংসদ বা এন. সি. টি. ভি. টি দ্বারা স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বা প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ডিপ্লোমা (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বৃত্তি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে)

(আ) কর্মশালা প্রশিক্ষক পদে ৫ বছরের অভিক্ষতা

(খ) বাঞ্ছনীয় : অন্ধ/শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৪৫ বছর

১১। কর্মশালা-প্রশিক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তি সংসদ বা এন. সি. টি. ভি. টি দ্বারা স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষা বা প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ডিপ্লোমা (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বৃত্তি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে)

(আ) কর্মশালার ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা

(খ) বাঞ্ছনীয় : অন্ধ/শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১২। সচলতা প্রশিক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল উত্তীর্ণ (তা) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিসুয়ালি

হ্যান্ডিক্যাপড বা অন্য কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অভিমুখীনতা ও সচলতা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : শরীরশিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১৩। ব্রেইল প্রশিক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল উত্তীর্ণ

(আ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড বা অন্য কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অভিমুখীনতা ও সচলতা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : শরীরশিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১৪। প্রতিলিপিকার

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল উত্তীর্ণ

(আ) ব্রেইল প্রতিলিপিকরণে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড বা অন্য কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : অন্ধদের শিক্ষা প্রদানে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১৫। পাঠক

যোগ্যতা : (অ) স্কুল ফাইনাল/মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) সংশ্লিষ্ট ভাষায় দখল

১৬। দৈনন্দিন গৃহবাস প্রশিক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড বা অন্য কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে দৈনন্দিন জীবনযাপন বিষয়ক কার্যক্রমে সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : 'দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মে'' দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অন্ধ বা অন্য ধরণের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর

১। ছাত্রাবাস অধীক্ষক

১) যোগ্যতা :

আবশ্যক : (অ) স্নাতক

(আ) বধির, অন্ধ বা জড়বুদ্ধিদের শিক্ষা প্রদানে সার্টিফিকেট

২) বয়ঃসীমা : ৪০ বছর

২। অবধায়ক/মাতৃকা/ পরিসেবিকা তথা অবধায়ক

১) যোগ্যতা :

আবশ্যক : (অ) উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বা তার সমতুল

(আ) যে কোন শ্রেণীর শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা

২) বয়ঃসীমা : ৪০ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিল- যোগ্য

৩। গ্রন্থাগারিক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্নাতক ডিগ্রি

(আ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট

(খ) বাঞ্ছনীয় : (অন্ধদের স্কুলের জন্য) ব্রেইল পদ্ধতিতে লিখতে ও পড়তে পারার দক্ষতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৪। সহ গ্রন্থাগারিক

১) যোগ্যতা : (অ) স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৫। প্রধান করণিক তথা খাজাঞ্চি

১) যোগ্যতা : (অ) স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) মিনিটে কমপক্ষে ৪০ টি শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৬। হিসাবরক্ষক

১) যোগ্যতা :

(ক) আবশ্যক : (অ) স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) হিসাববিদ্যায় পারদর্শিতা

(খ) বাঞ্ছনীয় : মিনিটে কমপক্ষে ৪০ টি শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা

২) বয়ঃসীমা : ৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

৭। করণিক/করণিক তথা টাইপিস্ট

১) যোগ্যতা :

আবশ্যক : (অ) স্কুল ফাইনাল বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

(আ) মিনিটে কমপক্ষে ৪০ টি শব্দ টাইপ করার ক্ষমতা

	২) বয়ঃসীমা :	৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিল-যোগ্য
৮। বিদ্যুৎকর্মী	১) যোগ্যতা :	(অ) কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ (আ) তড়িত শাখায় আই. টি. আই সার্টিফিকেট
	২) বয়ঃসীমা :	৩৫ বছর ; শারীরিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য
৯। বাসচালক	১) যোগ্যতা :	
	আবশ্যক :	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে (অ) ভারী যান চালানোর অনুজ্ঞাপত্র (আ) ভারী যান বিশেষত বাস চালানোর ৩ বছরের অভিজ্ঞতা
	২) বয়ঃসীমা :	৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায় ও তফসিলি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য
১০। দক্ষ শ্রমিক	১) যোগ্যতা :	
	আবশ্যক :	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বৃত্তিতে ১ বছর অভিজ্ঞতা
	২) বয়ঃসীমা :	৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য
১১। অদক্ষ শ্রমিক/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী/ নিম্নবর্গীয় কর্মচারী	১) যোগ্যতা :	
	আবশ্যক :	কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ
	২) বয়ঃসীমা :	৩৫ বছর ; তফসিলি সম্প্রদায়, তফসিলি আদিবাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তাৎক্ষণিক নিয়োগসংক্রান্ত নিয়মাবলির অন্তর্গত সকল ক্ষেত্রেই

১। নিয়োগসংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুযায়ী উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ছাত্রদের শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণবিহীন প্রার্থীকে নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের বেসরকারী পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রতিবন্ধীদের জন্য নয়) অনুরূপে পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা (এমন নয় যে এই অভিজ্ঞতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হতে হবে) অবশ্যই থাকা দরকার।

৩। দুই নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রার্থীদের যদি নিয়োগ করা হয় তবে নিয়োগের তারিখ থেকে ৩ বৎসরের মধ্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে ; অন্যথায় আর কোনরূপ বেতনবৃদ্ধি অনুমোদন করা হবে না।

প্রতিবন্ধী ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি প্রদান - সংক্রান্ত পঃ বঃ সরকারের আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জনকল্যাণ শাখা)

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ

মহাকরণ, কলি - ১

নং ৫২৭৬ - এস. ডব্ল্যু, আই এম - ২০/৭২ কলকাতা- ১৯৭৬

থেকে ঃ শ্রী এস কে দাশগুপ্ত
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রতি ঃ মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

১। এই রাজ্যের স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নটির প্রতি যে কিছুদিন ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে একথা জানানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সবদিক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর রাজ্যপাল, "শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ বিধি" (যার একটি অনুলিপি এই চিঠির সঙ্গে সংলগ্ন হল) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিদান পরিকল্পনা অবিলম্বে, কার্যকর করার অনুমতি দিয়েছেন।

২। এই সংক্রান্ত অর্থ বর্তমান বছরের রাজ্য বাজেটে "২৮৮ — সমাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ (অসামরিক সরবরাহ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং তপসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছাড়া) - ঘ - সমাজকল্যাণ (III)-শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ রাজ্য যোজনা (পঞ্চম যোজনা) - সমস্ত জেলায় শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদান - অনুদান / আর্থিক সাহায্য" খাত থেকে কাটা হবে।

৩। অর্থ দপ্তরের সম্মতিক্রমে (২৪/১১/৭৫ তারিখের ইউ/ও নং ৮৬০ এফ. এ. চিঠি দ্রষ্টব্য) এই আদেশনামা জারী করা হল।

ইতি —

ভবদীয়

সহ-সচিব

দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। **উদ্দেশ্য** - রাজ্যের স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নবম শ্রেণীর নিচে পাঠরত দুঃস্থ দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ (কল্যাণ) বিভাগ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিপ্রদান সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছেন। এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল এরা যেন মাধ্যমিক স্তরে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে এবং দেশের একজন উপযোগী নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২। **পরিধি** - বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে 'দৈহিক প্রতিবন্ধী' কথাটির নিচে ৩ নং ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে দৃষ্টিহীন, মূক ও বধির এবং অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এই তিন ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে সূচিত করবে।

৩। সংজ্ঞা - যদি না অন্যভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে।

ক) 'সরকার' বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ (কল্যাণ) বিভাগ।

খ) 'আবেদন পত্র' বলতে দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রদেয় বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র বোঝাবে।

গ) 'নিদর্শ' বলতে সরকার এই বিষয়ে যে সমস্ত নিদর্শ নির্দিষ্ট করে দেবেন, সেগুলিকেই বোঝাবে,

ঘ) 'দৃষ্টিহীন' বলতে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির যে কোন একটির দ্বারা আক্রান্ত বোঝাবে।

১) চোখে একেবারেই দেখতে না পাওয়া।

২) চোখে দেখার ক্ষমতা ৬/৬০ এর বেশি না হওয়া অথবা ভাল চোখে যথাযথ লেন্স সহ ২০/২০০ এর বেশি না হওয়া।

৩) ২০ ডিগ্রি অথবা তার কম কোণের মধ্যে দৃষ্টি শক্তির সীমাবদ্ধতা।

ঙ) 'বধির' বলতে সেই ব্যক্তিদেরই বোঝাবে সাধারণ জীবনযাপনের পক্ষে যাঁদের শ্রবণশক্তি অনুপযুক্ত। সাধারণত, ৭০ ডেসিবেলে অথবা ৫০০, ১০০০ বা ২০০০ কম্পাঙ্কের বেশিতে যদি শ্রবণশক্তি কাজ না করে তবে তা কার্যত অক্ষম।

চ) 'অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী' বলতে তাঁদেরকেই বোঝাবে যাঁদের দৈহিক কোন ত্রুটি অথবা বিকলাঙ্গতা আছে, এবং তার ফলে তাঁদের শরীরের অস্থি, মাংসপেশী এবং হাড়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হবে।

৪। যোগ্যতার শর্ত ঃ-

ক) উপবিধি (খ) - এর সংস্থান অনুযায়ী — যাঁরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করবেন, তাঁদেরকে

১) ভারতবর্ষের নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে।

২) ৪ নং বিধি অনুযায়ী কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তি রহিত, বধির এবং অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৩) সাধারণভাবে আবেদনকারীর বয়স ১৬ বছরের কম হতে হবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বয়সসীমা শিথিল করতে পারেন।

৪) আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ অথবা অনুরূপ সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ছাত্র বা ছাত্রী হতে হবে।

৫) এই সুবিধা যাঁরা চাইবেন, তাঁদেরকে এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নিয়মিত কোন সাহায্য তাঁরা পাননা।

খ) আবেদনকারীর মা ও বাবা বা অভিভাবকের মিলিত উপার্জন মাসিক ৫০০ টাকার বেশি হবে না।

৫। বৃত্তির ক্রম — পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী পড়বেন তাঁদেরকে দেয় বৃত্তির মাসিক হার ২৫ টাকা, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়া ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই হার মাসে মাথা পিছু ৩০ টাকা। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিতা-মাতার অথবা অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা, অন্যান্য উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকলে তার পরিমাণ অথবা টাকার বদলে অন্য কিছু (বিনা ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা বা আরাম) পেয়ে থাকলে তাও বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে ঃ

১) অস্থি সংক্রান্ত কোন প্রতিবন্ধীর যদি এমন কোন অস্বাভাবিক দৈহিক ত্রুটি থেকে থাকে যার জন্য ভর্তির স্থান পর্যন্ত যাওয়া ও সেখান থেকে আসতে হলে বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয় তবে সেক্ষেত্রে মাসে ২০টাকা অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের শংসাপত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতেই বিষয়টির যাথার্থ্য খতিয়ে দেখা হবে।

২) দৃষ্টিশক্তি রহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি একজন পাঠককে নিযুক্ত করেছিলেন, এই মর্মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের শংসাপত্রের ভিত্তিতে পাঠক ভাতা হিসেবে অতিরিক্ত ২০ টাকা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

৬। বৃত্তির সময়কাল – যদি অন্য সকল কিছু ঠিক থাকে তবে পাঠক্রমের শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী বৃত্তির সময়কাল নির্দিষ্ট হবে এবং পাঠের নির্দিষ্ট সময় সফলভাবে পূর্ণ হলে তার নবীকরণও হবে।

৭। আবেদনপত্র দাখিল

ক) বৃত্তিপ্রার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে নির্ধারিত নিদর্শে আবেদন করতে হবে। (পরিশিষ্ট 'ক')

খ) প্রত্যেক আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত নথিগুলি পাঠাতে হবে ঃ

১) আয় শংসাপত্র – নির্ধারিত নিদর্শে (পরিশিষ্ট - 'খ') প্রার্থীর পিতামাতা/অভিভাবকের মোট মাসিক আয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে নিয়োগকর্তা অথবা সাংসদ বা বিধায়ক অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের ঘোষিত (গেজেটেড্) আধিকারিকের শংসাপত্র।

২) ছবি – প্রার্থী যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দ্বারা প্রত্যয়িত একটি সাম্প্রতিক ছবি।

৩) বয়স শংসাপত্র – নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যে কোন একটি বয়সের নির্দিষ্ট প্রমাণ বলে গণ্য হবে।

ক) পৌরসভা/পঞ্চায়েত দ্বারা সংরক্ষিত জন্ম-নিবন্ধন থেকে উদ্ধৃতি।

খ) একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পিতামাতা/অভিভাবকের নেওয়া হলফনামা।

গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া শংসাপত্র।

ঘ) সাংসদ, বিধায়ক অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার - এর ঘোষিত আধিকারিকের দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র।

ঙ) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অথবা লাইসেন্স প্রাপ্ত নার্সিং হোম প্রদত্ত শংসাপত্র।

৪) আগের বার্ষিক পরীক্ষা (গুলি) যদি হয়ে থাকে তবে পরীক্ষা (গুলি)র মার্কশীটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) নির্ধারিত নিদর্শে (পরিশিষ্ট - 'গ') শিক্ষা - প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া ভর্তির শংসাপত্র।

৬) নিধারিত নিদর্শে (পরিশিষ্ট -ঘ) ঘোষণা

৭) **চিকিৎসা শংসাপত্র** ৩ নং বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য সরকারী হাসপাতাল, রেজিস্ট্রেশন-প্রাপ্ত চক্ষু-বিশেষজ্ঞ/নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ/অস্থি শল্য বিদ-এর কাছ থেকে নিম্নলিখিত শংসাপত্র আনা জরুরি।

দ্রষ্টব্য - শংসাপত্রের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ বলতে তাঁকেই বোঝানো হবে যিনি ঐ বিশেষ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

ক) দৃষ্টিহীনদের জন্য পরিশিষ্ট 'ঙ'

খ) বধিরদের জন্য - পরিশিষ্ট 'চ'

গ) অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য - পরিশিষ্ট 'ছ'

৮। **বৃত্তি প্রদান** – বৃত্তির জন্য আবেদন পত্রগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা প্রথমে পরীক্ষা করবেন ও বিবেচনা করবেন। সরকার যে বাছাই কমিটি তৈরি করবে, সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

৯। **অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ** – সমস্ত ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-কল্যাণ অধিকর্তা অনুমোদন প্রদান করবেন। সরকারের খরচে বৃত্তির টাকা তোলা ও বন্টন করা হবে।

১০। **অর্থদান সংক্রান্ত সাধারণ শর্তাবলী** – ভর্ত্তির মাস থেকে পুরো এক শিক্ষাবর্ষ ধরে বৃত্তি পাওয়া যাবে।

১১। **অর্থবন্টনের পদ্ধতি** – পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা ষান্মাসিক কিস্তিতে বৃত্তির টাকা অগ্রিম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে পাঠাবেন এবং তিনি বৃত্তিপ্রাপককে প্রত্যেক মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে সেইটাকার নির্ধারিত অংশ বন্টন করবেন।

১২। **অনুপস্থিতির জন্য ছুটি** – চিকিৎসাজনিত কারণে কোন বৃত্তিপ্রাপক যদি তিনমাসের বেশি অনুপস্থিত না থাকেন, তবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁর মন্তব্য সহ বৃত্তিপ্রাপকের ছুটির দরখাস্ত ও সেইসঙ্গে সরকারি হাসপাতালে নিবন্ধীকৃত চক্ষু বিশেষজ্ঞ/কান, নাক ও গলা বিশেষজ্ঞ/অস্থিসংক্রান্ত শল্য চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসার প্রমাণপত্রসহ/ পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ অধিকর্তার কাছে পাঠাবেন। সমাজকল্যাণ অধিকর্তা বিষয়টির গুণাগুণ বিচার করে অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ঐ সময়ের জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করতে পারেন। অন্য যে কোন কারণে এক সপ্তাহের বেশি ছুটি নিলে সেক্ষেত্রে ঐ মাসের দেয় বৃত্তি থেকে অনুপাতিক হারে টাকা কেটে নেওয়া হবে।

১৩। **ত্রৈমাসিক প্রগতি প্রতিবেদন** – প্রতিষ্ঠান প্রধান পরিশিষ্ট - 'জ' তে তার অধীন প্রত্যেক বৃত্তিপ্রাপক সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক প্রগতি প্রতিবেদন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে জমা দেবেন। যদি প্রতিষ্ঠান প্রধান কোন বৃত্তিপ্রাপকের আচার-আচরণ এবং তার সাধারণ অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় বলে মনে করেন, তবে তিনি ছাত্রকে এই মর্মে সতর্ক করতে পারেন যে ছাত্রের তরফ থেকে ভবিষ্যতে যদি উন্নতির চেষ্টা না করা হয় তবে তার বৃত্তি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি ঐ সতর্কবাণী উপেক্ষা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান যদি মনে করেন যে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতির কোন আশা নেই তাহলে তিনি বৃত্তির টাকা বন্ধ করে দেবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য অর্থবন্টনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের মন্তব্য সহ বিষয়টি জানাবেন।

১৪। **পাঠ্যক্রম/প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন** – বৈধ কারণ ছাড়া পাঠ্যক্রম অথবা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা যাবে না।

১৫। ক) বৃত্তি রদ -- যদি কোন স্তরে দেখা যায় যে ছাত্র ভুল তথ্য দাখিল করেছে, অথবা কোন অত্যাবশ্যক তথ্য গোপন করেছে, তাহলে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বৃত্তি রদ করা হবে এবং তার পিতামাতা /অভিভাবককে ইতোমধ্যে প্রদত্ত বৃত্তির টাকা ফেরত দিতে বলা হবে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের বিবেচনামত ছাত্রের বিরুদ্ধে অন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

১৫। খ) ১৩ নং কলামে বর্ণিত বিধির শর্ত অনুযায়ী কোন ছাত্র সংক্রান্ত নালিশ পাওয়া গেলেও উপরোক্ত ব্যবস্থা হতে পারে।

১৬। বৃত্তির মেয়াদ বৃদ্ধি -- নিজে দায়ী নয় এমন কোন কারণে শেষ পরীক্ষায় যদি বৃত্তিপ্রাপক অকৃতকার্য হয় এবং তারজন্য যদি বৃত্তির মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে বৃত্তির মেয়াদ যতদিন পর্যন্ত বাড়ানো উচিত বলে মনে করা হবে ততদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ অধিকর্তা, ৯ নং বিধির শর্তানুযায়ী গঠিত বাছাই কমিটির নির্দেশানুসারে তা বাড়িয়ে দিতে পারেন। বৃত্তিপ্রাপক যে প্রতিষ্ঠানে পড়ছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রতিবেদন ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে এই মেয়াদ বৃদ্ধি ঘটানো হবে।

১৭। এই পরিকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে যে কোন সময়ে বৃত্তি-প্রদান সংক্রান্ত উপরোক্ত যে কোন বিধি সংশোধনের অধিকার সরকারের সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার

নবম শ্রেণীর নিচে পাঠরত শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশ

১। আবেদন-পত্র পূরণ করার আগে এই বৃত্তিদান সংক্রান্ত বিধি-নিয়মগুলি তাদের প্রতি প্রযোজ্য কিনা তা যত্নসহকারে প্রার্থীদের পড়ে দেখা উচিত। এখানে যে সমস্ত শর্ত নির্দিষ্ট করা আছে, সেগুলি শিথিল যোগ্য নয়।

২। আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে এবং ড্যাশ এবং বিন্দু দিয়ে নয়, সকল প্রশ্নের উত্তর কথায় দিতে হবে এবং আরও ভাল হয় যদি তা টাইপ করা হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধান মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখের পরে কোন আবেদন পত্র জমা নেওয়া হবে না।

৩। প্রার্থীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা আবেদনপত্র ভর্তি করার সময় যেন কোন ভুল তথ্য সরবরাহ না করেন অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন না করেন। যদি তাঁরা করেন তবে আবেদন পত্র সরাসরি খারিজ হয়ে যাবে এবং প্রয়োজনমত অন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।

৪। প্রাথীর্কে নিম্নলিখিত প্রমাণপত্রগুলি আবেদন পত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে ঃ

ক) চিকিৎসা শংসাপত্র

খ) আয় শংসাপত্র

গ) বয়সের প্রমাণপত্র

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ

ঙ) ভর্তির ফর্মের নিদর্শ;

চ) ঘোষণাপত্র;

ছ) নিজের সাম্প্রতিক একটি ছবি।

৫। প্রাথীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যদি কোন আবেদনপত্রে ভুল তথ্য থাকে অথবা যদি আবেদনপত্র অসমাপ্ত থাকে এবং উপরোক্ত প্রমাণপত্রগুলির কোন একটিও যথোপযুক্ত কারণ না দর্শিয়ে আবেদনপত্রের সঙ্গে না পাঠানো হয়, তাহলে আবেদন পত্রটি খারিজ হয়ে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে কোন আপীল গ্রাহ্য হবে না।

৬। **ঠিকানা-বদল** – আবেদনপত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠানো চিঠি পত্র প্রয়োজনমত ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা প্রার্থীর করা উচিত। যত শীঘ্র সম্ভব, পরিবর্তিত ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে জানাতে হবে।

৭। আবেদনপত্র সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র গ্রাহ্য হবে না। আবেদনপত্র খারিজ হওয়ার কারণ প্রার্থীকে জানানো হবে না।

৮। যে প্রার্থীরা নির্বাচিত হননি, তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানানো হবে না এবং আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা অন্যান্য বিষয়ে কোন চিঠিপত্র আদান প্রদান করা যাবে না।

অন্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের শংসাপত্রের নিদর্শ

শংসিত করা হচ্ছে যে আমি, ডাক্তার .... নিবন্ধ সংখ্যা ...., ... সালের .... মাসের .... তারিখে প্রার্থীকে পরীক্ষা করেছি যাঁর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১। প্রার্থীর নাম
২। প্রার্থীর পিতার নাম
৩। স্ত্রী/পুরুষ
৪। আনুমানিক বয়স
৫। সনাক্তকরণের চিহ্ন
৬। অবিশিষ্ট দৃষ্টিশক্তির পরিমাণ (যদি থাকে) ডান চোখ /বাম চোখ
৭। অন্ধত্বের সূচনা (অন্ধত্ব জন্মগত না পরবর্তীকালে অর্জিত তা উল্লেখ করুন। পরবর্তীকালে অর্জিত হলে অন্ধত্বের সূচনাকালীন বয়স ও অন্ধত্বের কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে

[এই সহায়তা প্রদানের জন্য তাঁদেরকে অন্ধ বলে বিবেচনা করা হবে যাঁরা নিম্নলিখিত কোন একটি অসুবিধা ভোগ করছেন ঃ

ক) সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীনতা।

খ) সংশোধনকারী লেন্সের সহায়তায় অপেক্ষাকৃত ভাল চোখে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্নতা যদি ৬/৬০ বা ২০/২০০ (তীক্ষ্নশক্তিসম্পন্ন) থেকে বেশি না হয়।

গ) দৃষ্টিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা যদি ২০০ বা তার থেকে খারাপ হয়।]

৮। স্পষ্ট করে উল্লেখ করুন এই সহায়তা প্রদানের জন্য প্রার্থীকে অন্ধ বলে গণ্য করা যায় কিনা।

প্রার্থীর স্বাক্ষর ঃ

চক্ষুরোগ চিকিৎসক বা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধীন
কোন চিকিৎসা আধিকারিকের স্বাক্ষর

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

পদ ....

অফিস সিলমোহর ....

ঠিকানা ....

বধির ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের শংসাপত্রের নিদর্শ

শংসিত করা হচ্ছে যে আমি, ডাক্তার ...., নিবন্ধ সংখ্যা ...., ... সালের .... মাসের .... তারিখে প্রার্থীকে পরীক্ষা করেছি যাঁর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১। প্রার্থীর নাম
২। প্রার্থীর পিতার নাম
৩। স্ত্রী/পুরুষ
৪। আনুমানিক বয়স
৫। সনাক্তকরণের চিহ্ন

৬। অবশিষ্ট শ্রবণশক্তির পরিমাণ (যদি থাকে), এবং সেই পরিমাণ-নির্ধারণের ভিত্তি

১) ডান কান

২) বাম কান

৭। বধিরত্বের সূচনা (বধিরত্ব জন্মগত না পরবর্তীকালে অর্জিত তা উল্লেখ করুন। পরবর্তীকালে অর্জিত হলে বধিরত্বের সূচনাকালীন বয়স এবং বধিরত্বের কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(এই সহায়তা প্রদানের জন্য তাঁদের বধির বলে বিবেচনা করা হবে জীবনের সাধারণ কাজকর্ম নির্বাহের ক্ষেত্রে যাঁদের শ্রবণ শক্তি বা অনুভূতি কাজ করছে না। সাধারণত ৫০০, ১০০০ বা ২০০০ কম্পাঙ্কে ৭০ ডেসিবেল বা তার বেশি আওয়াজ শুনতে না পেলে অবশিষ্ট শ্রবণশক্তি কাজ করছে না বলে ধরা হয়।

৮। স্পষ্ট করে উল্লেখ করুন এই সহায়তা প্রদানের জন্য প্রার্থীকে বধির বলে গণ্য করা যায় কিনা।

প্রার্থীর স্বাক্ষর ঃ

নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ বা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধীন কোন চিকিৎসা আধিকারিকের স্বাক্ষর।

স্থান ঃ ....

পদ ....

তারিখ ঃ ....

অফিস সিলমোহর ....

ঠিকানা ....

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের শংসাপত্রের নিদর্শ

(আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বলে তাঁদের বিবেচনা করা হবে যাঁদের শারীরিক ত্রুটি বা বৈকল্য অস্থি, পেশী এবং সন্ধির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।)

শংসিত করা হচ্ছে যে আমি, ডাক্তার .... নিবন্ধ সংখ্যা ...., ... সালের .... মাসের .... তারিখে আবেদনকারীকে পরীক্ষা করেছি যাঁর বিবরণ নিম্নরূপ এবং দেখেছি যে তিনি উপরোক্ত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ছেন।

১। প্রার্থীর নাম

২। সনাক্তকরণের চিহ্ন

৩। স্ত্রী/পুরুষ

৪। পিতার নাম

৫। আনুমানিক বয়স

৬। ক) অসামর্থ্যের প্রকৃতি ঃ (নিচের তালিকায় প্রাসঙ্গিক স্থানে✔ চিহ্ন দিন)

পোলিও - পরবর্তী পক্ষাঘাত, একপার্শ্বীয় পক্ষাঘাত, দ্বিপার্শ্বীয় পক্ষাঘাত, ম্যালইউনাইটেড ফ্যাকচার এক্সট্রিমিটি, নিম্নাঙ্গের স্নায়ুতে পক্ষাঘাত - উপরিপ্রান্ত, ডেক্সট্রিমিটি, যন্ত্রণাপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হ্রস্বতাজনিত বিকৃতি — হাঁটুর উপবের অংশ, হাঁটুর নিচের অংশ, নিতম্ব, হেমিপেলভেকটমি, সাইমস, কিয়োপার্টস — কব্জি, আঙুল, কনুইয়ের নীচে, কনুইয়ের উপরে, কাঁধ — অগ্রভাগ, একপার্শ্বীয়, দ্বিপার্শ্বীয়।

খ) অসামর্থ্যের পরিমাণ ঃ

শতকরা পরিমাণ (ম্যাকব্রাইড স্কেল)

গঠনতান্ত্রিক, ক্রিয়ামূলক — রোগীর মূল্যায়ণ, পরীক্ষকের মূল্যায়ণ এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শতকরা হার উল্লেখ করুন (২৫ এর নীচে, ২৫-৭৫, ৭৫-৯০, সম্পূর্ণ অসামর্থ্য)

গ) যন্ত্রপাতির ব্যবহার (নিচের তালিকায় প্রাসঙ্গিক স্থানে ✓ চিহ্ন দিন)

ক্যালিপার ক্রাচ — হাঁটুর উপরের অংশের জন্য, হাঁটুর নীচের অংশের জন্য, প্রস্থেসিস, কেন - এক পার্শ্বীয়, দ্বিপার্শ্বীয়, কনুইয়ের উপরের অংশের জন্য, কনুইয়ের নীচের অংশের জন্য, হেমিপেলভেকটমি, কাঁধের গ্রন্থিলতার স্থানচ্যুতি

ঘ) অস্ত্রোপচার করা হয়েছে কিনা বা অস্ত্রোপচারের নির্দেশ আছে কিনা।

ঙ) ছবি (আবেদনপত্রে সংযুক্ত) যার মাধ্যমে সম্ভব হলে অসামর্থ্যের প্রকৃতি এবং কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা দেখান।

৭। অসামর্থ্যের প্রকৃতি এবং পরিমাণ স্পষ্ট করার জন্য অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যা শল্যচিকিৎসক উল্লেখ করতে চান।

৮। ত্রুটি বা অঙ্গবৈকল্য অস্থি, পেশী এবং সন্ধির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ব্যাহত করে কিনা।

প্রার্থীর স্বাক্ষর ঃ

অস্থিসংক্রান্ত শল্য চিকিৎসক বা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধীনে কর্মরত কোন চিকিৎসা আধিকারিকের স্বাক্ষর।

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

পদ ....

অফিস সিলমোহর ....

ঠিকানা ....

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)

মহাকরণ, কলি - ১

নং ১৩৭৯৫ - এস. ডব্ল্যু, জি. আই. পি - ১২/৮০

থেকে ঃ শ্রী এন. এল. বসাক
যুগ্ম-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সমীপেষু

তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর, ১৯৮১
স্থান ঃ কলকাতা

বিষয় ঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাত্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আইন।

মহাশয়,

নির্দেশানুসারে উপরোক্ত বিষয়ে ২৩/১১/৭৬ তারিখের সরকারী আদেশনামা নং ৫২৭৬ - এস. ডব্ল্যু উল্লেখ করা হচ্ছে এবং রাজ্যপালের আদেশক্রমে জানানো হচ্ছে যে উপরোক্ত আইনে রাজ্যপাল নিম্নলিখিত সংশোধনী অনুমোদন করেছেন।

উল্লিখিত আইনে চার নং আইনের 'খ' ধারার পরিবর্ত নিম্নরূপ ঃ

"পিতামাতা উভয়ের/অভিভাবকদের মোট মাসিক উপার্জন ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ) টাকার অধিক যেন না হয়।"

২। অর্থবিভাগের সম্মতিক্রমে (৭/৯/৮১ তারিখের ইউ/ও গ্রুপ ই/১০৮৩ দ্রষ্টব্য) এই আদেশনামা প্রকাশ করা হচ্ছে।

ভবদীয়
স্বাক্ষর/-
এন. এল. বসাক
যুগ্ম-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)

মহাকরণ, কলি - ১

নং ১৮৭০ - এস. ডব্ল্যু, এম. এল - ২৪/৮৮ তারিখ ঃ ৩ আগস্ট, ১৯৯০

প্রেরক

জে ঘোষ দাসগুপ্ত
যুগ্ম-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ
অডিট II, পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০১

সমীপেষু

বিষয় ঃ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশোধিত ছাত্র বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আইন।

মহাশয়,

নির্দেশানুসারে উপরোক্ত বিষয়ে ৮/২/৮৫ তারিখের সরকারী আদেশনামা নং ২৫৩৫ এস. ডব্ল্যু উল্লেখ করা হচ্ছে এবং রাজ্যপালের আদেশক্রমে জানানো হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাত্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আইনে রাজ্যপাল নিম্নলিখিত সংশোধনী অনুমোদন করেছেন।

উল্লিখিত আইনে ১১১.১ নং আইনের 'ক', 'খ' এবং 'গ' ধারার পরিবর্ত নিম্নরূপ ঃ

ক) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাথাপিছু মাসিক ৬০ (ষাট) টাকা।

খ) প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবকদের আর্থিক পরিস্থিতি এবং বস্তুগত সহায়তা (যেমন বিনা খরচে থাকা ও খাওয়া) সহ অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা, যদি কিছু থাকে, যথাযথভাবে বিবেচনা করে বৃত্তির হার নির্ধারণ করতে হবে।

১। যদি কোন অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর অস্বাভাবিক শারীরিক ত্রুটি থাকে এবং সেহেতু তালিকাভুক্তিকরণের স্থানে যাতায়াতের জন্য বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রমাণপত্র এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি ঘটনার দোষগুণ সতর্কভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে মাসিক ২০ (কুড়ি) টাকার একটি অতিরিক্ত ভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

২। প্রতিষ্ঠান প্রধানের দেওয়া শংসাপত্রের ভিত্তিতে একজন অন্ধ প্রার্থীর ক্ষেত্রে মাসিক ২০ (কুড়ি) টাকার একটি অতিরিক্ত ভাতা পাঠক ভাতা হিসাবে মঞ্জুর করা যেতে পারে এই শর্তে যে প্রার্থী আলোচ্য সময়কালে একজন পাঠক নিয়োগ করবেন।

অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে (ইউ/ও নং গ্রুপ-ই/৪০৪, তারিখ ১৯/১২/৮৯ এবং নং গ্রুপ-ই /৭৮২ তারিখ ২/৬/৯০ দ্রষ্টব্য)

ভবদীয়
স্বাক্ষর/-
যুগ্ম-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার

৪৫, গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ

কলিকাতা - ১৩

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর সরকারী বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র

(আবেদনপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করে প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক এটি পরীক্ষা করে তাঁর দেয় তথ্যাদি সমেত, কলকাতার ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার দপ্তরে এবং জেলার ক্ষেত্রে বি.ডি.ও. বা পৌর প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের অফিসে জমা দেবেন। বছরের প্রথম দিকে আবেদন করা বাঞ্ছনীয়। অসম্পূর্ণ অথবা বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।)

প্রথম অংশ

১। আবেদনকারীর ঃ (ক) পুরো নাম ঃ শ্রীমান/কুমারী

(খ) ঠিকানা ঃ

(গ) জন্ম তারিখ ঃ

(ঘ) আবেদনপত্র পূরণের দিনে বয়স ঃ

২। আবেদনকারীর দৈহিক প্রতিবন্ধকতার বিবরণ ঃ
(পরিষ্কার করে লিখতে হবে আবেদনকারী মূক-বধির/দৃষ্টিহীন অথবা অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী কিনা)

৩। আবেদনকারীর ঃ

(ক) পিতার নাম ঃ পেশা ঃ
ঠিকানা ঃ

(খ) অভিভাবকের নাম ঃ আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক ঃ
(পিতা মৃত হলে)
পেশা ঃ ঠিকানা ঃ

৪। আবেদনকারী ঃ

(ক) পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা।

(খ) ভারতীয় নাগরিক কিনা

(গ) তফসিলী/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা ঃ

৫। আবেদনকারীর পিতা-মাতা অভিভাবকের সকল সূত্র থেকে মোট মাসিক আয় ঃ

৬। আবেদনকারী অন্য কোন সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে ঃ

(ক) আর্থিক সাহায্যের সূত্র (সরকারী/ বেসরকারী) ঃ

(খ) কি উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ঃ

(গ) মাসিক সাহায্যের পরিমাণ ঃ

আবেদনকারীর অঙ্গীকার

৭। আমি অঙ্গীকার করছি যে উপরে লিখিত সমস্ত তথ্যই সত্য।

৮। (অ) অথবা (আ) -র মধ্যে যে কোন একটি পূরণ করতে হবে।

(অ) আমি বর্তমানে ______________________ থেকে মাসিক ______________________ টাকা বৃত্তি

______________________ (সরকারী সংস্থার নাম) ______________________ (টাকার পরিমাণ) ______________________

পাচ্ছি। আমি অঙ্গীকার করছি বর্তমান আবেদনপত্রের ভিত্তিতে আমাকে বৃত্তি দেওয়া হলে আমি ঐ বৃত্তি আর গ্রহণ করব না।

(আ) বর্তমানে রাজ্য/ কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সংস্থা থেকে কোনরূপ বৃত্তি পাচ্ছি না। আমি অঙ্গীকার করছি বর্তমান আবেদন পত্রের ভিত্তিতে আমাকে বৃত্তি দেওয়া হলে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে রাজ্য/ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অন্য কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করব না।

পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর/টিপসই

পুরো নাম — আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ — আবেদনের তারিখ

(প্রতি আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে –

১। সংলগ্ন ফর্মে পিতা/অভিভাবকের আয়ের প্রমাণপত্র।

২। সংলগ্ন ফর্মে কোন সরকারী হাসপাতাল থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার প্রমাণপত্র।

৩। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা প্রত্যয়িত বর্তমান ফটো (এই ফটোতে অঙ্গের প্রতিবন্ধকতা যেন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়)।

৪। বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের প্রত্যয়িত নকল।)

দ্বিতীয় অংশ

(বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পুরণ করবেন)

১। বিদ্যালয়ের পুরোনাম ঃ — পুরো ঠিকানা।
(ডাকঘর সহ)

অনুমোদিত কিনা ঃ

২। আবেদনকারীর নাম ঃ — জন্ম তারিখ ঃ

বর্তমান বয়স ঃ

৩। আবেদনকারী ঃ

(ক) বর্তমানে কোন্ শ্রেণীতে পাঠরত — (সাল) — (শ্রেণী)

(খ) কোন্ সাল এবং কোন্ শ্রেণী থেকে পাঠরত

(গ) বর্তমান পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৪। আবেদনকারী পূর্বে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করে থাকলে –

(ক) আবেদনের তারিখ ঃ

(খ) বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকলে কোন্ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে এবং কোন মাস থেকে ও কত মাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল

(শ্রেণী) (মাস ও বছরের নাম) (মোট মাসের সংখ্যা)

৫। আবেদনকারী বিদ্যালয় ছাত্রাবাসে বিনাব্যয়ে আহার ও/অথবা বাসস্থানের সুবিধা পাচ্ছে কিনা এবং এ বাবদ বিদ্যালয়ের মাসিক খরচ ঃ

৬। আবেদনকারী বিদ্যালয় বা অন্য কোন সূত্র থেকে সাহায্য পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

৭। (অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে) আবেদনকারী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য কোন বিশেষ যানবাহন ব্যবহার করলে –

(ক) কি ধরনের যানবাহন ব্যবহার করে

(খ) আবেদনকারীর বাড়ী থেকে বিদ্যালয়ে আনুমানিক দূরত্ব।

(গ) ঐ বিশেষ যানবাহন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজনীয় কিনা

(ঘ) ঐ বিশেষ পরিবহনের জন্য মাসে কত খরচ হয়।

৮। (দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) আবেদনকারী পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কোন পাঠকের সাহায্য নিলে;

(ক) কোন্ তারিখ থেকে পাঠকের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে;

(খ) পাঠককে কত টাকা মাসিক বেতন দিতে হয়;

(গ) পাঠকের পুরো নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

(ঘ) পাঠকের সাহায্য অপরিহার্য কিনা ঃ

৯। (অ) আমি ঘোষণা করছি যে,

(ক) উপরে সমস্ত বর্ণিত তথ্যই সত্য।

(খ) আমার বিদ্যালয় 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ/ জেলা স্কুল বোর্ড – প্রাইমারী' কর্তৃক অনুমোদিত।

(গ) বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম/প্রশিক্ষণ 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ জেলা স্কুল বোর্ড প্রাইমারী/মধ্যশিক্ষা পর্যদ' কর্তৃক স্বীকৃত

(ঘ) প্রথম অংশে আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জানা এবং বিশ্বাস মতে সত্য।

(আ) আমি অঙ্গীকার করছি আমার বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অথবা সরকারের অন্য কোন নিয়মিত আর্থিক সাহায্য আবেদনকারীকে মঞ্জুর করা হলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে তা ফেরৎ দেব।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

পুরো নাম

তারিখ ঃ

বিদ্যালয়ের সীলমোহর

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত দৈহিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সরকারী বৃত্তি প্রকল্প পারিবারিক আয়ের প্রমাণপত্র

(আবেদনকারীর পিতা/অভিভাবকের দ্বারা পূরণীয়)

১। আমার নাম শ্রী .... । আমার পরিবারের মোট সদস্য ....

(পিতা/অভিভাবকের পুরো নাম) সংখ্যা

জন। আবেদনকারী শ্রীমান / কুমারী .... আমার .... এবং

(আবেদনকারীর নাম) সম্পর্ক

সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভরশীল। আমার সমস্ত সূত্র থেকে মিলিত মাসিক আয় ....

টাকা (....) টাকা (টাকার পরিমাণ অক্ষরে)

(টাকার পরিমাণ সংখ্যায়)

২। আমি অঙ্গীকার করছি যে এই দরখাস্ত পেশ করবার পর এবং বৃত্তি পাওয়াকালীন অবস্থায় আমার আয়ের কোনরূপ পরিবর্তন হলে তা আমি সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার গোচরে আনতে বাধ্য থাকব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

পিতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর / টিপসই

পুরো নাম ঃ

কর্মস্থলের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

পেশা ঃ

তারিখ ঃ

প্রতিস্বাক্ষর ঃ (Conter Signature)

(সংসদ/বিধান সভার সদস্য, রাজ্য সরকারে কর্মরত পূর্বকালীন গেজেটেড অফিসার, কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার অথবা আবেদনকারীর পিতা বা অভিভাবকের নিয়োগকর্তা এই প্রতিস্বাক্ষর ও ঘোষণা করবেন। প্রতিস্বাক্ষরকারী যদি আবেদনকারীর পিতা বা অভিভাবকের নিয়োগকর্তা হন তবে তা সুস্পষ্টভাবে পদনামের পাশে উল্লেখ করতে হবে।)

আমি ঘোষণা করছি যে বৃত্তির জন্য আবেদনকারীর পিতা/অভিভাবক/শ্রী/শ্রীমতী .... এর

সমস্ত সূত্র থেকে মিলিত মাসিক আয় উপরে ঘোষিত (.. টাকা) ....

(টাকার পরিমাণ সংখ্যায়) (টাকার পরিমাণ অক্ষরে)

তারিখ

স্বাক্ষর ______________________

পুরো নাম ______________________

পদ নাম ______________________

অফিসের সীলমোহর ______________________

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অর্থ বিভাগ (নিরীক্ষা শাখা)

আদেশনামা নং ৫২৯৯ - এফ

তারিখ ঃ ১/৬/৯০

স্মারকলিপি

II. অন্ধ এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী কর্মচারীদের পরিবহণ ভাতা ঃ

পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক বিধি -II- এর ২৯ ক নং আইন আংশিক পরিবর্তনসাপেক্ষে অন্ধ এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী রাজ্য সরকার কর্মচারীদের পরিবহণ ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ হবে এই শর্তে যে তা কখন মাসিক ১০০ টাকার বেশি হবে না।

অক্ষম ভাতা ও হার সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)

নং ৩০০৯ - এস. ডব্ল্যু/৩ পি - ১/৭৯

তারিখ ঃ এপ্রিল ১০, ১৯৮০
স্থান ঃ কলকাতা

প্রেরক ঃ শ্রী ডি. কে. ঘোষাল
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সমীপেষু
বিষয় ঃ অক্ষম ভাতা কর্মসূচি অনুযায়ী ভাতার হার

মহাশয়,

রাজ্যপালের আদেশক্রমে জানানো হচ্ছে যে উপরোক্ত বিষয়ে ২৭/৪/৭৯ তারিখের সরকারী আদেশনামার (নং ৪২৬৩ - এস. ডব্ল্যু) অনুবৃত্তিক্রমে রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে ১ জানুয়ারী, ১৯৮০ থেকে মাসিক মাথাপিছু ৩০ (তিরিশ) টাকা হারে অক্ষম ভাতা অনুমোদন করা হচ্ছে।

২। এই ব্যয় রাজ্য বাজেটের "২৮৮ সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ (বাদ জন সংভরণ, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং তফসিলী সম্প্রদায়, তফসিলী আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ) -ডি-সামাজিক কল্যাণ-(III) প্রতিবন্ধী শিক্ষা ও কল্যাণ—রাজ্য যোজনা (বার্ষিক যোজনা) / পঞ্চম যোজনায় সকল জেলার শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (প্রতিশ্রুত) সহায়তা অনুদান/দান" খাতে বিকলনীয়।

৩। সরকারের অর্থবিভাগের সম্মতিক্রমে (দ্রষ্টব্য ইউ.ও নং ৩২ - এফ. এ, তারিখ ১৪/২/৮০) এই আদেশনামা প্রকাশ করা হচ্ছে।

ভবদীয়
স্বাক্ষর/-
ডি. কে. ঘোষাল
সহ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ অক্ষম ভাতা আইন, ১৯৭৪

১। নাম ঃ এই আইনকে পশ্চিমবঙ্গ, অক্ষম ভাতা আইন, ১৯৭৪ বলা যেতে পারে।

২। সংজ্ঞা ঃ এই আইনে প্রসঙ্গবশত অন্য অর্থ আবশ্যক না হলে ।

ক) এই আইনে 'সরকার' শব্দের' অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)

খ) 'আবেদন' শব্দের অর্থ অক্ষম ভাতার জন্য আবেদন

গ) 'নিদর্শ' শব্দের অর্থ এবিষয়ে সরকার নির্দিষ্ট নিদর্শ

ঘ) 'আত্মীয়' শব্দের অর্থ

১) বাবা

২। মা

৩। ভাই

৪। স্বামী/স্ত্রী

৫। পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং

৬। অবিবাহিতা কন্যা

ঙ) জেলা আধিকারিক শব্দের অর্থ জেলাশাসক বা জেলার উপ-নগরপাল

চ) 'শারীরিকভাবে অক্ষম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' শব্দের অর্থ একজন ব্যক্তি যিনি কালা এবং বোবা অথবা অন্ধ অথবা অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী অথবা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং স্থায়ীভাবে উপার্জনের ক্ষেত্রে অক্ষম এবং এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত চিকিৎসা পর্যদ কর্তৃক এইরূপ ঘোষিত।

ছ) 'চিকিৎসা পর্যদ' শব্দের অর্থ রাজ্য বা জেলা সদরে রাজ্য সরকার দ্বারা, অক্ষম ভাতার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিদের রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ বিনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী ডাক্তারী ও মানসিক পরীক্ষার জন্য, নিয়োজিত চিকিৎসা আধিকারিকদের একটি সমিতি।

জ) 'অপুনর্বাসনযোগ্য ব্যক্তি' শব্দের অর্থ যিনি এই মর্মে চিকিৎসা পর্যদ দ্বারা ঘোষিত হয়েছেন।

অক্ষম ভাতা গ্রহণ করার শর্ত ঃ এই নিয়মে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি অক্ষম ভাতা পাওয়ার যোগ্য

১। ২ (চ) আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি একজন 'শারীরিকভাবে অক্ষম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'

২। ২ (ছ) আইন অনুযায়ী নিয়োজিত 'চিকিৎসা পর্যদ' দ্বারা 'অপুনর্বাসনযোগ্য' বলে ঘোষিত

৩। তাঁর মাসিক উপার্জন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার বেশি নয়

৪। আবেদনের তারিখ ধরে অন্তত দশ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। অবশ্য যাদের বয়স দশ বছরের কম তাঁদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ এবং আবেদনের তারিখ ধরে অন্তবর্তীকালীন সময় অবস্থানকালের সময়সীমা।

৩ ও ৪ নং উপবিধিতে মাসিক উপার্জন এবং সময়সীমা সম্পর্কিত শর্ত অযৌক্তিকভাবে ক্লেশকর হলে সরকার ক্ষেত্রবিশেষে তা শিথিল করতে পারেন।

টীকা ঃ ১। পেশাদার ভিক্ষুক, আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি অথবা নৈতিক অসচ্চরিত্রতার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বা আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত আতুরাশ্রমে ভর্তি ব্যক্তি এই আইন অনুযায়ী ভাতা লাভের যোগ্য নন।

২। যদি কোন ব্যক্তি কেন্দ্র/রাজ্য/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন কর্মসূচিতে ভাতা/অনুদান পেয়ে থাকেন তবে এই আইনানুযায়ী তিনি ভাতা লাভের উপযুক্ত নন।

৪। আবেদনপত্র পেশ ঃ

এই নিয়মে ১ নং নিদর্শে ভাতার জন্য আবেদন করতে হবে এবং আবেদনকারীর উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে বাড়ি হলে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং মহকুমার অন্তর্গত শহরাঞ্চলে বাড়ি হলে মহকুমা আধিকারিকের কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। যদি আবেদনকারীর কলকাতা পৌর-এলাকায় বাড়ি হয় তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভবঘুরে নিয়ামকের কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে অসমর্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রকৃত অবধায়ক তাঁদের হয়ে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং জমা দেবেন।

৫। আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী পদ্ধতি ঃ

আবেদনপত্র গ্রহণের পর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক, ক্ষেত্রবিশেষে যার কাছে আবেদনপত্র জমা পড়বে, আবেদনপত্রটি রেজিস্টারে ২ নং নিদর্শে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা চালু রাখবেন।

এই বিষয়ে প্রতিটি আবেদনপত্র উপরোক্ত আধিকারিকেরা বা তাঁদের দ্বারা প্রাধিকৃত ব্যক্তিরা পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে দেখবেন। কলকাতার বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তদন্তকারী আধিকারিকের প্রতিবেদন সহ আবেদনপত্র, ৬ নং আইনে বিনির্দিষ্ট চিকিৎসা পর্ষদের শংসাপত্র এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা মহকুমা আধিকারিকের সুপারিশ ক্ষেত্রবিশেষে যা প্রয়োজন, সরকারী আদেশনামার জন্য জেলা আধিকারিকের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

৬। এই নিয়মে ভাতা প্রদানের উপযুক্ততা সম্বন্ধে চিকিৎসা প্রমাণপত্র গ্রহণার্থে চ(ছ) আইনানুযায়ী নিয়োজিত চিকিৎসা পর্ষদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দেওয়া হবে। চ(চ) আইনের ব্যাখ্যামত শারীরিকভাবে অক্ষম এবং প্রতিবন্ধী এবং অপুনর্বাসনযোগ্য এই মর্মে পরীক্ষায় চিকিৎসা পর্ষদ সন্তুষ্ট হলে উক্ত পর্ষদ নিখরচায় চিকিৎসা প্রমাণপত্র দেবেন।

৭। ভাতা মঞ্জুর ঃ

১) গৃহীত প্রতিটি আবেদনপত্র জেলা আধিকারিক রেজিস্টারে ৩ নং নিদর্শে লিপিবদ্ধ করবেন। চিকিৎসা পর্ষদের শংসাপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন সহ প্রতিটি আবেদনপত্র জেলা আধিকারিক বিবেচনা করে দেখবেন এবং আবেদনকারী এই আইনানুযায়ী ভাতা প্রদানের যোগ্য এবিষয়ে সন্তুষ্ট হলে ভাতা মঞ্জুর করবেন। ৪ (চার) নং আইনানুযায়ী গৃহীত আবেদনপত্র ভবঘুরে নিয়ামক দফতরের রেজিস্টারে ৩ নং নিদর্শে লিপিবদ্ধ করবেন। চিকিৎসা পর্ষদের শংসাপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন সহ প্রতিটি আবেদন পত্র ভবঘুরে নিয়ামক বিবেচনা করে দেখবেন এবং আবেদনকারী এই আইনানুযায়ী ভাতা প্রদানের যোগ্য এবিষয়ে সন্তুষ্ট হলে ভাতা মঞ্জুর করবেন। জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক, ক্ষেত্রবিশেষে যিনি থাকবেন, ৬ নং নিদর্শে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/মহকুমা আধিকারিক/ভবঘুরে নিয়ামক কর্তৃক গৃহীত এবং মীমাংসিত আবেদনপত্র বিষয়ে একটি মাসিক বিবৃতি সরকারের কাছে পেশ করবেন; (২) প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে মাসিক মাথাপিছু ২০ (কুড়ি) টাকা।

৮। আবেদনপত্র নামঞ্জুর ও পুনরনুসন্ধানের জন্য প্রত্যর্পণ ঃ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যদি দেখা যায় যে আবেদনকারী এই আইনানুযায়ী ভাতা প্রদানের পক্ষে অনুপযুক্ত সেক্ষেত্রে জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক, ক্ষেত্রবিশেষে যিনি থাকবেন, আবেদনপত্র নামঞ্জুর বা প্রয়োজন হলে পুনরনুসন্ধানের জন্য প্রত্যর্পণ করতে পারেন।

৯। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অভিভাবক মনোনয়ন ঃ একজন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা চলাফেরা করতে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে অক্ষম ভাতা মঞ্জুর করা হলে, জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক ভাতা প্রাপকের অভিভাবকরূপে একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন এবং সেই ব্যক্তি যাতে ভাতা-প্রাপককে প্রতিপালন করেন তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনমত অঙ্গীকার করিয়ে নেবেন।

১০। ৪ নং আইনে উল্লেখ নেই এমন ক্ষেত্রে সরকার স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে কোন আবেদনপত্র যথোচিত ও সঠিক বলে মনে হলে ভবঘুরে নিয়ামক বা জেলা আধিকারিকের কাছে না পাঠিয়ে নিজে গ্রহণ ও বিবেচনা করে দেখতে পারেন এবং সন্তুষ্ট হলে যে আবেদনকারী ভাতা প্রদানের পক্ষে উপযুক্ত, ৭ নং আইনে উল্লিখিত হারে ভাতা মঞ্জুর করতে পারেন।

১১। ভাতা মঞ্জুর বিষয়ে সংবাদ প্রেরণ ঃ ৭ নং আইনে জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক অনুমোদিত এবং ১০ নং আইনে সরকার অনুমোদিত প্রতিটি আদেশনামা আবেদনকারীকে অবিলম্বে প্রেরণ করতে হবে ভাতা মঞ্জুর বিষয়ক প্রতিটি আদেশনামার প্রতিলিপি মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গের কাছেও প্রেরণ করতে হবে।

১২। জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামকের আদেশনামার বিরুদ্ধে আবেদন ঃ আবেদনপত্র বাতিল করে জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক কোন আদেশনামা জারি করলে তাতে যদি আবেদনকারীর কোন ক্ষোভ থাকে তবে ঐ ব্যক্তি আদেশনামা হাতে পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে এর বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে পারে। সরকার তা বিবেচনা করে দেখবেন এবং উচিতমত আদেশনামা দেবেন।

এই আইনে আবেদনের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি (মুদ্রাঙ্ক শুল্ক) লাগবে না।

১৩। পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের ক্ষমতা ঃ (১) জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক, যেখানে যিনি থাকবেন, নিজে অথবা তাঁর কাছে কোন আবেদন পেশ করা হলে, আবেদনপত্র অনুমোদন বা বাতিল করে প্রদত্ত পূর্বের কোন আদেশনামা যে কোন সময় পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন যদি অনুসন্ধান করে তিনি সন্তুষ্ট হন যে পূর্বের আদেশনামা ভ্রান্ত ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে বা ভাতা প্রদানের মত অবস্থা আর নেই বা পেনসনপ্রাপক কোন ফৌজদারি আইনে নৈতিক অসচ্চরিত্রতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। (২) সরকার তার নিজস্ব আদেশনামা এবং জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক কর্তৃক অনুমোদিত আদেশনামা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

তবে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হচ্ছে এইরূপ কোন আদেশনামা এই আইনানুযায়ী অনুমোদন করার আগে আবেদনকারী ব্যক্তিকে তাঁর বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সঙ্গত সুযোগ দিতে হবে।

তবে ২ নং অধিনিয়ম অনুযায়ী জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামকের কোন আদেশনামা সংশোধনের পূর্বে সরকার জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামকের (যেখানে যিনি প্রযোজ্য) সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তাঁর মতামত বিবেচনা করবেন।

১৪। অনুমোদিত আবেদনপত্রের লিপিবদ্ধকরণ ঃ এই আইনে জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক বা সরকার অনুমোদিত সকল আবেদনপত্র জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামকের দফতরে (যেখানে যে রকম প্রযোজ্য) ৪ নং নিদর্শে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অনুমোদনের ক্রমানুযায়ী ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রত্যেক ভাতা প্রাপকের জন্য একটি বিশেষ সংখ্যা বরাদ্দ করতে হবে।

১৫। ভাতা অনুমোদনপূর্বক প্রদত্ত আদেশনামায় যেরকম বলা আছে সেইমত এই আইনানুযায়ী অনুমোদিত ভাতা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের আদেশনামায় উল্লিখিত তারিখের পরবর্তী মাসের প্রথম দিন থেকে ডাকবিভাগের মনি-অর্ডারের মাধ্যমে দেওয়া হবে, প্রেরণ খরচ সরকারের। কলকাতা পৌর এলাকায় ভবঘুরে নিয়ামক এবং জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিক ভাতা প্রেরণের দায়িত্বে থাকবেন। অর্থপ্রদান বিষয়ক তথ্য রেজিস্টারে ৫ নং নিদর্শে লিপিবদ্ধ করা হবে।

১৬। বাসস্থান পরিবর্তন ঃ বাসস্থান বা ঠিকানায় কোন পরিবর্তন হলে ভাতা-প্রাপক তা ভাতা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা চলাফেরা করতে অক্ষম শারীরিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভাতা-প্রাপকের অভিভাবকরূপে জেলা আধিকারিক

বা ভবঘুরে নিয়ামক দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিকে তা জানাতে হবে।

১৭। মৃত্যু সংবাদ ঃ ভাতা-প্রাপকের মৃত্যুসংবাদ পেলে জেলা আধিকারিক বা ভবঘুরে নিয়ামক (যেক্ষেত্রে যিনি প্রযোজ্য) নিজস্ব নথিতে প্রয়োজনীয় তথ্যভুক্তির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট কোষাগার বা উপ-কোষাগারকে তা অবহিত কবেন। ভাতা প্রাপকের মৃত্যু হলে, সরকারের যদি অন্যরকম নির্দেশ না থাকে, মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্য বকেয়া ভাতা তামাদি বলে গণ্য হবে।

১৮। পর্বান্তিক পরীক্ষা ঃ ১) ভাতা-প্রাপক জীবিত এবং তাঁর ভাতা গ্রহণের যোগ্যতা বজায় আছে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য ভাতা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যে এলাকায় ভাতা-প্রাপকের বাসস্থান আছে বলে নথিভুক্ত হয়েছে সেখানে, যতবার সম্ভব কিন্তু প্রত্যেক ছ'মাসে কখন একবারের কম নয়, পরিদর্শন করার জন্য এক বা একাধিক আধিকারিককে নিযুক্ত করতে পারেন। (২) যদি ভাতা-প্রাপক অন্য রাজ্যে বদলি হন তবে সরকারের পূর্বানুমোদনসাপেক্ষ এবং সেই সঙ্গে তিনি যে রাজ্যে পুনর্বাসিত হয়েছেন সেখানকার সরকারের সহায়তায় পর্বান্তিক পরীক্ষা করা যেতে পারে।

অক্ষম ভাতা সংক্রান্ত সংশোধিত আদেশনামা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার (সমাজ কল্যাণ বিভাগ)
মহাকরণ, কলি - ১

নং ৩০১৪ - এস. ডব্লু, ৫ পি - ৩/৯৭

তারিখ ঃ জুলাই ১০, ১৯৯৭

প্রজ্ঞাপন

সমাজ কল্যাণ বিভাগ পরিচালিত বার্ধক্য, বিধবা, এবং অক্ষম ভাতার হার বৃদ্ধির বিষয়টি কিছুদিন ধরেই সরকারের বিবেচনাধীন ছিল।

২। বর্তমানে সযত্ন বিবেচনার পর সরকারের ইচ্ছানুসারে ১/৪/৯৭ থেকে পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত মাসিক ভাতার হার ১০০ (একশ) টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ (তিনশ) টাকা করা হচ্ছে।

৩। সংশ্লিষ্ট ব্যয় রাজ্য বাজেটের ২২৩৫ — সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (সমাজ কল্যাণ) ইত্যাদি খাতে বিকলনীয়।

অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এই প্রজ্ঞাপন (দ্রষ্টব্য ইউ/ও নং গ্রুপ এন ৪২৮৪, তারিখ ২/৭/৯৭ এবং গ্রুপ ই ২৯৮, তারিখ ৭/৭/৯৭) প্রকাশিত হল।

উপসচিব

অক্ষম ব্যক্তিদের ভাতার জন্য আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

২। পিতা (বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে) স্বামীর নাম ঃ

৩। আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা ঃ

বাড়ীর নং এবং রাস্তার নাম (শহরাঞ্চল) ঃ

গ্রাম অথবা শহর ঃ

ডাকঘর ঃ

থানা ঃ

জিলা ঃ

৪। দরখাস্ত করার সময় বয়স ঃ

৫। বর্তমান পেশা ও আয় ঃ

৬। পূর্বে অপর কোন পেশা থাকিলে তাহার বিবরণ ঃ

৭। অক্ষমতার বিবরণ ঃ

৮। আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে সাহায্য পেক্ষেথাকেন কিনা, থাকলে তার বিবরণ।

৯। কোন আয় না থাকলে কি প্রকারে ভরণপোষণের খরচ চলছে।

১০। (ক) নিজের বাড়ী আছে কিনা, না থাকলে দেয় বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ।

(খ) কোন ইউনিয়ন রেট/অঞ্চল পঞ্চায়েত ট্যাক্স/মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য থাকলে বিবরণ।

১১। (ক) পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের কাল ঃ

(খ) পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হইলে রিফ্যুজি/মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ ঃ

১২। আবেদনকারীর স্ত্রী/স্বামী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পৌত্র পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির পূর্ণ বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পেশা মাসিক আয়	ঠিকানা	আবেদনকারীর সহিত সম্পর্ক	মন্তব্য

১৩। (ক) ইতিপূর্বে এইরূপ ভাতার জন্য আবেদন করা হয়েছে কিনা; হলে কোথায় দাখিল করা হয়েছে এবং তাহার তারিখ।

(খ) ঐ আবেদন নামঞ্জুর হয়ে থাকলে সরকারী পত্রের নম্বর ও তারিখ।

১৪। অক্ষমভাতা মঞ্জুর হলে কোন্ ঠিকানায় উহা পেতে চান।

আমি অঙ্গীকার করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য।

আবেদনকারীর সহি/টিপসই

তারিখ ____________________

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও পদ

____

____

____

তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট

(ক) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদির সত্যাখ্যান করলাম। তদন্তে আবেদনকারী প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হল ।
.... দফায় বর্ণিত তথ্যগুলি যথার্থ নয় বলে প্রমাণিত হল।

(খ) অক্ষমভাতার নিয়মাবলী অনুসারে আবেদনকারী উহা পাবার যোগ্য। এক্ষেত্রে অক্ষমভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(গ) নিম্নলিখিত কারণে আবেদনকারী অক্ষমভাতা পাবার যোগ্য নন। তার দরখাস্ত নামঞ্জুর হতে পারে।

(১) ____________________

(২) ____________________

(৩) ____________________

মেডিক্যাল বোর্ডের মন্তব্য

চক্রচর নিয়ামক জেলা শাসকের নির্দেশ অক্ষমভাতার
আবেদন মঞ্জুর নামঞ্জুর করা হল

সেক্রেটারী মেডিকেল বোর্ড
চক্রচর নিয়ামক জেলাশাসক

তাং ____________________

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার
৪৫ গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলকাতা-১৩

দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বনিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের আবেদন পত্র।

১। দৈহিক প্রতিবন্ধকতার পূর্ণ বিবরণ ঃ

(স্পষ্ট করে লিখতে হবে আবেদনকারী দৃষ্টিহীন, মূক-বধির অথবা অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী কিনা। সংলগ্ন ফর্মে কোন সরকারী হাসপাতাল থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার প্রমাণপত্র অবশ্যই দিতে হবে। অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখানো প্রত্যয়িত ফটো প্রমাণপত্রের সঙ্গে পিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে।)

২। আবেদনকারীর ঃ (ক) পুরো নাম ঃ শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ

(গ) জন্ম তারিখ ঃ
(প্রমাণ পত্রের সঙ্গে দিতে হবে)

(ঙ) পিতার নাম ঃ

(চ) স্বামীর নাম ঃ
(বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে)

৩। আবেদনকারী ঃ (ক) তফসিলী/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা ঃ

(খ) ভারতীয় নাগরিক কিনা ঃ

(গ) পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা এবং কবে থেকে ঃ

৪। আবেদনকারীর ঃ (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

(খ) বৃত্তিগত যোগ্যতা ঃ

৫। আবেদনকারী ঃ কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

(খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিষয় ঃ

(কোন প্রমাণপত্র থাকলে তার প্রত্যয়িত নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে।)

৬। আবেদনকারী ঃ কোন কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রে তাঁর নাম নথিভুক্ত করে থাকলে -

(ক) কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ

(খ) তারিখসহ রেজিঃ নম্বর ঃ

(গ) পুনঃনবীকরণের তারিখ ঃ

৭। আবেদনকারী কর্মরত হলে -

(ক) পেশা ঃ

(খ) মাসিক আয় ঃ

(গ) প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

৮। আবেদনকারী অন্য কোন সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে -

(ক) আর্থিক সাহায্যের সূত্র ঃ

(খ) কি উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ঃ

(গ) মাসিক সাহায্যের পরিমাণ ঃ

আবেদনকারীর পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যাক্তিদের বিবরণ ও মাসিক আয় -
(সংলগ্ন ফর্মে আয়ের প্রমাণপত্র দিতে হবে)

	নাম	বয়স	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা	মাসিক আয়
(১)					
(২)					
(৩)					
(৪)					
(৫)					
(৬)					
(৭)					
(৮)					
(৯)					
(১০)					

পরিবারের মোট মাসিক আয় টাকা

১০। যে প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হচ্ছে -

(ক) তার বিবরণ ঃ

(খ) মোট কি পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হবে ঃ

(প্রকল্পটি সাদা কাগজে যথাযথভাবে তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিশেষজ্ঞ আধিকারিককে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে এই সঙ্গে দাখিল করতে হবে। অকারিগরী স্বনিযুক্তি প্রকল্প স্থানীয় এম. এল. এ, বি.ডি.ও. পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা রাজ্য

সরকারের কর্মরত পূর্বকালীন গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে অনুমোদন করে নেওয়া যাবে। প্রকল্প যথাযথ দাখিল না করলে কোন আবেদনই গ্রাহ্য হবে না।)

কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য প্রয়োজন -

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)

মহাকরণ, কলি - ১

নং ১৯২ - এস. ডব্ল্যু, ৫ এস - ১২/৮০ তারিখ ঃ জানুয়ারী ১৪, ১৯৮১

স্থান ঃ কলিকাতা

প্রেরক ঃ শ্রী এন, এল, বসাক
যুগ্ম-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ
৪ ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলি - ১ সমীপেষু

বিষয় ঃ প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মসূচী

মহাশয়,

উপরোক্ত বিষয়ে ৬-১৭ জুলাই, ১৯৮০ তারিখের সরকারী আদেশনামা নং ৫৯৪৮ এস. ডব্ল্যু বাতিল করে রাজ্যপালের আদেশক্রমে জানানো হচ্ছে যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য নিঃস্ব শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা দানের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনার পর রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে অবিলম্বে "শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কর্মসূচী" প্রবর্তন অনুমোদন করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত বিবরণ সঙ্গে গ্রথিত হল।

২। এই ব্যয় ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষের রাজ্য বাজেটের "২৮৮ সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ (বাদ জন সংভরণ, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, এবং তফসিলী সম্প্রদায়, তফসিলী আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ) - ডি - সামাজিক কল্যাণ - (III) প্রতিবন্ধী শিক্ষা ও কল্যাণ -- রাজ্য যোজনা (বার্ষিক যোজনা) -- শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের পুনর্বাসন সহায়তা -- অনুদান/দান" খাতে বিকলনীয়।

৩। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে (দ্রষ্টব্য ইউ. ও নং ৭৫৪ - এফ. এ, তারিখ ৯/৬/৮০ এবং ১২৫১ - এফ. এ, তারিখ ৬/১২/৯৮) এই আদেশনামা প্রকাশ করা হচ্ছে।

ভবদীয়
স্বাক্ষর
এন. এল. বসাক
যুগ্ম-সচিব

প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ

জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করা কোন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সরকারের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা) এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করেছে। দুর্বলতর শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের লোকের মধ্যে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীরা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতোমধ্যে তাঁদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাজ্যে যে ধরনের বেকার সমস্যা রয়েছে তাতে বর্তমানে সুস্থ লোকেরই চাকরি পাওয়া খুব কঠিন। এই অবস্থায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অতিশয়োক্তি করা যায় না। প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ

নিম্ন উপার্জন সম্পন্ন পরিবারের অন্তর্গত প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও সম্মানিত জীবনযাপনে সমর্থ করে তোলার জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা দান এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। শারীরিক বাধা সত্ত্বেও তাঁদের লাভজনক কাজে নিযুক্তির জন্য সহায়তা দান এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচিতে প্রত্যেক উপস্বত্বভোগীর জন্য অনুদানের সীমা ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে এই অনুদান মঞ্জুর করা হবে।

ক) ক্ষুদ্র/কুটীর শিল্প স্থাপন

খ) কৃষি বা ক্ষুদ্রশিল্পের জোগান বা যন্ত্রাদি ক্রয়

গ) হাঁস-মুরগীর খামার/ডেয়ারি/মৌমাছি পালন কেন্দ্র/শূকর পালন কেন্দ্র স্থাপন

ঘ) অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সহায়ক হবে এমন কোন কারবার, পেশা বা অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান।

পরিধি

এই সহায়তা প্রদানের জন্য শারীরিক প্রতিবন্ধী বলতে - অন্ধ, কালা এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী - এই সকল শ্রেণীর শারীরিক প্রতিবন্ধীকে গণ্য করা হবে। আইনানুযায়ী কর্মসূচীগুলি কার্যে পরিণত করা হবে এবং আইনের খসড়া নীচে দেওয়া হল।

পূর্ণবয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন সহায়তা নিয়ন্ত্রণ আইন

১। উদ্দেশ্য ঃ স্বাধীন ও সম্মানিত জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলার জন্য নিম্ন উপার্জনসম্পন্ন পরিবারের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান এই কর্মসূচির লক্ষ্য। মূল উদ্দেশ্য হল ছোটখাট ব্যবসা যা শারীরিক বাধা সত্ত্বেও তাঁরা লাভজনক ভাবে চালাতে পারবেন তা গড়ে তোলার কাজে তাঁদের সাহায্য করা।

২। সংজ্ঞা ঃ এই আইনে প্রসঙ্গবশত অন্য অর্থ আবশ্যক না হলে

ক) 'সরকার' শব্দের অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)

খ) 'আবেদন' শব্দের অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য আবেদন।

গ) 'নিদর্শ' শব্দের অর্থ এবিষয়ে সরকার নির্দিষ্ট নিদর্শ যে কোন একটি অসুখ বা ত্রুটিতে ভুগছেন ঃ

১। সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা

২। সংশোধনকারী লেন্সের সহায়তায় অপেক্ষাকৃত ভাল চোখে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা যদি ৬/৬০ বা ২০/২০০ (তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন) থেকে বেশি না হয়।

৪। দৃষ্টিক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা ২০ ডিগ্রি বা তার থেকে কম।

ঙ) 'বধির' শব্দের অর্থ একজন ব্যক্তি যাঁর শ্রবণশক্তি বা অনুভূতি জীবনের সাধারণ কাজকর্ম নির্বাহের ক্ষেত্রে কাজ করছে না। সাধারণত ৫০০, ১০০০ বা ২০০০ কম্পাঙ্কে ৭০ ডেসিবেল বা তার বেশি আওয়াজ শুনতে না পেলে অবশিষ্ট শ্রবণশক্তি কাজ করছে না বলে ধরা হয়।

চ) 'অস্থি' সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী' শব্দের অর্থ একজন ব্যক্তি যাঁর অঙ্গবিকৃতি অস্থি, পেশী এবং সন্ধির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ব্যাহত করে।

৩। উপযুক্ততার শর্তাদি ঃ উপবিধি (খ) এর বিধান সাপেক্ষে এই আইনে সহায়তার জন্য আবেদনকারী কোন ব্যক্তিকে

১। অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে

২। চ নং আইনের সংজ্ঞামত অন্ধ, বধির বা অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী হতে হবে।

৪। ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক হতে হবে।

৪। ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে নিয়মিত ভাবে আর্থিক বা অন্য কোন রকমের সহায়তা গ্রহণকারী হওয়া চলবে না (যদি তিনি এইরূপ কোন সহায়তা পেয়ে থাকেন তবে সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে)।

৪। সহায়তার মাত্রা এবং প্রকৃতি ঃ প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহায়তার পরিমাণ ১০০০ (এক হাজার) টাকা। এই টাকার ১০ শতাংশের বেশি নগদে দেওয়া হবে না। অবশিষ্ট ৯০ শতাংশ অর্থে ব্যবহার্য বস্তু দেওয়া হবে। সহায়তার প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

ক) কুটীর/ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন

খ) কৃষি বা ক্ষুদ্রশিল্পের জোগান বা যন্ত্রাদি ক্রয়

গ) হাঁস-মুরগীর খামারযডেয়ারি/ মৌমাছি পালন কেন্দ্র/শূকর পালন কেন্দ্র স্থাপন।

ঘ) অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সহায়ক হবে এমন কোন কারবার, পেশা বা অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান।

টীকা ঃ প্রকৃত সহায়তাপ্রাপ্তির আগে প্রত্যেক উপস্বত্বভোগীকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে একটি বন্ধকপত্র দাখিল করতে হবে এবং উপস্বত্বভোগী যে কোন সময়ে মূলধনী মূল্য হ্রাস না করে প্রদত্ত সহায়তা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবেন এমন ক্ষেত্র ব্যতীত কোন আবেদনকারীকে প্রদত্ত সহায়তা বিক্রয় বা কোনরূপ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সরকারী সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি যদি সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহায়তা কর্মসূচিতে একটি বাদ্যযন্ত্র বা সেলাই মেশিন ইতোমধ্যে পেয়ে থাকেন তবে তিনি এই সহায়তার জন্য অধিকারী নন।

৫। বাতিলকরণ ঃ এই কর্মসূচিতে প্রদত্ত সহায়তা যে কোন সময় বাতিল করা হতে পারে যদি যথাযথ অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয় যে উপস্বত্বভোগী নিজের অবহেলা বা অপদার্থতার জন্য তা ঠিকমত ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এক্ষেত্রে সহায়তা যদি নগদ টাকায় দেওয়া হয়ে থাকে তবে তা আবেদনকারীর থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ব্যবহার্য বস্তুর মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হলে তা বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রয় করা হবে এবং বিক্রয়লব্ধ আয় প্রাসঙ্গিক খাতে জমা করা হবে।

৬। আবেদনপত্র দাখিল ঃ (ক) সরকার নিদিষ্ট নিদর্শ (পরিশিষ্ট 'ক')

১) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মাধ্যমে জেলা সভাধিপতির কাছে (জেলা পরিষদের অধিক্ষেত্রে যদি আবেদনকারী বাস করেন)

২) সমাজ কল্যাণ আধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ,৪৫ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ ,কলকাতা -১৩ উদ্দেশে (কলকাতাবাসী আবেদনকারীদের জন্য)

৩) অনুসংগঠনের মাধ্যমে পৌরসভা বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কাছে (যদি আবেদনকারীর পৌরসভা বা কর্পোরেশনএলাকায় বাড়ি হয়) আবেদন জানাতে হবে।

(খ) নিম্নলিখিত নথিসহযোগে আবেদন করতে হবে ঃ

(১) আয়ের প্রমাণ পত্র ঃ পরিবার প্রধানের থেকে নিয়োগকর্তা / লোকসভা সদস্য / বিধানসভা সদস্য / জেলা পবিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য (গ্রামাঞ্চলের আবেদন কারীদের জন্য / পৌরসভা বা পৌরনিগমের মহাধ্যক্ষ দ্বারা প্রতিস্বক্ষরিত আয়ের প্রমাণপত্র যাতে পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যদের মোট মাসিক উপার্জন উল্লেখ করা থাকবে (পরিষিষ্ট 'খ')

(২) ছবি ঃ শারীরিক অসামর্থ্য চিহ্নিত করে সাম্প্রতিক ছবি (অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য)

(৩) বয়সের প্রমাণপত্র ঃ বয়সের সন্তোষজনক প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত যে কোন একটি নথি ঃ

(ক) পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের জন্ম নিবন্ধীকরণ খাতা থেকে উদ্ধৃতি

(খ) একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যজিস্ট্রেটের সম্মুখে আবেদনকারী কৃত হলফনামা

(গ) আবেদনকারী যেখানে লেখাপড়া করেছেন সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের শংসাপত্র

(ঘ) উপরে খ (১) নং উপবিধিতে উল্লিখিত যে কোন ব্যক্তির শংসাপত্র

(ঙ) হসপিটাল কর্তৃপক্ষ বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত নার্সিং হোমের জন্ম প্রমাণ পত্র

(৪) নির্দিষ্ট নিদর্শে ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট 'ঘ')

(৫) স্থানীয় শিল্প বা কৃষি প্রসার আধিকারিকের কাছে থেকে প্রস্তাবিত ব্যবসার সম্ভাব্যতা বিষয়ক শংসাপত্র

(৬) চিকিৎসা প্রমাণপত্র ঃ আইনগত ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ করার জন্য সরকারী হাসপাতাল / নিবন্ধীকৃত চক্ষু বিশেষজ্ঞ / কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞ / অস্থি-সংক্রান্ত শল্য চিকিৎসকের থেকে নিম্নলিখিত প্রমাণপত্র প্রয়োজন ঃ

(ক) অন্ধদের জন্য — পরিশিষ্ট 'ঙ'

(খ) বধিরদের জন্য — পরিশিষ্ট 'চ'

(গ) অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য — পরিশিষ্ট 'ছ'

টীকা ঃ এই প্রমাণ পত্র দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞকে নিদষ্ট শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার হতে হবে।

(৭) অর্থনৈতিক সহায়তা মঞ্জুর ঃ এইরূপ সহায়তার জন্য আবেদনপত্র জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পৌরসভা বা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (ক্যালকাটা কর্পোরেশন ব্যতীত) বা (ক) আইনে উল্লিখিত আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন পেশের জন্য গ্রহণ করবেন। জেলা পরিষদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পড়লে 'ক্ষুদ্র শিল্প ত্রাণ ও জনকল্যাণ সমিতি' পরীক্ষিত আবেদনপত্র বাছাই করবেন। কলকাতা এবং অন্যান্য পৌরসভা বা কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সরকার গঠিত বাছাই কমিটি পরীক্ষিত আবেদনপত্র বাছাই করবেন। উভয়ক্ষেত্রে আবেদনপত্র মঞ্জুর বা বাতিল করার বিষয়ে বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এইরূপ বাছই করা আবেদনপত্র জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক / জেলা ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ আধিকারিক এবং সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গের কাছে (যেখানে যেরকম প্রযোজ্য) মঞ্জুরীকৃত সহায়তা বিষয়ক আদেশনামা দেওয়ার জন্য পাঠাতে হবে।

(৮) কলকাতার ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ সহায়তা মঞ্জুর করবেন। কলকাতার মধ্যে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে তিনি আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিকের দায়িত্বও পালন করবেন জেলার ক্ষেত্রে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক (যেখানে ইতোমধ্যে এইরূপ কোন আধিকারিক আছেন) বা জেলা ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ আধিকারিক সহায়তা অনুমোদন কর্তার এবং জেলায় আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিটি অনুমোদনের মধ্যে পরিপূরক অনুদানও পড়বে।

(৯) সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি ঃ সহায়তা অন্তর্ভুক্ত নগদ অর্থ সহায়তা গ্রহণকারীকে একেবারেই সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুগত সহায়তার ক্ষেত্রে কিভাবে তা দেওয়া হবে তা ঠিক করবেন আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিক।

(১০) যান্মাসিক প্রতিবেদন ঃ ব্লকে কর্মরত ত্রাণ ও কল্যাণ পরিদর্শক এবং সমাজ কল্যাণ পরিদর্শক জেলায় সহায়তা গ্রহণ কারীদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রতি ৬ মাস পর পর জেলা ত্রাণ ও কল্যান আধকারিক বা জেললা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করবেন। কলকাতার সহায়তা গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ অধিকারের প্রধান কার্যালয়ে সহ সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার মাধ্যমে পরিদর্শক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(১১) এই কর্মসূচীকে সফলভাবে চালনা করার জন্য এ পর্যন্ত বা আগে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান বিষয়ক আইনে যা বলা হয়েছে তা সংশোধনের অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ (কল্যাণ শাখা)
মহাকরণ, কলি - ১

নং ৪৮১৬ - এস. ডব্ল্যু, ৫ এস - ১২/৮০

তারিখ ঃ মার্চ ৩১, ১৯৮১
স্থান ঃ কলকাতা

প্রেরক ঃ শ্রী ডি. কে. ঘোষাল
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপেষু

বিষয় ঃ প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মসূচী

জ্ঞাপনপত্র

নির্দেশক্রমে নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরোক্ত বিষয়ে ৭/১০.২.৮১ তারিখের আদেশনাম ইউ/ও নং ৫২ এস ডব্ল্যু. ডি (ও) উল্লেখ করছেন এবং জানাচ্ছেন যে যতদূর সম্ভব এই সহায়তা যেন বস্তুগত হয় অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

স্বাক্ষর
ডি. কে. ঘোষাল
সহ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ (কল্যাণ শাখা)
মহাকরণ, কলি - ১

নং ৫৫৮৭ (১৫) - এস. ডব্ল্যু, /৫ এস - ১২/৮০

তারিখ ঃ এপ্রিল ২, ১৯৮২
স্থান ঃ কলিকাতা

প্রেরক ঃ শ্রী ডি. কে. ঘোষাল
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা আধিকারিক, ... সমীপেষু

বিষয় ঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মসূচী

মহাশয়,

নির্দেশানুসারে জানানো হচ্ছে যে ১৬/৩/৮২ তারিখে রোটান্ডায় এক আলোচনাসভায় কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৪/১/৮১ তারিখের সরকার-অনুমোদিত ১৯২ এস. ডব্ল্যু নং আদেশনামা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা আধিকারিকদের যে যে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। আলোচনাসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে এ বিষয়ে ৭/৪/৮১ তারিখের ৪৮১৬ এস. ডব্ল্যু নং বিভাগীয় আদেশনামায় সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ কে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা জেলা আধিকারিকদেরও দেওয়া হবে। সেইমত নির্দেশানুসারে জানানো হচ্ছে যে যতদূর সম্ভব এই অর্থনৈতিক পুনবার্সন সহায়তা যেন বস্তুগত হয় অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর
ডি. কে. ঘোষাল
সহ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)
মহাকরণ, কলি - ১

নং ২০৮৮৩ - এস. ডব্ল্যু, /৫ এস - ১২/৮০

তারিখ ঃ জুলাই ২৭, ১৯৮২

"পূর্ণবয়স্ক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তা নিয়ন্ত্রণ আইন" - এর ২ নং অনুচ্ছেদে আরোপিত অধিকারবলে (১৪/১/৮১ তারিখের সরকারী আদেশনামা নং ১৯২-এস. ডব্ল্যু দ্রষ্টব্য) রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে ১২/১/৮২ তারিখের ১৫৭১৬ - এস. ডব্ল্যু নং প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে রপৌর এলাকাগুলির জন্য গঠিত বাছাই কমিটিতে নিম্নরূপ সংশোধন করা হইতেছে।

সংশোধনী

পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকাগুলিতে স্ব স্ব স্থানে মহকুমা আধিকারিক সদস্যপদের পরিবর্তে বাছাই কমিটির সভাপতি হবেন এবং পৌরসভার প্রধানেরা স্ব স্ব এলাকায় বাছাই কমিটির সভাপতি পদের পরিবর্তে সদস্যপদ অলংকৃত করবেন।

রাজ্যপালের আদেশক্রমে
ডি. কে. ঘোষাল
সহ সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার

৪৫ গণেশচন্দ্র এভিনিউ

কলকাতা-১৩

দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বনিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের আবেদন পত্র।

১। দৈহিক প্রতিবন্ধকতার পূর্ণ বিবরণ ঃ

(স্পষ্ট করে লিখতে হবে আবেদনকারী দৃষ্টিহীন, মূক-বধির অথবা অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী কিনা। সংলগ্ন ফর্মে কোন সরকারী হাসপাতাল থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার প্রমাণপত্র অবশ্যই দিতে হবে। অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখানো প্রত্যয়িত ফটো প্রমাণপত্রের সঙ্গে পিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে।)

২। আবেদনকারীর ঃ (ক) পুরো নাম ঃ শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ

(গ) জন্ম তারিখ ঃ
(প্রমাণ পত্রের সঙ্গে দিতে হবে)

(ঙ) পিতার নাম ঃ

(চ) স্বামীর নাম ঃ
(বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে)

৩। আবেদনকারী ঃ (ক) তফসিলী/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা ঃ

(খ) ভারতীয় নাগরিক কিনা ঃ

(গ) পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা কিনা এবং কবে থেকে ঃ

৪। আবেদনকারীর ঃ (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

(খ) বৃত্তিগত যোগ্যতা ঃ

৫। আবেদনকারী ঃ কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

(খ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিষয় ঃ

(কোন প্রমাণপত্র থাকলে তার প্রত্যয়িত নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে।)

৬। আবেদনকারী ঃ কোন কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রে তাঁর নাম নথিভুক্ত করে থাকলে -

(ক) কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ

(খ) তারিখসহ রেজিঃ নম্বর ঃ

(গ) পুনঃনবীকরণের তারিখ ঃ

৭। আবেদনকারী কর্মরত হলে -

(ক) পেশা ঃ

(খ) মাসিক আয় ঃ

(গ) প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

৮। আবেদনকারী অন্য কোন সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে -

(ক) আর্থিক সাহায্যের সূত্র ঃ

(খ) কি উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ঃ

(গ) মাসিক সাহায্যের পরিমাণ ঃ

আবেদনকারীর পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যাক্তিদের বিবরণ ও মাসিক আয় -
(সংলগ্ন ফর্মে আয়ের প্রমাণপত্র দিতে হবে)

	নাম	বয়স	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা	মাসিক আয়
(১)					
(২)					
(৩)					
(৪)					
(৫)					
(৬)					
(৭)					
(৮)					
(৯)					
(১০)					

পরিবারের মোট মাসিক আয় টাকা

১০। যে প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হচ্ছে -

(ক) তার বিবরণ ঃ

(খ) মোট কি পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হবে ঃ

(প্রকল্পটি সাদা কাগজে যথাযথভাবে তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিশেষজ্ঞ আধিকারিককে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে এই সঙ্গে দাখিল করতে হবে। অকারিগরী স্বনিযুক্তি প্রকল্প স্থানীয় এম. এল. এ, বি.ডি.ও. পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা রাজ্য সরকারের কর্মরত পূর্বকালীন গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে অনুমোদন করে নেওয়া যাবে। প্রকল্প যথাযথ দাখিল না করলে কোন আবেদনই গ্রাহ্য হবে না।)

কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য প্রয়োজন -

আবেদনকারীর ঘোষণা

আমি অঙ্গীকার করছি যে ঃ

(১) উপরের লিখিত সমস্ত তথ্যই নির্ভুল।

(২) আমি সরকার থেকে নিয়মিত কোন অর্থ সাহায্য পাই না/নিয়মিত অর্থ সাহায্য পাই এবং আবেদনে সাহায্য পেলে পূর্বের অর্থ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবো।

(৩) আমি যে প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য চেয়েছি তা পেলে কেবলমাত্র সেই প্রয়োজনেই ব্যয় করবো এবং কোন অবস্থাতেই তার হস্তান্তর করবো না।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসই

তারিখ

পারিবারিক আয়ের প্রমাণপত্র

(আবেদনকারীর পরিবারের কর্তা/কর্ত্রী নিম্নে বর্ণিত অঙ্গীকারপত্রটি পূরণ করবেন)

আমার নাম শ্রী/শ্রীমতী...
আমার পরিবারের মোট সদস্য ....

(পরিবারের কর্তা/কর্ত্রীর নাম) সংখ্যা জন। আবেদনকারী

শ্রী/শ্রীমতি/কুমারী...
আমার..

(আবেদনকারীর নাম) (সম্পর্ক)

এবং সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ের উপর নির্ভরশীল। আমার পরিবারের অর্থোপার্জনকারী সকল সদস্যের সমস্ত সূত্র থেকে মিলিত মাসিক আয় .... টাকা।

(টাকার পরিমাণ)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসই
তারিখ

পরিবারের কর্তা / কর্ত্রীর স্বাক্ষর/টিপসই
তারিখ

প্রতিস্বাক্ষর (Counter Signature)

পরিবারের কর্তা/কর্ত্রীর নিয়োগকারী ব্যাক্তি, সংসদ বা বিধানসভার সদস্য, জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, পুরসভার কমিশনার, রাজ্য সরকারে কর্মরত পূর্বকালীন গেজেটেড অফিসার বা কোন সরকারের গেজেটেড অফিসার এই প্রতিস্বাক্ষর ও ঘোষণা করবেন।)

আমার জানা ও বিশ্বাস মতে উপরে বর্ণিত সমস্ত তথ্যই সত্য।

তারিখ

স্বাক্ষর ____________________

পুরো নাম ____________________

পদনাম ____________________

অফিসের সীলমোহর ____________________

(প্রতিস্বাক্ষরকারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীর নিয়োগকারী হলে পদনামের পাশে তা স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।)

তদন্তকারী অফিসারের প্রতিবেদন

তদন্তকারী অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ ____________

বিবেচনাকারী কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ

কমিটির অধ্যক্ষের স্বাক্ষর

তারিখ ____________

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ

স্বাক্ষর

তারিখ ____________

প্রতিবন্ধী কল্যাণে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহকে সহায়তা দান সংক্রান্ত ভারত সরকারের নির্দেশনামা ও নিয়মাবলী

ভারত সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রক

প্রতিবন্ধী কল্যাণে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা

ভূমিকা :

ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ নম্বর ধারা জনগণের দুর্বলতর অংশের আর্থিক স্বার্থ ও শিক্ষার দিকটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে উন্নতিবিধানের জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ করেছে। নিঃসন্দেহে সমাজের দুর্বলতম গোষ্ঠীর একটি অংশ গঠন করেছেন প্রতিবন্ধীরাই, এবং তাঁদের হিতার্থে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করে আসছে এইসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই জরুরী ক্ষেত্রে পরীক্ষমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং হৃদয়াকোকে মূলধন করে সংগঠনগুলি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কার্যকর উপায়ে যাতে ক্রমবর্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে সব থেকে বড় বাধা হচ্ছে অপ্রতুল আর্থিক সঙ্গতি, এবং এই বাধা যে ক্রমাগত বড় হয়ে উঠছে তার কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার উৎস থেকে আসা অর্থসাহায্য অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে ভাগ হয়ে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাধা দুব করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে জরুরী কর্মসূচিগুলি সফল করতে উৎসাহ দেওয়া।

২. নিচে বিবৃত বিধি ৩এ অনুযায়ী, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যপূরণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে এখানে উল্লিখিত সংস্থার যে কোন একটি হতে হবে যারা তীব্রভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষের দিকে তাঁদের সেবার হাত এগিয়ে দিয়েছেন।

(ক) সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ (আইন ২১, ১৮৬০) অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ;

(খ) এখনকার বলবৎ আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত একটি সাধারণ ট্রাস্ট ; অথবা

(গ) ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটি অথবা এর কোন শাখা।

ব্যাখ্যা :

রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোন সংগঠন এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবে না

সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতার অর্জনে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রকৃতি

৩. এই পরিকল্পনার অধীনে সহায়তালাভের জন্য যোগ্যতা অর্জনে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে :

(ক) তাঁকে বা তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার কর্তৃক স্বীকৃত অথবা সাহায্যপুষ্ট হতে হবে।

(খ) সাহায্যকামী সংগঠনের যথাযথভাবে গঠিত একটি পরিচালন গোষ্ঠী থাকতে হবে যার লিখিত সংবিধানে পরিস্কারভাবে বলা থাকবে ন্যস্ত ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব।

(গ) ঐ ব্যক্তি বা সংস্থার আর্থিক অবস্থা নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

(ঘ) যে কাজের জন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে সেই পরিকল্পনা চালু করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ অভিজ্ঞতা ও কর্মচারীর প্রয়োজন।

(ঙ) এর কাজকর্ম সম্পর্কে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট সন্তোষজনক হতে হবে।

(চ) প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা এগিয়ে দিতে হবে।

(ছ) কোন ব্যক্তি বা কয়েজন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন ধরনের লাভজনক সংস্থা হিসাবে এরা কাজ করতে পারবে না।

(জ) আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানটিকে সাধারণভাবে দুই বছর বা তার বেশী সময় ধরে কার্যকর থাকতে হবে।

(ঝ) ভারত সরকারের এখনকার আদেশানুসারে এর নিয়ন্ত্রণাধীন পদ বা কৃত্যকে তফসিলী জাতি/তফসিলী উপজাতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ কার্যকর করা ছাড়াও পেশাদার ও অ-পেশাদার দুই ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই এইসব সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক সম্ভাব্য সংখ্যায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিযুক্ত করতে একমত হয়েছে। তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক থাকবে সেখানে—

(এ) নিয়মিত ভিত্তিতে ২০ জনের বেশী কর্মী নিযুক্ত আছেন এমন সংস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা দান প্রকল্প থেকে ন্যূনতম ৫০% আবর্তক ব্যয় (Recurring expenditure) মেটানো হয়ে থাকে, এবং

(বি) যেখানে কনসোলিডেটেড ফাণ্ড অব ইণ্ডিয়া বা ভারতের একীকৃত তহবিল থেকে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ বা তার বেশী টাকার বার্ষিক সহায়তা দানের রসিদ থাকে।

৩এ. ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা এবং সমবায় সমিতিগুলি ন্যূনপক্ষে দুই বছর কাজ করে থাকলে এই পরিকল্পনার অধীনে সহায়তা দানের সুযোগ পাওয়ার অধিকারী হবে, এই শর্তে—

(ক) পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ, আদিবাসী, বা পার্বত্য-এলাকায় অবস্থিত প্রকল্পগুলিতে প্রস্তাবিত কাজটি চালু করতে হবে ;

(খ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার নির্দিষ্টভাবে শংসাপত্র দেবেন যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অস্তিত্ব নেই, বা অস্তিত্ব থাকলেও তার বা তাদের পক্ষে প্রকল্পটির দায়িত্ব গ্রহণের কোনরকম সম্ভাবনা নেই।

(গ) এই পরিকল্পনার অধীনে কেন্দ্রীয় সহায়তা পাওয়া যাবে শুধুমাত্র অনাবর্তক খাতে ব্যয়ের জন্য ; এবং স্থানীয় সংস্থা ও সমবায় সমিতিগুলি নিজস্ব তহবিল বা রাজ্য সরকারের অনুদান থেকে আবর্তক ব্যয় মেটানোর ভার নেবে ;

(ঘ) ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে প্রকল্পগুলির অবস্থান আদিবাসী বা পার্বত্য এলাকায় অথবা যে স্থানগুলি প্রধাণত তফসিলী জাতি অধ্যুষিত, সেখানে প্রথম তিন বছরের জন্য আবর্তক অনুদান মঞ্জুর করা হবে, এবং তারপর থেকে রাজ্য সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা/সমবায় সমিতি/এদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে এই জাতীয় খরচ মেটানোর।

যে ধরনের কর্মকাণ্ডে সহায়তা দেওয়া হবেঃ

৪. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের উন্নতির সঙ্গে যেসব কর্মকাণ্ড জড়িত সেগুলির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের কোন পরিকল্পনার আওতায় পড়ে এমন কোন প্রকল্পের অনুদানের জন্য আবেদন করা হলে সেইক্ষেত্রে কোন সাহায্য দেওয়া হবে না, বিভাগের একটির বেশী পরিকল্পনার অধীনে একই প্রকল্পের জন্যও সহায়তা পাওয়া যাবে না।

যে উদ্দেশ্যে সহায়তা দেওয়া যাবেঃ

৫. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নীচে উল্লিখিত লক্ষ্যপূরণে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে :

ক) কর্মি আবাসন ছাড়া অন্য কোন ভবন নির্মাণ ;

খ) আসবাবপত্র ক্রয় ;

গ) শ্রবণযন্ত্র ও কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ শিক্ষাগত বা বৃত্তিগত সরঞ্জাম ক্রয় ;

ঘ) কর্মীদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি ;

ঙ) বিভিন্ন বইয়ের প্রতিলিপি ক্রয় ;

চ) (স্বদেশে ও বিদেশে আয়োজন, অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি সহ) আলোচনাসভা, সম্মেলন ও প্রদর্শনী ;

ছ) গবেষণা ও সমীক্ষা ;

জ) পত্রিকা, পুস্তিকা, বইপত্র ইত্যাদির প্রকাশ।

মন্তব্য : উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় বরঞ্চ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কাজকর্মের একটি বর্ণনাত্মক প্রতিবেদন যাদের পক্ষ থেকে সহায়তা আসবে। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের উন্নতিকল্পে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান বা যে-রকম কর্মকাণ্ড প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার তার বিবেচনা অনুযায়ী সাহায্য করতে পারবেন।

সহায়তার সীমা ঃ

৬. একটি অংশীদারীর ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান নির্ভর করবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মূল্যমানের উপর এবং এটি আবর্তক ও অনাবর্তক ব্যয়ের শতাংশের পরিমাণ ছাড়িয়ে যাবে না, এবং রাজ্য সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অবশিষ্ট খরচ বহন করবে। ভবন নির্মাণের জন্য অনুদানের পরিমাণ আড়াই (২.৫ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকার বেশী হবে না।

৭. যদি কোন প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই অনুদান লাভ করে থাকে অথবা কোন সরকারী সূত্র থেকে অনুদানের অপেক্ষায় থাকে যেখানে কোন একটি প্রকল্পের জন্য সেই পরিকল্পনার অধীনে আবেদন করা হচ্ছে, যেখানে কেন্দ্রীয় অনুদানের মূল্যায়ন করা হবে এই জাতীয় অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের বিচার-বিবেচনার উপর ভিত্তি করেই।

নতুন প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্র পেশ করার পদ্ধতি ঃ

৮. রাজ্যসরকারগুলির মাধ্যমে ও তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। তবে সর্বভারতীয় চরিত্রের কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার তরফ থেকে সরাসরি আসা কোন আবেদনপত্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অবাধ অধিকার থাকবে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের।

৯. একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বর্ষে যে দিনের পর আর আবেদনপত্র নেওয়া হবে না সেই তারিখ স্থির করার চূড়ান্ত অধিকার থাকবে মন্ত্রকের।

১০. প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক আবেদনপত্র পেশ করতে হবে।

১১. রাজ্যসরকার আবেদনপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে উপযুক্ত সুপারিশসহ যা সঠিক বিবেচনা করবে নির্দিষ্ট ফর্মে সেগুলি পাঠিয়ে দেবেন।

১২. আবেদনপত্র পেশ করার আগেই যেসব প্রকল্প শুরু হয়ে গিয়েছে সেই প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে বিবেচনা করা হবে।

১৩. প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে নীচে উল্লিখিত প্রমাণপত্রগুলি যোগ করে দিতে হবে না—

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংখ্যার উদ্দেশ্যপত্র অথবা এর লক্ষ্য ও কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

(খ) সংস্থার সংবিধান ;

(গ) পরিচালন পর্ষদের সংবিধান এবং প্রতিটি সদস্যের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিবরণ ;

(ঘ) সাম্প্রতিকতম প্রাপ্তিযোগ্য বার্ষিক প্রতিবেদন ;

(ঙ) পৃথকভাবে আবর্তক ও অনাবর্তক ব্যয়ের ক্ষেত্র-অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে প্রকল্পের একটি বিশদ বিবরণ, এবং যে উৎস থেকে এই জাতীয় তহবিল আদায় করা যাবে ;

(চ) পৃথকভাবে আবর্তক ও অনাবর্তক ব্যয়ের ক্ষেত্র অনুযায়ী পুঙ্খানপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে প্রকল্পের একটি আর্থিক বিবরণ, এবং যে উৎস থেকে এই ধরনের তহবিল আদায় করা যাবে ।

(ছ) বিবেচনাধীন প্রকল্পের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্যদ অথবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সং স্থা বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মতন অন্যান্য সংগঠনের প্রাপ্ত, প্রতিশ্রুত কিংবা অনুরোধকৃত অনুদান সম্পর্কিত তথ্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের এই জাতীয় অনুরোধ নির্দিষ্ট মন্ত্রকের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।

(জ) বিগত দুই বছরের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ব্যয়, ও প্রাপ্তির পূর্ণ বিবরণ এবং সরকারী কর্তপক্ষ অথবা একজন সনদপ্রাপ্ত হিসাবপরীক্ষকের দ্বারা প্রমাণিত গত বছরের স্থিতি পত্রের (Balance Sheet) প্রতিলিপি। আইন ৩ এ-র আওতাধীন আবেদন পত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য এই শর্তটিকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে, এবং

(ঝ) প্রস্তাবিত নির্মাণের প্রতিটি জমির নকশার একটি প্রতিলিপি বা কপি (ভবনটির নির্মাণকাজ এবং এলাকাটির প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বর্ণনা করে একটি মোটামুটি খসড়া) এবং নিমিতির (construction) অনুমিত ব্যয়।

(ঞ) নীতিগতভাবে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ার পর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গঠনমূলক অনুমিত ব্যয় জানিয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাটিকে বিশদ নকশার পরিকল্পনা পেশ করতে হবে এবং ভবনটির নির্মিতির অনুমোদন সম্পর্কিত একটি সংস্থাপত্র স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষের কাজ থেকে নিতে হবে। অনুমিত ব্যয়ের অবশ্য রাজ্য পূর্ত্ত দপ্তরের অনুমোদিত না হলেও চলবে। একই ধরনের কাজের জন্য পূর্ত্ত দপ্তরের চালুহারের তালিকার থেকে এই হার বেশী হবে না,—রাজ্যসরকারের দেওয়া এমন একটি শংসাপত্র এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত হবে।

১৪ একবার পরিকল্পনা ও মূল্যানুমান (estimates) যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে অনুমোদিত হয়ে গেলে—কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রিম—অনুমোদন ছাড়া সেগুলিকে কোন সংস্থাই সংশোধন করতে পারবে না।

চালু প্রকল্পের জন্য ঃ

১৪এ. আর্থিক বর্ষের শুরুতে সংস্থার অনুরোধক্রমে, মন্ত্রক তার ইচ্ছানুসারে, হিসাবনিকাশের অনিরীক্ষিত বিবরণের রসিদ থেকে বিগত বছরের একই প্রকল্পের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১/৬ অংশের সম-পরিমাণ আবর্তক অনুদান দিতে পারে ; এবং রাজ্যসরকারের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিতগুলির সঙ্গে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি এবং নিরীক্ষিত হিসাবের রসিদ দেখে উদবর্ত (Balance) বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) রাজ্যসরকারের সুপারিশের সঙ্গে একজন দায়িত্বপূর্ণ রাজ্যসরকারী আধিকারিকের পরিদর্শন রিপোর্ট (রাজ্য সমাজকল্যাণ অধিকারের পক্ষ থেকেও সুপারিশ ও পরিদর্শন রিপোর্ট পাঠানো হতে পারে।)

(খ) বিগত আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত হিসাব।

(গ) বর্তমান আর্থিক বর্ষের বাজেট প্রাক্কলন (Estimates)।

(ঘ) বিগত বছরের প্রগতি রিপোর্ট।

(ঙ) বিগত বছরে মঞ্জুরীকৃত ও আবর্তক অনুদানের পরিমাণ থেকে কোন ব্যত্যয় ঘটলে তার সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখাতে হবে। রাজ্যসরকারের পরিদর্শন আধিকারিক তাঁর পরিদর্শন রিপোর্টটি প্রস্তুত করার সময় এই ব্যত্যয়ের ব্যাপারটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

১৫. অনুদান যথাযথ কিস্তিতে পাওয়া যাবে। প্রকল্প মঞ্জুরের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণভাবে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অথবা পরবর্তী কিস্তির টাকার আবেদন নিরীক্ষিত বিবরণের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে যাবতীয় ব্যয়ের হালনাগাদ হিসাব এবং পূর্ববর্তী কিস্তির সদ্ব্যবহার শংসাপত্র। নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করা ও তা যথাযথ কি না দেখার পরেই চূড়ান্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে সম্পূর্ণ হয়েছে এই মর্মে (সংশ্লিষ্ট) প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধানের একটি শংসাপত্র এবং সেই সঙ্গে মূল্যানমানগুলি জমা দিতে হবে।

১৬. আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির পর একটি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা রাজ্য শিক্ষা সমাজ কল্যাণ বিভাগ অথবা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের একজন আধিকারিকের থেকে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১৭. অট্টালিকার অনুদানের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কর্মকাল বৃদ্ধি না করা হলে সহায়ক অনুদানের প্রথম কিস্তি পাওয়ার দুই বছরের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৮. প্রকল্পের হিসাব যথাযথভাবে ও পৃথক করে মেনে চলতে হবে, এবং প্রয়োজনমত তা পেশ করতে হবে। ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের প্রতিনিযুক্ত একজন আধিকারিকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা করার জন্য হিসাবপত্রগুলি সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে। The Comptroller and Auditor General of India ভারতের মহা হিসাব-নিয়ামক ও (হিসাব) নিরীক্ষকের নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষার জন্যও হিসাবপত্র উন্মুক্ত থাকবে।

১৯. সরকারী অনুদান থেকে সম্পূর্ণ ও বিরাট পরিমাণে পাওয়া সমস্ত সম্পত্তির একটি নথি রাখতে হবে ওই প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে। প্রতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অবস্থান দেখিয়ে এই ধরনের নথির একটি প্রতিলিপি ১০ এপ্রিলের মধ্যে সমাজকল্যাণ দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। ভারত সরকারের অগ্রিম অনুমতি ছাড়া যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রাপ্ত সম্পত্তিগুলি ব্যবস্থাপিত, ব্যাহত কিম্বা সদ্ব্যবহার করা যাবে না। প্রতিষ্ঠান/সংস্থাটি যে-কোন সময় বন্ধ হয়ে গেলে এই জাতীয় যাবতীয় সম্পত্তি ভারত সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

২০. অট্টালিকার অনুদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুদানের কোন অংশই পরিশোধের কাজে লাগানো যাবে না যতক্ষণ না অনুমোদিত ফর্মে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিয়ামক কর্তৃপক্ষ এমন একটি বন্ড কার্যকর এবং রেজিস্ট্রিকৃত করান এই মর্মে যে, যে উদ্দেশ্যে অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছিল অট্টালিকাটি সেই লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তখন সেই ক্ষেত্রে অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ আদায়ের জন্য ভবনটির উপর প্রাক্ পূর্বস্বত্ব হিসাবে ভারত সরকারকেই জামিন রাখা হল।

২১. যখন রাজ্য সরকার/ভারত সরকার সঙ্গত কারণে মনে করবেন যে মঞ্জুরীকৃত অর্থ অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না, তখন অনুদানের পরিমাণ দেওয়া বন্ধ করে প্রথম কিস্তির অর্থ আদায় করে নিতে পারেন।

২২. বিশেষত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে, অনুমোদিত প্রকল্পের কাজে প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যয়সঙ্কোচ করেই চলতে হবে।

২৩. প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম, জাতি, ভাষা অথবা এই ধরনের যে কোন পার্থক্যের ঊর্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিকের কাছে উন্মুক্ত থাকবে।

২৪. যেখানে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত তার বাইরে অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু দেয় বা ওই ধরনের কোনরকম ফি চাপানো যাবে না।

২৫. কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার পক্ষ থেকে এই পরিকল্পের অধীনে আলোচনা সভা/কর্মশালা/সম্মেলন/নবয়নী শিক্ষক্রম আয়োজন করা হলে যেখানে স্বরাষ্ট্র বা বিদেশ মন্ত্রকের আগাম অনুমতি ছাড়া বিদেশী প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা যাবে না। এই ধরনের অনুমোদনের আবেদনপত্রকে অবশ্য সমাজকলাণ দপ্তরের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

২৬. অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক কৃতিত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়ে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রকল্পটির অর্ধবার্ষিক প্রগতি রিপোর্ট সমাজকল্যাণ দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেবে। ভারত সরকারের সন্তুষ্টি অনুসারে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত এই জাতীয় রিপোর্ট পাঠিয়ে যেতে হবে।

২৭. বিবরণে অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কোন বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রক ব্যাখ্যা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি তা না-পাঠিয়ে দিলে আবেদনপত্র বিবেচনা করা যাবে না।

২৮. অনুদানের অন্যান্য সব শর্ত সাধারণ আর্থিক নিয়ম ১৯৬৩-র বিধান অনুসারেই মেনে চলতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচয়পত্র দেবার বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ)

মহাকরণ, কলকাতা—১

নম্বর ৪০৮০ এস. ডব্ল্যু

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

প্রজ্ঞাপন

ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে, উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যাঁদের প্রতিবন্ধী হিসাবে ঘোষণা করা হবে তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান করা এবং এই রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য সমপ্রকৃতির এক গুচ্ছ সংজ্ঞা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়েই তাঁরা বিভিন্ন সুবিধা ও ছাড়ের সুযোগ নিতে পারেন।

ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রক, প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞাগুলির প্রজ্ঞাপিত করে দেশজুড়ে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি গ্রহণ করার জন্য নম্বর ৪-২/৮৩ এইচ. ডব্ল্যু, তিন, দিনাঙ্ক ৬-৮-১৯৯৬ প্রজ্ঞাপনে নির্দেশিকা প্রচার করেছেন।

ইতিমধ্যেই বিনির্দিষ্ট কিম্বা ভবিষ্যৎ-এ স্থিরিকৃত হবে এমন নানানধরনের সুবিধা/ছাড়ের সুযোগ গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী হিসাবে ঘোষণা করে উল্লিখিত ভারত সরকারের প্রজ্ঞাপনে প্রতিবন্ধীদের উল্লিখিত ভারত সরকারের প্রজ্ঞাপনে প্রতিবন্ধীদের নিম্নবর্ণিত চারটি শ্রেণীর সংজ্ঞায় অবিলম্বে অন্তর্ভুক্ত করে মাননীয় রাজ্যপাল সন্তুষ্টি হয়েছেন —

(১) দৃষ্টিশক্তিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

(২) স্নায়ুতন্ত্রগত প্রতিবন্ধী

(৩) বাক্‌শক্তি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

(৪) মানসিক প্রতিবন্ধী

২. পূর্বোল্লিখিত শ্রেণীর প্রত্যেকটিকে নিম্নবর্ণিত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

অক্ষমতার মাত্রা ও ব্যাপকতা

১. সামান্য —৪০% -এর কম

২. মধ্যমাত্রার —৪০% -এবং তার উর্ধে।

৩. তীব্র —৭৫% এবং তার উর্ধে।

৪. চূড়ান্ত/সম্পূর্ণ —১০০%।

স্থির হয়েছে যে 'সামান্য' গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কোনরকম সুবিধা/ছাড় গ্রাহ্য করা হবে না। আরও স্থির হয়েছে যে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের সংজ্ঞামত যেসব প্রতিবন্ধী মানুষ স্থায়ীভাবে অসামর্থ্য শ্রেণীতে পড়েন কেবলমাত্র তারাই প্রতিবন্ধীদের জন্য রক্ষিত সুবিধা ও ছাড় পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোন একচক্ষু ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

৩. একজন মানুষকে প্রতিবন্ধী হিসাবে ঘোষণা করতে গেলে কর্তৃপক্ষকে জেলা স্তরে একটি মেডিক্যাল বোর্ডের ভূমিকা পালন করতে হবে। বোর্ডের সদস্য হিসাবে থাকবেন মহাকুমা পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য চিকিৎসাধিকারিক, জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসাধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অন্য একজন বিশেষজ্ঞ। দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে চক্ষু সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক ; বাক্‌শক্তি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে একজন নাক-কান-গলার শল্য চিকিৎসক অথবা একজন শ্রবণ বিশেষজ্ঞ, এবং স্নায়ুতন্ত্রগত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে অস্থি সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক কিংবা কায়িক ওষুধ ও পুনর্বাসনের একজন বিশেষজ্ঞ ; মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একজন মনোরোগবিশেষজ্ঞ অথবা একজন রোগীরক্ষা সংক্রান্ত মনোবিদ অথবা বিশেষ শিক্ষাক্রমের একজন শিক্ষক। মহাকুমা স্তরের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য চিকিৎসাধিকারিক অথবা স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসাধিকারিক মেডিক্যাল বোর্ডের সভাপতি হবেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলাস্তরে এবং কলকাতার মেডিক্যালে বোর্ডগুলি গঠন করা হবে শীঘ্রই।

৪. সংযোজনীতে যেমন উল্লেখ আছে তেমনিভাবে একটি শংসাপত্র প্রদানের আগে বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৫. পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এই বিভাগের জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক এবং কলকাতা ডাক অঞ্চল ক্ষেত্রের বাসিন্দাদের সমাজকল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (প্রতিবন্ধী) মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।

প্রদানের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত পরিচয়পত্রগুলি বৈধ থাকবে এবং তিন বছরের বিরতিতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা রিপোর্ট পাওয়ার পরেই কার্ড নবীকৃত করা হবে।

৬. আপিল কর্তৃপক্ষ

একটি সংজ্ঞা—শ্রেণীবিভাজন/মূল্যায়ণ পরীক্ষার ব্যাখ্যা নিয়ে কোনরকম প্রশ্ন দেখা দিলে সন্দেহ দুর করতে এই সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের—স্বাস্থ্যপরিষেবা মহাধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যপরিষেবা মহাধ্যক্ষই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

৭. ভারত সরকারের বিধিমত একজন মানুষের 'অসামর্থ্য' নির্ণয়ের জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের তৈরী নিদের্শিকা এই সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল।

৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগসুবিধাও ছাড়া ব্যাপক আকার দেওয়ার জন্য এই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ইতি মধ্যেই যেসব আইন ও আদেশ চালু রয়েছে এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সেগুলি সংশোধিত হতে পারে।

অর্থ দপ্তরের সম্মতিতে এই নির্দেশ প্রদত্ত হল (দ্রষ্টব্য—সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আদেশানামা—নং ভাগ ই ২৯১ তারিখ ১৯-৯-১৯৮৯

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
আর. কে. মিধা
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সাধারণ প্রশাসন শাখা

নং এইচ/জিএ/৪৩৩৯/ডবলিউ—১১/৮৯ ১ **তারিখ ৫ অক্টোবর, ১৯৮৯**

প্রেরক : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম-সচিব

সমীপেষু : স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

স্মারক

সাম্প্রতিককালে বহুবিধ কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধা ও ছাড়ের সুযোগলাভের জন্য যেসব শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যোগ্যতাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা একটি বড় সংখ্যায় তাঁদের শারীরিক সীমাবদ্ধতার পর্যায়-সম্পর্কিত চিকিৎসা শংসাপত্রের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন। এই ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষেরা বিভিন্ন সরকারী আদেশে নির্দেশিত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল বোর্ড চিকিৎসা-পরীক্ষার জন্য বিশাল সংখ্যক আবেদনপত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার জন্য এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণে অযথা বিলম্ব হচ্ছে।

২. সযত্ন বিবেচনার পর, বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে প্রত্যেক জেলা ও মহাকুমা হাসপাতালে শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পরীক্ষার জন্য একটি করে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় (যেখানে কোন জেলা হাসপাতাল নেই), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই বোর্ড গঠন করা হবে।

৩. নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচ্য উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হবে।

(ক) হাসাপাতালের অধীক্ষক——————সভাপতি

(খ) একজন অস্থিসংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক/শল্যচিকিৎসক (প্রথম জনের অনুপস্থিতিতে)——————সদস্য

(গ) একজন মনোরোগবিদ/চিকিৎসক (প্রথম জনের অনুপস্থিতিতে)——————সদস্য

(ঘ) একজন চক্ষুসংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক——————সদস্য

৩.-১ কলকাতার মূল অংশে এখনকার পদ্ধতিটিই চালু থাকবে।

৪. প্রতি পনের (১৫) দিন অন্তর একটি নির্দিষ্ট দিনে মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্যরা মিলিত হবেন যার ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার খুঁটিনাটি বিবরণ জানিয়ে অনেক আগে থাকতেই হাসপাতাল অধীক্ষকের কাছে পাঠানো আবেদনপত্রের প্রার্থীরা অসুবিধায় না পড়েন। সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অধীক্ষক তাঁদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাধারণ প্রশাসন শাখার যুগ্ম-সচিবের ১০/৩/৮৯ তারিখের নম্বর এইচ/জিএ/৯৬৮/ডবলিউ-১১/৮৯ সরকারী আদেশবলে এই ক্ষেত্রে কোনরকম ফি আদায় করা যাবে না। হাসপাতাল-অধীক্ষকেরা অনুগ্রহ করে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে উপরে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী অবিলম্বে সেগুলি চালু করবেন। ভবিষ্যৎ আদানপ্রদানের জন্য এই দপ্তরের নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুগ্রহ করে এক লাইনের সম্মতিজ্ঞাপনের অনুমোদন পাঠিয়ে দিতে হবে।

স্বাক্ষর

যুগ্ম-সচিব

১৬/১০/৮৯

প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণে ভারত সরকার গৃহীত নিয়মাবলী

(ভারত সরকারের গেজেটে এ প্রকাশিত হবে অংশ-১ বিভাগ-১)

তারিখ : ৬ আগস্ট, ১০৮৬

নং-৪-২/৮৩-এইচ, ডবলিউ ৩

বিষয় : *শারীরিক প্রতিবন্ধীদের একরূপ বা সমচরিত্রবিশিষ্ট সংজ্ঞা।*

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা/কার্যসূচিতে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। একটি আদর্শ সংজ্ঞায় পৌছতে প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য অনুমোদিত প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অনুমোদিত পরীক্ষার জন্য ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকে স্বাস্থ্য মহানির্দেশকের সভাপতিত্বে, দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী, বাক্ ও শ্রবণশক্তিসংক্রান্ত জটিলতা এবং স্নায়ুতন্ত্রগত অসামার্থ্যের প্রত্যেকটির জন্য তিনটি, এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে পৃথক আর একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২. এই কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/বিভাগের সম্মতি নিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলির সংজ্ঞা প্রজ্ঞাপন করতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনটি জানিয়ে দেওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হয়েছেন :

(ক) দৃষ্টি-শক্তি সংক্রান্ত

(খ) স্নায়ুগত প্রতিবন্ধী

(গ) বাক্ ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

(ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী।

সংযোজনী ১-এ নিদের্শিত কমিটির রিপোর্ট ঃ

৩. প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রত্যেকটি শ্রেণীকে সামান্য, মধ্যমাত্রা, তীব্র ও চূড়ান্ত/সম্পূর্ণ—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েচে। এটা ঠিক করা হয়েছে যে ভবিষ্যৎ-এ শুধুমাত্র তীব্র, ও চূড়ান্ত/সম্পূর্ণ—এই তিন গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিবন্ধীদের জন্যই বিভিন্ন ছাড়/সুবিধার সুযোগ মিলবে ; সামান্য পর্যায়ের প্রতিবন্ধী মানুষদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা থাকবে না। এইজাতীয় ছাড়/সুবিধা লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য অসামর্থ্যের মাত্রা ন্যূনপক্ষে ৪০% হতে হবে।

৪. এটা স্থির হয়েছে যে অনুমোদিত প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে জেলাস্তরের একটি মেডিক্যাল বোর্ড হতে হবে। বোর্ডে থাকবেন জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক/মহাকুমা চিকিৎসা আধিকারিক এবং বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ হিসাবে দৃষ্টিশক্তিসংক্রান্তপ্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একজন চক্ষুসংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক, বাক্শক্তি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ক্ষেত্রে একজন নাক-কান-গলার শল্যচিকিৎসক অথবা একজন শ্রবণবিশেষজ্ঞ ; এবং স্নায়ুতন্ত্রগত প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে অস্থিসংক্রান্ত শল্যচিকিৎসক অথবা কায়িক ওষুধ ও পুনর্বাসনের একজন বিশেষজ্ঞ, মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অথবা একজন রোগী পরীক্ষাসংক্রান্ত মনোবিদ অথবা বিশেষ শিক্ষাক্রমে একজন শিক্ষক।

৫. সংযোজনীতে নিদের্শিত বিশেষ পরীক্ষাগুলি গ্রহণ করবে মেডিক্যাল বোর্ড এবং শংসাপত্র প্রদানের আগে সেগুলি রের্কড করে রাখা হবে।

৬. শংসাপত্রটি তিন বছরের জন্য বৈধ থাকবে।

৭. রাজ্য সরকার/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন উপরের অনুচ্ছেদ ৪-এর নির্দেশ অনুসারে অবিলম্বেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করতে পারেন।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
(এম. সি. নরসিংহ)
যুগ্ম-সচিব, ভারত সরকার।

আদেশঃ

সাধারণভাবে জানানোর জন্য উপরিল্লিখিত প্রজ্ঞাপনটি ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত হবে বলে—এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তথ্য (বা জ্ঞাপন) এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গেজেট প্রজ্ঞাপনের প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনের সমস্ত মন্ত্রকে/দপ্তরে, রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে, লোকসভা ও রাজ্যসভার সচিবালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
(এম. সি. নরসিংহ)
যুগ্ম-সচিব, ভারত সরকার।

কর্মধ্যক্ষ প্রতি :

ভারত সরকারে ছাপাখানা

মায়াপুরী, নতুন দিল্লী।

দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি এবং স্নায়ুতন্ত্রগত অসামর্থ্যের সমরূপ সংজ্ঞা প্রত্যয়নের কর্তৃপক্ষ এবং আদর্শ নমুনা পরীক্ষার সুপারিশ করে তিনটি কমিটির সম্মিলিত প্রতিবেদন।

সংযোজনী —১ এ কমিটির সদস্যদের তালিকা

ভূমিকা

বহুবিচিত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এখানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও, ক্রমবর্ধমান যন্ত্রনির্ভরতা ও শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে পোলিও, ছোঁয়াচে ও জন্মগত রোগের কারণে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছড়িয়ে পড়ছে, প্রচণ্ড যানসমস্যার ফলে দেখা দিচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রগত জটিলতা। ভিটামিন-এ জনিত ঘাটতি, রোগবিস্তার ও সংক্রমণ আঘাত, পুষ্টিজনিত ঘাটতির পরিণামে দেখা দিচ্ছে দৃষ্টি শক্তির ক্ষয় ; কানে সংক্রমণ, বাহ্যিক আঘাত, শব্দদূষণ ডেকে আনছে শ্রবণশক্তির ক্ষয়।

এইগুলিই হচ্ছে তিনটি প্রধান অসামর্থ্য যেগুলি এই ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার ফলে দেখা দিচ্ছে।

২. ভারত সরকার প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বহু সুবিধা ও ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। এইসব সুবিধা ও ছাড়ের সুযোগ পৌঁছে দিতে এইসমস্ত প্রতিবন্ধকতার আদর্শ সংজ্ঞা স্থির করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী কল্যাণের জাতীয় পর্ষদের (National Council For Handicapped Welfare) সুপারিশ অনুযায়ী স্বাস্থ্য-পরিষেবার মহানির্দেশকের (Director General of Health Services) সভাপতিত্বে বিভিন্ন কমিটিগুলি প্রতিবন্ধকতার আদর্শ সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন যেগুলিকে গোটা দেশ জুড়ে সমভাবে প্রয়োগ করা জরুরী।

একটি সমচরিত্রবিশিষ্ট সংজ্ঞাসমূহের রূপরেখা বিবর্ধনের যে প্রচেষ্টা চলেছে তার থেকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে না যে এই মুহূর্তে এগুলির কোনরকম অস্তিত্ব নেই। তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার যে সংজ্ঞাগুলি বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ছাড় ও সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে সেগুলি সংযোজনী ২-এ প্রদত্ত হল।

সুপারিশকৃত সংজ্ঞা

শারীরিক ত্রুটি ডেকে আনে দৈহিক সীমাবদ্ধতা, এবং দৈহিক সীমাবদ্ধতার শেষ পরিণতি অসামর্থ্যে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে শারীরিক ত্রুটি, দৈহিক সীমাবদ্ধতা এবং অসামর্থ্যের সংজ্ঞা স্থির করে দেওয়া হয়েছে, এবং এই কমিটি ওই শ্রেণী বিভাজনকে গ্রহণ করার জন্য যে সুপারিশ করবে তার মধ্যে থাকবে—

(ক) শারীরিক ত্রুটি অর্থে বোঝাবে একটি স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক, অথবা অঙ্গচ্ছেদজনিত ক্ষতি এবং /অথবা কোন অস্বাভাবিকতা। উদাহরণবশতঃ একটি লুপ্ত বা কার্যকর অংশ, কলাতন্তু অথবা দেহের "গঠনতন্ত্র", যেমন একটি ব্যবচ্ছিন্ন অঙ্গ, পোলিও-র পরে পক্ষাঘাত, হৃদযন্ত্রের পেশীতন্তুতে রক্ত চলাচলজনিত সমস্যা, মস্তিষ্কের রক্তবহ নালীতে রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা, ফুসফুসের সীমিত ক্ষমতা, মধুমেহ, ক্ষীণদৃষ্টি, দেহবিকৃতি, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, উচ্চরক্তচাপ, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা।

(খ) দৈহিক সীমাবদ্ধতা : দৈহিক ত্রুটির ফলে দেখা দিতে পারে শারীরিক সীমাবদ্ধতা যার মধ্যে রয়েছে মাংসপেশী সঞ্চালন, মস্তিষ্ক সংবেদন সম্বন্ধীয়, অথবা মানসিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে কার্যকলাপ অনিবার্য, তা করে উঠতে পারার আংশিক বা সম্পূর্ণ অক্ষমতা,—যেমন হাঁটা, কোন ভার তোলা, কিছু দেখা, কথা বলা, শোনা, পড়া, লেখা, গণনা করা। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগাযোগ ও তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার মতন যেসব কাজকর্ম মানুষ সাধারণ অবস্থায় করতে পারে।

শারীরিক অক্ষমতা স্বল্পকালীন হতে পারে, আবার দীর্ঘকালীনও হতে পারে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী ত্রুটি যেমন বিরল নয় তেমনি আরোগ্যের সম্ভাবনাযুক্তও হতে পারে। যেখানে সম্ভব সেখানেই তার পরিমাপ করতে হবে। দৈহিক সীমাবদ্ধতা "গতিশীলও" হতে পারে আবার "হ্রাসমানও" হওয়া সম্ভব।

(গ) অসামর্থ্য : অসামর্থ্য বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট মানুষের বয়স, লিঙ্গ এবং আদর্শ সামাজিক ভূমিকা অনুযায়ী এক বা একাধিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করার পক্ষে তার বর্তমান অসুবিধা, যেগুলি নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের মতন দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। দৈহিক সীমাবদ্ধতার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে অসামর্থ্যতা—দীর্ঘকালীন, স্বল্পকালীন অথবা চিরস্থায়ী হতে পারে।

চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী, অসামর্থ্য হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে শারীরিক কাজকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে শারীরিক ত্রুটি ও অক্ষমতা। আইনী অর্থে, অসামর্থ্য বলতে বোঝায় দেহের কোনরকম স্থায়ী আঘাত যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হতে পারে, আবার ক্ষেত্র বিশেষ নাও হতে পারে।

অসামর্থ্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(ক) সাময়িক পূর্ণ অসামর্থ্য হচ্ছে সেই পর্যায় যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে কাজ করতে অসমর্থ্য। এই সময়ের মধ্যে তিনি অস্থিসংক্রান্ত, চক্ষুসংক্রান্ত, শ্রবণসংক্রান্ত অথবা বাক্শক্তিজনিত চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

(খ) সাময়িক আংশিক অসামর্থ্য হচ্ছে সেই পর্যায় যেখানে আরোগ্যের ক্ষেত্রে যা উন্নতি ঘটেছে তার ভিত্তিতে সেই ব্যক্তি লাভজনক কোন পেশায়ও নিযুক্ত হতে পারেন।

(গ) স্থায়ী অসামর্থ্য বলতে বোঝায় চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ও সার্বিক উন্নতিলাভের পর শরীরের এক বা একাধিক অংশে কোন স্থায়ী ক্ষতি অথবা তৎজনিত হানি। এই সম্পর্কিত শর্তগুলিও অপরিবর্তনীয়।

শুধুমাত্র স্থায়ী অসামর্থ্যের জন্যই শ্রেণীবিভাজন এবং বিভিন্ন ছাড়ের সুপারিশ করা হচ্ছে।

দৃষ্টিগত অসামর্থ্যের মূল্যায়ন ও নির্ধারণঃ

দৃষ্টিগত ত্রুটি/অসামর্থ্যের যে শ্রেণীবিভাজন সুপারিশ করা হয়েছে তাকে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ছাড় দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশ্নটি সবিস্তারে বিবেচনা করা হয়েছে। কমিটির মতে, একটি চোখ হারালেও অন্য চোখটি স্বাভাবিক এমন ব্যক্তিদের দৃষ্টিজনিত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নে যে নির্দেশগুলি সুপারিশ করা হয়েছে তা স্পষ্টতঃই দ্বর্থ্যহীন। কমিটি মনে করে অন্যান্য দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধীর সঙ্গে এই ধরনের (এক চক্ষুবিশিষ্ট) মানুষদের এক সারিতে আনা যায় না,—কেননা তার ফলে তীব্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী এবং পুরোপুরি দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রাপ্ত সুবিধা/ছাড়ের সুযোগ হ্রাস পেতে পারে। তীব্রভাবে/সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী এবং পুরোপুরি দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে চাইলে কমিটির মত্যানুসারে, অধিকাংশ ছাড়, বিশেষতঃ দৃষ্টিহীন মানুষের জন্য সংরক্ষিত চাকরী—একচক্ষুবিশিষ্ট মানুষের হাতে চলে যাবে, কারণ অন্য দুটি শ্রেণীর তুলনায় তাঁদের দৃষ্টিজনিত ক্ষতি অল্পতম এবং এইভাবে অধিকাংশ সরকারি দপ্তর/সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় কোটা পূরণ হয়ে যাবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে তীব্রভাবে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন মানুষের কাছে চাকরীর সুযোগ পৌছবে না। কমিটির মতে, এটাও অবশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত যে একটি চোখ হারানো কখনোই চিকিৎসাবিদ্যার বিচারে অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে না, —যদি না কোন কারিগরি প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট চাকরিতে এমন একজন প্রীতির প্রয়োজন হয়ে থাকে যেখানে ত্রিমাসিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দুটি চোখেরই ব্যবহার জরুরী। কমিটি এ-ও সুপারিশ করেছেন যে যদি একজন ব্যক্তি কোন সাময়িক দৃষ্টিশক্তিজনিত ত্রুটি/বিকৃতির ফলে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হন, তবে সেক্ষেত্রে কোন মেডিক্যাল বোর্ডের মতানুযায়ী সেই সাময়িক

অক্ষমতা চিকিৎসা বা দৃষ্টিশক্তিজনিত অবলম্বনের সাহায্য নিরাময়যোগ্য হলে সেই ব্যক্তিকে অক্ষম বলে ঘোষণা করা যাবে না। দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার মূল্যায়ন ও শ্রেণীবিভাজনের নির্দেশাবলী সংযোজনী -৩-এ দেওয়া হয়েছে।

২. শ্রবণসংক্রান্ত ও বাক্‌শক্তিজনিত অক্ষম তার মূল্যায়ন ও নীতিনির্ধারণঃ

কমিটির সুপারিশ অনুসারে যে সব সংজ্ঞা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃকগৃহীত সেগুলি এই দেশের পটভূমিতেও শ্রবণসংক্রান্ত ও বাক্‌শক্তিজনিত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন ও শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রবণজনিত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য সুপারিশকৃত শ্রেণীবিভাজন ও নির্দেশিকা সংযোজনী ২-এ দেওয়া হল।

এর পাশাপাশি কমিটির শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে কল্যাণকর নানান সুবিধা/ছাড়ের কথা বিবেচনা ছাড়াও এইসমস্ত মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগসুবিধাসংক্রান্ত পরামর্শগুলি সংযোজনী-২ এ যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৩. অস্থিজনিত অক্ষমতার মূল্যায়ন ও নির্ধারণ : ('KESSLER'S METHOD)

কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী কেসলারের পদ্ধতিকে অস্থিসংক্রান্ত-অক্ষমতা মূল্যায়নের একটি সাধারণ নিদের্শিকা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু অক্ষমতার সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেহেতু অনুমোদিত মেডিক্যাল বোর্ড অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি নিয়ে পরামর্শ দিতে পারে এবং সেইসঙ্গে কেসলারের পদ্ধতিকে প্রাথমিক নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই মাত্রা নির্ণয়ের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি কেসলারের নির্দেশাবলীর থেকে যে আলাদা ধরনের সে বিষয়ে কমিটি সচেতন। অবশ্য, অক্ষমতার বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যায়নে কেসলার-নির্দেশাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফলাফল দেবে বলে আশা করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত মেডিক্যাল বোর্ড কোন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অক্ষমতা নির্ণয়ে পর্ষদকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগুলিও বিবেচনা করতে পারে।

প্রমাণপত্র প্রদানের কর্তৃপক্ষ ঃ

কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার কর্তৃক যথাযথভাবে গঠিত বোর্ড স্থায়ী অসামর্থ্য প্রমাণপত্র প্রদান করবে। এটা সুপারিশ করা হয়েছে যে অসামর্থ্য নির্ধারণের জন্য অন্ততপক্ষে জেলা পর্যায়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড থাকতে হবে। আরও সুপারিশ করা হয়েছে যে বোর্ডে অন্ততঃ তিনজন সদস্যকে থাকতে হবে যার মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্নায়ুতন্ত্রগত/দৃষ্টিগত/শ্রবণসংক্রান্ত ও বাক্‌শক্তিজনিত অসামর্থ্য মূল্যায়নের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রের অন্ততঃ একজন বিশেষজ্ঞ থাকবেন।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনরকম বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি আপিল মেডিক্যাল বোর্ড নিয়োগ করতে পারবেন বলেও সুপারিশ করা হয়েছে।

অসমর্থ্য ব্যক্তিদের জন্য সুবিধা ও ছাড় ঃ

সুপারিশ করা বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাজনকে বিবেচনায় রেখে, প্রতিবন্ধী মানুষদের নানান শ্রেণীর জন্য প্রাপ্তিযোগ্য সুযোগসুবিধা ও ছাড়গুলি রাজ্যসরকার ও বিভিন্ন বিভাগ/মন্ত্রককে বিনির্দ্দিষ্ট করে দিতে হবে। কমিটির সুপারিশমত, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) কম মাত্রায় অসামর্থ্য থাকলে সেই ব্যক্তিকে এই ধরনের কোন সুবিধা/ছাড় দেওয়া যাবে না।

বৃত্তি বা স্কলারশিপ, চাকুরীতে সংরক্ষণের মতন সুবিধা/ছাড় অন্য সব শ্রেণীভুক্ত প্রতিবন্ধীদের দেওয়া যাবে। শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনামূল্যে কিম্বা বিশেষ ছাড়ে সহায়ক সরঞ্জাম এবং যাতায়াত-ভাতার ব্যবস্থা থাকবে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে (ত্রি-ভাষা নীতি বা) ৩-ভাষা সূত্র সংশোধন করতে হবে যাতে শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী মানুষেরা একটি মাত্র ভাষা নিয়েই পড়াশোনা করতে পারেন।

এই সমস্ত সুপারিশের ভিত্তিতে সমাজ ও নারীকল্যাণ মন্ত্রক তিন ভাষাসমূহের নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য উপযুক্ত মন্ত্রকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রস্তাব আনবেন। কমিটির সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সমস্ত শ্রেণীভুক্ত সামান্যমাত্রার প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিথিলতা আনার জন্য সংশোধিত চিকিৎসা মানকে গ্রহণ করতে পারে, যাতে তাঁদের সামান্যমাত্রার অসামর্থ্যের কারণে এমন কোন

পরিস্থিতির মধ্যে না-পড়তে হয় যেখানে চাকুরীতে সংরক্ষণের সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হলেন, অথচ সাধারণ শ্রেণীর চাকরীতে প্রবেশের অধিকারও পেলেন না। চিকিৎসাসংক্রান্ত আইনেও পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে একটি চোখ হারানোকে কখনোই অযোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা যাবে না, যদি না কারিগরি প্রকৃতির একটি নির্দিষ্ট পদে এমন একজন প্রার্থীর প্রয়োজন হয়ে থাকে যিনি ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অথবা দুটি হাতই ব্যবহারে সমর্থ্য। জেলা-পর্যায়ে ঐ একই মেডিক্যাল বোর্ড অন্যভাবে একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য একজন একচক্ষু ব্যক্তিকে, কিম্বা তাঁর উপযুক্ততা পরীক্ষা করবে।

তিন ধরনের অসামর্থ্যের, প্রধাণত: দৃষ্টিগত, শ্রবণসংক্রান্ত বা অস্থিজনিত অক্ষমতাকে এইভাবে উল্লেখ করা যায় :

(ক)	সামান্য	৪০% (চল্লিশ শতাংশ)-এর কম
(খ)	মধ্যমাত্রার	৪০% (চল্লিশ শতাংশ)-এবং তার উর্ধে
(গ)	তীব্র	৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এবং তার উর্ধে
(ঘ)	চূড়ান্ত/সম্পূর্ণ	১০০% (এক শতাংশ)

হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের অসুখে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের জন্য চাকরীতে কোন সংরক্ষণ নাও থাকতে পারে। এই সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে টাইপ করা থেকে রেহাই দেওয়ার মতন অন্যান্য ছাড়ের কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

সংজ্ঞা/শ্রেণীবিভাজন/মূল্যায়ন পরীক্ষার ব্যাখ্যাসংক্রান্ত কোন বির্তক/সন্দেহ দেখা দিলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের স্বাস্থ্য-মহানির্দেশকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

যে-সব ব্যক্তির অক্ষমতা ৪০% (চল্লিশ শতংশ) এবং তার বেশী, তারাই প্রতিবন্ধী শ্রেণীভুক্ত হিসাবে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নিবন্ধীকরণের সুযোগ পাবেন, এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের চাকরীতে সংরক্ষণের জন্য বিবেচিত হবেন।

প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণে চিকিৎসকমণ্ডলী গঠন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সাধারণ প্রশাসন শাখা

নম্বর। এইচ/এফ/ও/জিএ১২৩৪/ডবলিউ -৩১/৯৮

কলকাতা, ৩০ জুন, ১৯৯৮

আদেশনামা

বর্তমান কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল বোর্ড চিকিৎসা পরীক্ষার যে সব কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছে সেগুলি হল (১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এবং তাদের উভয়েরই অধিগৃহীত সংস্থায় নিয়োগের জন্য সমস্ত শ্রেণীর প্রার্থীদের শারীরিক সুস্থতা নির্ণয় করা ; (২) শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসামর্থ্য নির্ণয় করা ; (৩) যখন যেভাবে প্রয়োজন অবসরভাতার লঘুকরণ ; (৪) চাকরী করে চলার লক্ষ্যে শারীরিক অক্ষমতার মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া। বিশালসংখ্যক এই ধরনের বিষয়গুলি যেরকম তৎপরতা দাবী করে—চালু পরিকাঠামোয় তা করে উঠতে পারা নিতান্ত কঠিন বলে সরকার কিছুদিন ধরেই কয়েকটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল বোর্ডের কিছু কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি বিবেচনা করে আসছেন। রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী আদেশনামার আংশিক সংশোধন করে, নিচে নির্দেশিত ছয়টি (৬) আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী, রাজ্যপালের আদেশ অনুযায়ী নির্দেশিত হয়েছেন। যে পাঁচজনকে নিয়ে প্রতিটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা

(১) (২) (৩) (৪)

হবে তাঁর মধ্যে একজন হবেন সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এবং বাকী চারজন থাকবেন চক্ষুচিকিৎসা, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যচিকিৎসা, অস্থিজনিত-শল্যচিকিৎসা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত চিকিৎসা বিভাগের প্রতিটি থেকে একজন করে। যাঁরা পদমর্যাদায় সহকারী অধ্যাপকের কম হবেন না। এবং তাঁরা চিকিৎসা শিক্ষক হিসাবে কাজ করবেন। নীচে আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ডের প্রত্যেকটিকে যে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সেগুলি ক্রমানুসারে নির্দেশ করে দেওয়া হল। যেখানে সহকারী অধ্যাপক, এমনকি মনোরোগবিদ-এরও কোন শিক্ষক পাওয়া যাবে না, সেখানে এম. ডি. অথবা ডি. পি. এম যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসা-আধিকারিক বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট একই সঙ্গে সভাপতি এবং বোর্ডের আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করবেন।

অঞ্চল	মেডিক্যাল বোর্ডের	অধিক্ষেত্র	দায়িত্ব সমূহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(ক)	আঞ্চলিক মেডিক্যাল পর্ষদ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বাঁকুড়া	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর	(ক) অবসর ভাতার লঘুকরণ সম্পর্কিত চিকিৎসা পরীক্ষা এবং যেখানে প্রয়োজন (খ) শারীরিক কারণে অকাল-অবসর প্রার্থনা করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং উভয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থায় কর্মচারীদের শারীরিক-সুস্থতা নির্ণয়ে চিকিৎসা-পরীক্ষা। এসবক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দপ্তরের ঠিকানার ভিত্তিতে, আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ডের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা হবে।
(খ)	আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বর্ধমান	বর্ধমান ও বীরভুম	ঐ
(গ)	মেডিক্যাল পর্ষদ আঞ্চলিক উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, দার্জিলিং	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ	ঐ
(ঘ)	মেডিক্যাল বোর্ডের আঞ্চলিক নাম অধিক্ষেত্র দায়িত্বসমূহ আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড এন. আর. এস. মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা	কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ঐ
(ঙ)	আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা	হাওড়া ও হুগলী	ঐ
(চ)	আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ড আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা	উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ	ঐ

রাজ্যপালের পরবর্তী নির্দেশক্রমে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল বোর্ড যেসব দায়িত্ব পালন করে যাবে (সেগুলি হচ্ছে) (১) রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও অধিগৃহীত সংস্থায় নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ('ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত) প্রার্থীদের শারীরিক সুস্থতা নির্ধারণের পরীক্ষা মেডিক্যাল কলেজেই হবে। উল্লিখিত বোর্ড মুখ্য কার্যালয়/কলকাতায় অবস্থিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরের 'গ' শ্রেণীভুক্ত সমস্ত প্রার্থীদের চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করবে।

(২) রাজ্যপাল আরও নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার বাইরে অবস্থিত রাজ্যসরকারের আঞ্চলিক দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত কর্মচারীর নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য চিকিৎসা-আধিকারিক তাঁদের প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

(৩) রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা/মহাকুমার জেলা হাসপাতাল ও মহাকুমা হাসপাতালে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসামর্থ্য নির্ণয়ের পরীক্ষা চলবে। কলকাতার ক্ষেত্রে, পরবর্তী আদেশনামা বলবৎ না-হওয়া পর্যন্ত আদেশনামা-নম্বর-এইচ-এফ/ও/জিএ/১০৭/ডব্লু—০২-৯৮ তারিখ ১৫-১-৯৮ এ উল্লিখিত বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকবে।

(৪) রাজ্যপাল আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে কলকাতার বাইরের কেন্দ্রীয় সরকারি 'চতুর্থ' শ্রেণীর কর্মিদের নিয়োগের জন্য প্রার্থীর (বা প্রার্থীদের) বাড়ির ঠিকানার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য চিকিৎসা-আধিকারিক তাঁর (বা তাঁদের) শারীরিক পরীক্ষা করবেন। কলকাতার 'চতুর্থ' শ্রেণীর কর্মিদের শারীরিক পরীক্ষা করবেন হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এবং/কিম্বা মহাকরণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসা আধিকারিক।

(৫) তাসত্ত্বেও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে, প্রার্থী (নিয়োগের ক্ষেত্রে) এবং কর্মচারী মারা অথবা অকালঅবসর চাইছেন এবং ইতোমধ্যেই চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ডে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ডে হাজিরা দেবেন এবং ওই বোর্ডের তরফ থেকেই চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে।

(৬) আঞ্চলিক মেডিক্যাল বোর্ডগুলি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রতি পনের দিনে দুবার মিলিত হবে। জরুরী পরিস্থিতিতে, বোর্ড প্রয়োজন অনুসারে যতবার খুশী মিলিত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তার অনুমোদনক্রমে বোর্ডের সদস্য নির্বাচন হবে।

যে কোন ধরনের বিতর্কের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও পদাধিকারবলে সচিবের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(৭) বর্তমানে প্রার্থী পিছু ১৬.০০ টাকার বদলে, নতুন প্রার্থীদের ধরে, প্রার্থী পিছু চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য ৪০.০০ (চল্লিশ টাকা) ফী ধার্য করার যে নির্দেশ রাজ্যপাল দিয়েছেন তার মধ্যে ১০.০০ (দশ টাকা) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার খসড়া (ড্রাফট) অথবা "২২১০ মেডিক্যাল রিসিপ্ট নন-প্ল্যান-ডব্লু. বি.—" খাতে কোষাগার চালানোর মাধ্যমে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে এবং বাকী ৩০.০০ (ত্রিশ টাকা) সভাপতি/আহ্বায়ক সহ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে জমা দিতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নগদে কিম্বা কোষাগার চালানোর মাধ্যমে এই ব্যাপারে কোনরকম জমা দিতে হবে না। এই ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

মেডিক্যাল বোর্ডের কাজ চালানোর জন্য কোন অতিরিক্ত কর্মীনিয়োগ মঞ্জুর করা যাবে না। ২৮-৪-১৯৯৮ তারিখের চিঠি নম্বর—এইচ এফ/ও/জিও/৯০১/ডব্লু ৩১/৯৮-এ প্রচারিত এই দপ্তরের আদেশনামা এতদ্বারা বাতিল করা হল।

স্বাক্ষর

উপ-সচিব

কলকাতা জেলার জন্য চিকিৎসক মণ্ডলী গঠন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সাধারণ প্রশাসন শাখা

নং—এইচ এফ/ও/জিও/১০৭/ডব্লু —০২/৯৮ তারিখ— ১৫-১-১৯৯৮

আদেশনামা

বর্তমানে, কলকাতা অঞ্চলের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রমাণপত্র কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের তরফে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক গঠিত একটি মেডিক্যাল বোর্ডের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে।

সম্প্রতি, এটি নোটিশে এসেছে যে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এখনকার কাজকর্ম ও রীতিনীতির অবস্থা লক্ষ্য করে—ঠিক সময়ে বিরাট সংখ্যক প্রতিবন্ধী প্রমাণপত্র প্রদান করার মত সুযোগ ও পরিস্থিতি উল্লিখিত কলেজ কর্তৃপক্ষের নেই।

সযত্ন বিবেচনার পরে, সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এখন থেকে এই বিষয়ে দ্রুত পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে হলে প্রতিবন্ধী-প্রমাণপত্র প্রদানের কাজ প্রতিবন্ধী-পর্যদের উপর ন্যস্ত করা হতে পারে। নিম্নলিখিত এলাকাগুলির জন্য এই ধরনের বিষয়গুলি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা আধিকারিকদের নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত বোর্ড গঠন করা হবে।

ক্রমিক সংখ্যা	হাসপাতালের নাম	হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ওয়ার্ডের সংখ্যা	সর্বমোট সংখ্যা
০১	আজ.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	১-৩৫	৩৫
০২	মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	৫৫ ও ৫৯ নম্বর ওয়ার্ড বাদে ৩৫ থেকে ৭১	৩৫
০৩	এন.আর. এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	৭২ থেকে ১০৬ + ওয়ার্ড নম্বর ৫৫	৩৬
০৪	ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	১০৭ থেকে ১৪১ + ওয়ার্ড নম্বর ৫৫	৩৬
			সর্বামোট : ১৪১

এই উদ্দেশ্যে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার জন্য প্রতি মাসে দুবার মিলিত হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা বোর্ডের কাছে ওয়ার্ড কমিশনারের এমন প্রমাণীকৃত প্রমাণপত্র পেশ করবেন যেখানে সেই প্রার্থী যে ওই কমিশনারের ওয়ার্ডেরই অধিবাসী—এই মর্মে উল্লেখ করা থাকবে।

সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্ট মেডিক্যাল বোর্ডের আহ্বায়ক ও সভাপতি হবেন। তিনি পর্যদের কাজে বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাবেন। সুপারিনটেনডেন্ট নোটিশ বোর্ডে তাঁর অধিক্ষেত্রের ওয়ার্ড বিষয়ে প্রজ্ঞাপিত করবেন।

সুপারিনটেনডেন্ট পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতাগুলি বিবেচনার পর তাঁর ওয়ার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের চূড়ান্ত শংসাপত্র প্রদান করবেন। এই বিষয়ে প্রচারিত পূর্ববর্তী আদেশগুলি বাতিল করে এই আদেশনামাটি প্রদত্ত হল।

(আর. কে. এস ঝালা)

প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের মানসিক হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত কমিটি গঠন সংক্রান্ত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
এম. এস. শাখা

নম্বর—এইচ. এফ/ও/এম.এস./১০১৬/৬ এম —৫১/৯৭ তারিখ কলিকাতাঃ ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

প্রেরক : যুগ্ম-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সমীপেষু : স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : পশ্চিমবঙ্গের মানসিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য রোগী নির্বাচনের কমিটি।

স্মারকলিপি

নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৮-৮-১৯৯৬ তারিখের স্মারকলিপি নম্বর—এইচ. এফ/এম. এস/৭৭৫/৩ সি —৫/৯৬-এর দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি এই ঘোষণা করতে নির্দেশিত হয়েছেন যে নীচে উল্লিখিত সদস্যদের নিয়ে রাঁচির 'রাঁচি মানসিক আরোগ্যশালা ' এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য মানসিক রোগীদের নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি (মানসিক পর্ষদ) পুনর্গঠিত করতে রাজ্যপাল সম্মত হয়েছেন।

(১) ড. (শ্রীমতী) ঝর্ণা বোস অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ———————— সভাপতি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা।

(২) ড. (শ্রীমতী) শ্রীলেখা বিশ্বাস————————সদস্য অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ। আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা

(৩) ড. (শ্রীমতী) মালতী ঘোষ————————সদস্য অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা।

(৪) সহ-স্বাস্থ্য অধিকর্তা (মানসিক)———————— সদস্য সচিব

২. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য আবেদনপত্রের মধ্যে থেকে রোগী নির্বাচন করবে এই কমিটি। রাঁচি মানসিক আরোগ্যশালা এবং সি. আই. পি.-র ভর্তি হওয়ার যে নির্দেশিকা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সেই অনুসারে রাঁচি মানসিক আরোগ্যশালায় ভর্তি হওয়ারও সুপারিশ করবে এই কমিটি।

৩. রাজ্যপাল হাসপাতালে মানসিক রোগীদের ভর্তির জন্য উল্লিখিত কয়েকটি নির্দেশিকা চালু করতে সম্মত হয়েছেন :

(১) হাসপাতালে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রত্যেক রোগীর অভিভাবককে একটি রেশন কার্ড/পরিচয়-পত্র/শনাক্তকরণ প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্রের সঙ্গে রোগী ও তাঁর অভিভাবকের একসঙ্গে তোলা একটি ছবি জুড়ে দিতে হবে।

(৩) রোগীর অসুস্থতা নির্দেশ করে একজন 'সরকারী মানসিক রোগসংক্রান্ত আধিকারিকের, দেওয়া একটি প্রমাণপত্র—ভর্তির প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

এই শর্ত অবশ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে হাসপাতালে ভর্তি-হওয়া এন. সি. এল (NCL) -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(৪) কোন একটি সভায় যদি সুপারিনটেনডেন্ট অথবা মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসা আধিকারিকের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কমিটি তাঁকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলতে পারে।

(৫) কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচি নীচের উল্লেখমত স্থির করা হয়েছে :

(ক) সুপারিনটেনডেন্টের পক্ষ থেকে সরাসরি ভর্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে মানসিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য প্রতিটি আবেদনপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে এই কমিটি।

(খ) কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে যে কোন-সময়ে রোগীকে ভর্তি করে নিতে হবে।

(গ) প্রত্যেক হাসপাতালের শূন্যশয্যা-পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিটি তাদের সুপারিশগুলির চূড়ান্ত রূপ দেবে।

(ঘ) কমিটি মানসিক প্রতিবন্ধীদের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করে এবং সহ-স্বাস্থ্য-অধিকর্তা (মানসিক) এতদ্বারা মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের স্বার্থে রেলওয়ে ছাড় এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে দেওয়া পরিচয়পত্রের উপর স্বাক্ষর দিতে এবং এই সম্পর্কিত প্রমাণপত্র প্রদান করতে অধিকার প্রাপ্ত হলেন।

স্বাক্ষর
অস্পষ্ট
যুগ্ম-সচিব

প্রতিবন্ধীদের সরকারী চাকুরীতে পদোন্নতি সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা

নং—৩৬০৩৫/৮/৮৯ ইএসটিটি —(এস সি টি)

ভারত সরকার

কর্মচারীবৃন্দ, জন অভিযোগ ও অবসরভাতা মন্ত্রক কর্মচারীবৃন্দ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

নয়াদিল্লী, ২০ নভেম্বর, ১৯৮৯

সরকারী স্মারক লিপি

বিষয় : পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ হওয়া পদে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই ঘোষণা করতে নির্দেশিত হয়েছেন যে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ হওয়া পদগুলিতে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে সংরক্ষণ চালু করার একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং কখন পদোন্নতি কার্যকর করা হবে সেই ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) ‘চতুর্থ’ শ্রেণীর মধ্যে (খ) ‘চতুর্থ’ শ্রেণী থেকে ‘তৃতীয়’ শ্রেণী পর্যন্ত এবং (গ) ‘তৃতীয়’ শ্রেণীর মধ্যে—শারীরিক, শ্রবণ সংক্রান্ত এবং অস্থিজনিত, এই তিন শ্রেণীভুক্ত প্রতিবন্ধীদের কাছে সংরক্ষণের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। অবশ্য, সংরক্ষণের প্রয়োগসাধ্যতা সীমিত থাকবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যথাযথ শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীদের পূরণ করা যা অধিকৃত যে পদগুলি যথোপযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই পদগুলিতে পদোন্নতি হওয়ার ক্ষেত্রেই।

(২) শারীরিক প্রতিবন্ধীদের তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি থেকে একজন করে ব্যক্তিকে সংরক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া হবে। যদিও সংরক্ষণের সুবিধা কার্যকরী হবে শুধুমাত্র সেইসব পদগুলিতেই যেগুলি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যথাযথ শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীদের উপযুক্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে ; শূন্যপদের সংখ্যা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে যখন অচিহ্নিত ও চিহ্নিত দুই ধরনের পদেই একটি নিয়োগ-বর্ষে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ হতে থাকা শূন্যপদের সর্বমোট সংখ্যা বিবেচনায় এনে এই জাতীয় পদোন্নতির জন্য চিহ্নিত পদগুলি গণনা করা হবে। চিহ্নিত পদগুলির পরবর্তী উচ্চতর বর্গে পদোন্নতি ঘটা পদের থেকে সরবরাহকর বর্গে (FEEDER GRADE) শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শ্রেণীভুক্ত প্রার্থী যদি না পাওয়া যায়, তাহলে যে শর্তসাপেক্ষে আন্তঃবিনিময়ের অনুমতি দেওয়া হবে——পদোন্নতি ঘটবে সেখানে (ক) ঐ পদে যেখানে এককথায়, পদোন্নতি ঘটবে যেখানে সরবরাহকর বর্গে প্রাপ্তিযোগ্য শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রেণীর পক্ষ থেকে ঐ পদ অধিকৃত থাকতে পারে ; এবং (খ) এইভাবে বিনিময় হওয়া সংরক্ষণ-ব্যবস্থা পরবর্তী তিনটি নিয়োগ বর্ষে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর রদ করে দেওয়া হবে।

(৩) এই আদেশনামাগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য অর্থ মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শ্রীমতী কে. এন. আর
কারথাইয়ি আনি।
(Smt. K. N. R. Karthaiyani)
অধিকর্তা (জে সি এ) JCA

দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা সংক্রান্ত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ (কল্যাণ শাখা)
মহাকরণ, কলি - ১

নং ৭৭৬০ - এস. ডব্ল্যু/৫ পি - ২৩/৭২ তারিখ ঃ ২৯ অক্টোবর, ১৯৭৩

প্রেরক ঃ শ্রী এস. বি. সরকার
সহ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহা হিসাবরক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সমীপেষু

মহাশয়,

১। রাজ্যপালের আদেশক্রমে জানানো হচ্ছে যে এযাবৎ রাজ্য সরকার দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছিলেন। বর্তমানে রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে পশ্চিমবঙ্গ সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহায়তা আইন,১৯৭৩ অনুমোদন করা হচ্ছে। আইনের প্রতিলিপি সঙ্গে গ্রথিত হল।

২। বর্তমান আর্থিক বর্ষের ব্যয় "৭১ — বিবিধ — অন্যান্য বিবিধ ব্যয় - উন্নয়ন পরিকল্পসমূহ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা — সমাজকল্যাণ — প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন — সহায়ক অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ সহায়তা" খাতে বিকলনীয়।

৩। অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে (ইউ. ও. নং. বি — ৮/১৬৫২ তারিখ ২২।৬।৭৩ দ্রষ্টব্য) এই আদেশ নামা প্রকাশ করা হচ্ছে।

ভবদীয়
স্বাক্ষর/
এস. বি. সরকার
সহ-সচিব

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহায়তা আইন

সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা

১। এই আইনকে পশ্চিমবঙ্গ সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহায়তা আইন,১৯৭৩ বলা যেতে পারে।

২। এই আইনে প্রসঙ্গবশত অন্য অর্থ আবশ্যক না হলে

(ক) 'আবেদন' শব্দের অর্থ সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা সংক্রান্ত আবেদন

(খ) 'নিদর্শ' শব্দের অর্থ এবিষয়ে সরকার নির্দিষ্ট নিদর্শ

(গ) 'আত্মীয়' শব্দের অর্থ

(১) বাবা অথবা মা

(২) স্বামী, স্ত্রী

(৩) ভাই

(৪) পুত্র, অবিবাহিত কন্যা

(ঘ) 'উপার্জন' শব্দের অর্থ সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তার জন্য আবেদনকারীর বা তাঁর আত্মীয় বা আত্মীয়বর্গের উপার্জন।

সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা গ্রহণ করার শর্তাদি

৩। ১) নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে একজন ব্যক্তি সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা গ্রহণ করার যোগ্য ঃ

ক) তাঁকে বা তাঁর মা-বাবা বা অভিভাবককে আবেদনের তারিখ ধরে কমপক্ষে দশ বছর পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে।

টীকা ঃ ১ নং উপবিধি অনুযায়ী 'ক' অংশে উল্লিখিত বসবাসের সময়সীমা সম্পর্কিত শর্ত শিথিল করার অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

খ) উপার্জন (যদি কিছু থাকে) যথেষ্ট না হওয়ার ফলে সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহে অসামর্থ্য।

গ) স্বাভাবিক সমাজজীবনে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা দানে তাঁর আত্মীয় বা আত্মীয়বর্গের অসামর্থ্য।

২। এই আইনে পেশাদার ভিক্ষুক বা আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিরা সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা লাভের উপযুক্ত নন। যে সমস্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ না করলেও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের থেকে সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা অন্যান্য উপযুক্ততা সাপেক্ষে সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা গ্রহণ করার যোগ্য। এই সহায়তার উদ্দেশ্য সমাজে তাঁদের পুনর্বাসন।

সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা গ্রহণ কারীদের শ্রেণী বিভাগ

৪। ১। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা দেওয়া যেতে পারে ঃ

১। অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

২। দৃষ্টিহীন এবং

৩। মূক ও বধির

২। সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা করা হবে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে, আর্থিকভাবে নয়। নিচে প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিভাগ ও যে সকল সামগ্রী তাঁদের দেওয়া হবে তার তালিকা দেওয়া হল।

প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিভাগ	প্রদেয় সামগ্রী
১) অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী	কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ক্রাচ, হস্তচালিত ট্রাই -সাইকেল
২) দৃষ্টিহীন	হারমোনিয়াম (উপযুক্ত কণ্ঠশিল্পীদের জন্য), বই (ব্রেইল পদ্ধতি) এবং অন্ধদের পক্ষে উপযুক্ত অন্যান্য উপকরণ।
৩) মূক ও বধির	শ্রুতি-সহায়ক যন্ত্রাদি।

টীকা ঃ উপরে ২ নং উপবিধিতে (১) থেকে (৩) নং খন্ডে যে সমস্ত সামগ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব ছাড়া উপরোউক্ত শ্রেণীভুক্ত সকল স্ত্রী বা পুরুষ লেখাপড়ার জন্য বই এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী বা যন্ত্রাদি পাওয়ার যোগ্য।

৫। ১) কলকাতা ডাক পরিষেবা এলাকা বহির্ভূত ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের দপ্তর থেকে বিনামূল্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। কলকাতা ডাক পরিষেবা এলাকার অন্তর্গত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই আবেদনপত্র বিনামূল্যে রাজ্য সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার দফতর, মহাকরণ, কলকাতা থেকে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র দাখিল

২। সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তার জন্য আবেদন জেলা শাসক বা রাজ্য সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, মহাকরণ উদ্দেশ্যে লিখিত নির্দিষ্ট আবেদনপত্রের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

৬। ১) আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার পর জেলাশাসক যথাশীঘ্র সম্ভব তদন্তের ব্যবস্থা করবেন এবং যথাযথ বিবেচনার পর আবেদনপত্রটি তদন্ত প্রতিবেদন ও নির্দিষ্ট সুপারিশসহ রাজ্য সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে চূড়ান্ত আদেশনামার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। আবেদনপত্রের সত্যতা নির্ধারণ

২) রাজ্য সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, মহাকরণ কলকাতা ডাক পরিষেবা এলাকার অন্তর্গত ব্যক্তিদের থেকে গৃহীত আবেদনপত্রের সত্যতা নির্ধারণের পর চূড়ান্ত আদেশনামা প্রদান করবেন।

৭। ১) অনুমোদিত সহায়তার ক্ষেত্রে জেলায় আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিকের দায়িত্বে থাকবেন জেলাশাসক। ব্যয়

২) কলকাতা ডাক পরিষেবা এলাকায় সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা সহায়তা অনুমোদন এবং আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) আবেদনকারী সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ে সহায়তা অনুমোদনের যোগ্য এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলে, (৫) ও (৬) নং আইনে কোন উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও সরকার, জেলাশাসক বা রাজ্য সমাজকল্যাণ অধিকর্তার কাছে না পাঠিয়ে, নিজেই সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তার জন্য কোন আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিবেচনা করতে পারেন।

৪) সকল ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৮। জেলা শহরগুলিতে সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া নাও যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে যোগ্য আবেদনকারীদের সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য/পরিমাপ দেওয়ার জন্য এবং তা বুঝে নেওয়ার জন্য কলকাতায় আসতে হবে। সব প্রার্থীর পক্ষে রাহাখরচ যোগাড় করা সম্ভব নয় বলে সরকার প্রয়োজন হলে ন্যুনতম বেতন গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে রাহাখরচ জোগাবেন।

৯। সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই দেওয়া হবে যাঁদের ওই সহায়তার মাধ্যমে ভবিষ্যত পুনর্বাসন সম্ভব। তাই সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তার জন্য আবেদনকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবেদনপত্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য কৃত্যকের অধীন কোন চিকিৎসা আধিকারিকের কাছ থেকে এই মর্মে শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। শংসাপত্রে প্রতিবন্ধকতা বা অসামর্থ্যের প্রকৃতি এবং কি ধরনের সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তা প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক সহায়তার জন্য চিকিৎসকের শংসাপত্রের নিদর্শ শংসিত করা হচ্ছে যে আমি শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী .... কে বয়স .... পিতা/স্বামী .... নিবাস .... আজ পরীক্ষা করেছি, দেখেছি যে শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী .... অন্ধ/বধির এবং মূক / অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং তাঁর এই প্রতিবন্ধকতা .... সীমাবদ্ধ।

প্রকাশ থাকে যে তাঁর অঙ্গ বৈকল্য জন্মগত/ দুর্ঘটনাজনিত/ ব্যাধিজনিত এবং আমার মতে এই অঙ্গবৈকল্য ঔষধ, অঙ্গ সংবাহন, বা আরোগ্যকর ব্যায়ামের সাহায্যে নিরাময়যোগ্য নয়।

আমার বিশ্বাস যে একটি .... প্রদান করলে ব্যক্তিগত এবং সমাজিক দায়বদ্ধতা নির্বাহের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

পরীক্ষিত ব্যক্তি .... স্বাক্ষর/বাম হস্তের প্রত্যয়িত করা হল।

স্বাক্ষর/বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ
পরীক্ষা করা হল

চিকিৎসা আধিকারিকের স্বাক্ষর
অফিসের সীলমোহর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমাজ কল্যাণ অধিকার

৪৫, গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ১৩

কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহায়ক যন্ত্রের জন্য প্রতিবন্ধীর আবেদনপত্র

(আবেদনপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। কলকাতা ডাকঘরের অধীনে বসবাসকারী প্রার্থী আবেদনপত্রটি ৪৫ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলকিাতা-১৩ এই ঠিকানায় সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার দপ্তরে জমা দেবেন। অন্য জায়গায় বাস করলে আবেদন পত্রটি সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও. বা পৌর প্রদানের মাধ্যমে জেলা শাসকের দপ্তরে জমা দিতে হবে।)

১। আবেদনকারীর ঃ
(ক) পুরো নাম ঃ শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী ঃ
(খ) ঠিকানা ঃ
(গ) জন্ম তারিখ ঃ
(ঘ) পিতার নাম ঃ
(ঙ) স্বামীর নাম ঃ
বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে)
(চ) অভিভাবকের নাম ঃ
(পিতা - মাতা বা স্বামী মৃত হলে)
ঠিকানা ঃ
(ছ) অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

২। আবেদনকারী কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা সহায়ক যন্ত্র কোন্ ঠিকানায় পেতে ইচ্ছুক ঃ

৩। আবেদনকারী তফসিলী/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা ঃ

৪। আবেদনকারী কোন্ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা ঃ

৫। আবেদনকারী ভারতীয় নাগরিক কিনা ঃ

৬। দৈহিক প্রতিবন্ধকতার বিবরণঃ

(স্পষ্ট করে লিখতে হবে আবেদনকারী দৃষ্টিহীন, মূক-বধির অথবা অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী কিনা। সংলগ্ন ফর্মে কোন সরকারী হাসপাতাল থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার প্রমাণপত্র অবশ্যই দিতে হবে। প্রমাণপত্রে চিকিৎসক উল্লেখ করবেন কি ধরনের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সহায়ক যন্ত্র আবেদনকারীর প্রয়োজন।)

৭। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা / মান ঃ

৮। আবেদনকারী কর্মরত হলে ঃ
(ক) পেশা ঃ
(খ) মাসিক আয় ঃ
(গ) প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৯। আবেদনকারী অন্য কোন্ সূত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে
(ক) আর্থিক সাহায্যের সূত্র ঃ
(খ) কি উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ঃ
(গ) মাসিক সাহায্যের পরিমাণ ঃ

১০। আবেদনকারী যদি বেকার হন এবং কোন্ কর্মসংস্থান কেন্দ্রে তাঁর নাম নথীভুক্ত করে থাকেন ঃ
(ক) কর্মসংস্থান কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ
(খ) তারিখ সহ রেজিঃ নম্বর ঃ
(গ) পুনর্নবীকরণের তারিখ ঃ

১১। আবেদনকারীর পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের যেমন - স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা ইত্যাদির বিবরণ ও মাসিক আয় -

	নাম	বয়স	আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	পেশা	মাসিক আয়
১)					
২)					
৩)					
৪)					
৫)					
৬)					
৭)					
৮)					
৯)					
১০)					

পরিবারের মোট মাসিক আয় টাকা

১২) যদি নিজের পিতা-মাতার, স্বামীর অথবা পরিবারবর্গের কারও কোন আয় না থাকে তাহলে আবেদনকারীর ভরণপোষণ কিভাবে চলছে -

১৩) কি ধরনের কৃত্রিম অঙ্গ/সহায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন তার বিবরণ ঃ

১৪) পূর্বে এই ধরনের কৃত্রিম অঙ্গ/সহায়ক যন্ত্রের জন্য আবেদন করে পেয়ে থাকলে পাওয়ার তারিখ ....
এবং সেই কৃত্রিম অঙ্গ/সহায়ক যন্ত্রের বিবরণ। ....
আমি অঙ্গীকার করছি উপরে লিখিত সমস্ত তথ্যই নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসই
তারিখ

শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী .... র দেওয়া উপরের সমস্ত তথ্যই সত্য বলে আমি স্বীকার করছি এবং ঘোষণা করছি প্রার্থিত কৃত্রিম অঙ্গ/সহায়ক যন্ত্র ক্রয়ের আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই।

আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/অভিভাবকের
স্বাক্ষর/টিপসই

সুপারিশকারী আধিকারিকের প্রতিবেদন

(কৃত্রিম অঙ্গ বা সহায়ক যন্ত্রের জন্য সুপারিশ করা হলে স্থানীয়ভাবে সম্ভব কিনা উল্লেখ করতে হবে।)

তারিখ ....

সুপারিশকারীর স্বাক্ষর/ জেলা শাসকের স্বাক্ষর

যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভর্তি সংক্রান্ত আদেশনামা

বি. টেক/বি. আর্ক/বি. ফার্ম/সুসংহত এম. এস. সি ও এম. টেক পাঠক্রম

ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজি

মুম্বই, দিল্লি, কানপুর, খড়্গপুর, মাদ্রাজ

ও

ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজি

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী

ভর্তির শাখাসমূহ :

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শ্রেণীর দুটি আসন যুদ্ধ বা শান্তি রক্ষার্থে কাজ করার সময় নিহত বা স্থায়ী প্রতিবন্ধী সামরিক/আধা
(ক) সামরিক কর্মীর সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অবশ্য তাদের যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হবে এবং সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য শিক্ষাগত যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই আসনগুলির কোনটি শূন্য থাকলে তা সাধারণ শ্রেণীর অন্যান্য যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে পূরণ করা হবে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শ্রেণীর একটি আসন ভারত সরকার নির্দেশিত শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
(খ) এই শ্রেণীর প্রার্থীদের অবশ্য যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হবে এবং সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাদের পাঠক্রম অনুযায়ী পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই।

পরামর্শদান, ডাক্তারি পরীক্ষা ও আসন বণ্টন

যেসব প্রতিবন্ধী আবেদনকারী যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষার মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাদের ডাক যোগে সর্বভারতীয় মেধার ভিত্তিতে অবস্থান জানানো হবে এবং মেধা তালিকা অনুযায়ী পরামর্শদান ও ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। যেসব প্রার্থীদের নাম মেধা তালিকায় নেই তাদের কোন সংবাদ দেওয়া হবে না। শারীরিক প্রতিবন্ধী শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য পরামর্শদান আই আই টি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। পরামর্শদান কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রার্থীরা (শারীরিক প্রতিবন্ধী) বাড়ি থেকে যাতায়াত-রেলভাড়া পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যে শিক্ষাক্রমে প্রার্থী ভর্তি হতে চাইছেন সেই পাঠক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থীর প্রতিবন্ধকতার মাত্রা কোন অন্তরায় হবে না সেই মর্মে সক্ষমতার একটি শংসাপত্র যথাযথভাবে গঠিত কোন একটি মেডিক্যাল বোর্ডের থেকে নেওয়া থাকা চাই, যা আই আই টি দিল্লিতে পরামর্শ গ্রহণের সময় লাগবে।

<u>শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং/টেকনোলজিক্যাল ও মেডিক্যাল/ডেণ্টাল কলেজে ভর্তির জন্য যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার নিয়ম-কানুন/নির্দেশাবলী</u>

(১) প্রতিবন্ধী কোটায়

এই ধরণের পাঠক্রমে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম এই বিষয়টি নির্দেশ করে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে নেওয়া একটি শারীরিক প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রার্থীকে যুগ্ম পরীক্ষার আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। প্রার্থীর সক্ষমতার বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের যে কোন সরকারি হাসপাতালের অস্থি-চিকিৎসা বিভাগের প্রধানের দ্বারা শংসিত হওয়া চাই। কোটা-সরকারি ইঞ্জিনীয়ারিং

কলেজগুলিতে ২টি আসন।

অসংরক্ষিত আসন ছাড়া সারা- ভারতের ভিত্তিতে পৃথক কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

প্রতিবন্ধী পোষ্যদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় (মূল আয় থেকে বাদ) (১৯৯০-৯১ কর নির্ধারণ বর্ষ থেকে ৮০ ডিডি ধারা প্রযোজ্য হবে)

১৯৯১-৯২ কর-নির্ধারণ বর্ষ থেকে ৮০ ডিডি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী ভারতে বসবাসকারি একক ও একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি কোন স্থায়ীভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী (অন্ধসহ) বা মানসিক প্রতিবন্ধীর চিকিৎসা (নার্সিং সহ), প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করেন তবে এতদর্থে নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী ৬০০০ টাকা তার মূল আয় থেকে বাদ দেওয়া হবে। যেসব করদাতার মোট বার্ষিক আয় এই বাদ দেওয়ার পর ১,০০,০০ টাকার অধিক নয় তারাই কেবল এই সুবিধা পাবেন। এই বাদ তারাই পাবেন যদি তিনি শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মীয় হন অথবা একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের সদস্য হন এবং উভয় ক্ষেত্রেই তারা করদাতার সম্পূর্ণ পোষ্য হন। পুনরায় পোষ্য আত্মীয়ের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি যেখানে যেমন প্রযোজ্য সেই অনুযায়ী, সরকারি হাসপাতালে কর্মরত কোন এক জন চিকিৎসক, শল্যবিদ, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারা শংসিত হতে হবে।

"সরকারি হাসপাতাল" এই অভিব্যক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সরকারি কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য কোন সরকারি বিভাগ-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পুর্ণ সময়ের বা আংশিক সময়ের একটি বিভাগীয় ডাক্তারখানা এবং অনুরূপ একটি হাসপাতাল।

১০৭.২৯ সম্পূর্ণ অন্ধ বা শারীরিক প্রতিবন্ধী আবাসিকের ক্ষেত্রে মূল আয় থেকে বাদ (৮০ ইউ ধারা দেখুন)

একজন সম্পূর্ণ অন্ধ বা স্থায়ীভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী আবাসিক ব্যক্তির তার করযোগ্য আয়ের হিসেব থেকে ২০,০০০ টাকা বাদ পাবেন। (১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ কর-নির্ধারণ বর্ষে ২০০০ টাকা, ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৮০-৮১ নির্ধারণ বর্ষে ৫০০০ টাকা এবং ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৭-৮৮ নির্ধারণ বর্ষে ১০০০০ টাকা ও ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯১-৯২ নির্ধারণ বর্ষে ১৫০০০ টাকা)।

১০৭-২৯-১ যেসব ব্যক্তি আয়ের ক্ষেত্রে বাদ পাওয়ার যোগ্য, যেসব আবাসিক ব্যক্তি (পূর্ববর্তী বৎসরের শেষে) এতদর্থে পর্ষৎ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা (অন্ধত্বসহ) বা মানসিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন এবং যার ফলে ঐ ব্যক্তির সাধারণ কাজকর্ম করা বা কোন লাভজনক চাকুরি/পেশায় বহাল হওয়ার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, তারাই ৮০-ইউ ধারা অনুযায়ী আয়ের ক্ষেত্রে বাদ পাওয়ার যোগ্য হবেন।

১০৭-২৯-২ শংসাপত্র—আয় থেকে এই বাদ পাওয়া করে যদি বিষয়টি কেবল সরকারি হাসপাতালে কর্মরত একজন চিকিৎসক, শল্যবিদ, চক্ষুবিশেষজ্ঞ বা একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, যার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তার দ্বারা শংসিত হওয়া চাই। ৮০-ইউ ধারা বলে প্রথম কর নির্ধারণ বর্ষের আয় থেকে আয় বাদ দিতে চাইলে ঐ শংসাপত্র কর-নির্ধারণকারী আধিকারিকের কাছে পেশ করতে হবে। ১ এপ্রিল, ১৯৯২-এর ঠিক আগে ৮০-ইউ ধারার সংস্থান অনুযায়ী যিনি ইতোমধ্যে শংসাপত্র পেশ ক রেছেন তাদের আর এই শংসাপত্র দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১০৭-২৯-৩ বোর্ড কর্তৃক গঠিত আইন—বোর্ড ৮০-ডিডি ও ৮০-ইউ ধারার নিমিত্ত নিম্নলিখিত আইন তৈরি করেছে : স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা—যদি নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর যে কোন একটির মধ্যে এই স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিষয় পড়ে তবে সেটিকে স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ধরা হবে, যেমন :

(ক) কোন একটি অঙ্গে ৫০ শতাংশের বেশি স্থায়ী দৈহিক অক্ষমতা, অথবা

(খ) দুটি বা তার বেশী অঙ্গে ৬০ শতাংশের বেশি স্থায়ী দৈহিক অক্ষমতা, অথবা

(গ) ৭১ ডেসিবেল অথবা তার বেশি কম্পাঙ্কে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা সহ স্থায়ী বধিরতা অথবা

(ঘ) কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী অবলুপ্তি।

দৃষ্টিহীনতা—দৃষ্টিহীনতা বা অন্ধত্বকে স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হিসাবে গণ্য করা হবে, যদি তা নিরাময়যোগ্য না হয় এবং যদি তা নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত হয় :

সবকটিই সংশোধিত

শ্রেণী	ভাল দৃষ্টিশক্তি	খারাপ দৃষ্টিশক্তি
১.	৬/৬০-৪/৬০ দৃষ্টিক্ষেত্র ১১০-২০	৩/৬০ থেকে ০ পর্যন্ত
২.	৩/৬০ থেকে ১/৬০ অথবা দৃষ্টিক্ষেত্র ১০০	এফ ক্যাট (F. Cat.) ১ ফুট থেকে শূন্য
৩.	এফ ক্যাট, ১ ফুট থেকে শূন্য বা, দৃষ্টিক্ষেত্র ১০০	এফ ক্যাট ১ ফুট থেকে শূন্য অথবা
৪.	দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি	দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি

মানসিক প্রতিবন্ধকতা : ওয়েশস্‌ল্‌ ক্রমানুসারে ১০০ গড় ধরে এবং ১৫ ব্যত্যয় মান বাদ দিয়ে বুদ্ধ্যংক যখন ৫০-এ দাঁড়ায়, সেই অবস্থাতেই মানসিক প্রতিবন্ধকতা বোঝাবে।

* ১৯৯৩-৯৪ কর-নির্দ্ধারণ বর্ষ থেকে ৮০ ডি ডি ধারায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

(১) আয় থেকে ৬০০০ টাকা থেকে ১২০০০ টাকা পর্যন্ত বাদ দেওয়া হবে।

(২) ১ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে না এমন আয় সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ছাড়ের যে বিধিনিষেধ ছিল, তা তুলে দেওয়া হ'ল।

নং ৩৯০২২/১/৮৫-ই এস টি টি (বি)

ভারত সরকার

কর্মচারী ও প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক সংস্কার এবং জন অভিযোগ মন্ত্রক

ও

কর্মচারী ও প্রশিক্ষণের অবসরভাতা বিভাগ

নয়াদিল্লি, ডিসেম্বর ৩, ১৯৮৫

কার্যালয় স্মারক

বিষয় : দৈহিক প্রতিবন্ধী-পরীক্ষা বাবদ এবং আবেদনপত্র বাবদ ফী ছাড়

নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাতে নির্দেশিত হয়েছেন যে বিগত কিছুদিন ধরে ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এবং স্টাফ সিলেকশন কমিশন-এর দ্বারা বিজ্ঞাপিত গ্রুপ 'সি' ও গ্রুপ 'বি' (নন-গেজেটেড) পদে নিযুক্তির জন্য দৈহিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবেদনপত্র ও পরীক্ষাবাবদ ফী ছাড় দেবার ব্যাপারে ভারত সরকার চিন্তাভাবনা করছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং এই মন্ত্রকের সুসংহত অর্থবিভাগের মধ্যে আলোচনাক্রমে এখন স্থির হয়েছে যে গ্রুপ 'সি' ও 'বি' (নন-গেজেটেড) পদে নিয়োগের জন্য ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এবং স্টাফ সিলেকশন কমিশন যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেবেন অথবা ঐ একই শ্রেণীভুক্ত যে সমস্ত পদে নির্বাচনের ভিত্তিতে নিয়োগ হবে, তার কোনোটাতেই আবেদনপত্রবাবদ এবং পরীক্ষাবাবদ কোনো ফী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ধার্য হবে না। অবশ্য তাছাড়াও ঐ পদের জন্য নির্দিষ্ট শারীরিক যোগ্যতা (এ বিষয়ে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে যে সুনির্দিষ্ট সুবিধা দেওয়া হয়, সেই সুবিধা সহ) যাঁদের আছে ও যাঁরা তাঁদের দাবির স্বপক্ষে কোন সরকারী হাসপাতাল/মেডিক্যাল বোর্ড-এর প্রতিবন্ধী শংসাপত্র তাঁদের আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাবেন, তাঁরাই এই ছাড় পাবেন।

(২) এই আদেশনামাটি ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৫ থেকে কার্যকর হবে। তবে যে সমস্ত পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়ে গেছে বা ১৪ নভেম্বর, ১৯৮৫-র মধ্যে ছাপানো হবে, সেই সমস্ত নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমান নির্দেশ অনুসারেই ফী-প্রদানের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হবে।

(৩) এই নির্দেশগুলি সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরে আনার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শূন্যপদে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অর্থবিভাগ

নিরীক্ষা শাখা

নং ১০৪০২-এফ

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ১৯৭৪

স্মারকলিপি

অতীতে বেশ কিছুদিন থেকে এই সরকারের অধীনে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বিধান তৈরি করার প্রশ্নটি সরকারের গোচরে এসেছে। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিবেচনা করে রাজ্যপাল তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উচ্চ ন্যায়ালয় ও বিধানসভা সচিবালয় এবং পশ্চিমবঙ্গের লোক সেবা আয়োগের এক্তিয়ারভুক্ত ছাড়া এই সরকারের অধীন অন্যান্য সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন একটি বর্ষে যে সব কৃত্যক/পদে পদ শূন্য হবে সেক্ষেত্রে অন্যূন দু'শতাংশ পদ পূরণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ -২ এ নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। অবশ্য ঐসব ব্যক্তিদের ঐ উদ্দেশ্যে গৃহীত পরীক্ষায় নির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ণায়ক ন্যূনতম নম্বর পাওয়া এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক তাদের সংশ্লিষ্ট পদ/কৃত্যকে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া চাই। উচ্চ ন্যায়ালয় ও বিধানসভা সচিবালয়ে শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পৃথক নির্দেশ পরে দেওয়া যেতে পারে।

২ (ক) একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে বোঝায়

(১) যিনি একজন অন্ধ ; বা

(২) যিনি একজন বধির ; বা

(৩) যাঁর অস্থিজনিত অঙ্গবিকৃতি আছে ; বা

(৪) যাঁর অন্য কোন ধরণের অক্ষমতা, কোন আঘাত রোগ বা জন্মগত অঙ্গবিকৃতি-জনিত অক্ষমতা আছে, যা এই পক্ষে সরকার আদেশনামার বলে সুনির্দিষ্ট করে।

২ (খ) উপরিলিখিত উল্লেখিত উপ-অনুচ্ছেদ (ক)-এর উদ্দেশ্যে

(১) অন্ধ বলে তাকে ধরা হবে যদি তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায় বা তার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষাকৃত উত্তম চোখে সংশোধনকারী লেন্সের সহায়তায় ৩/১৬ অথবা ১০/২০০ (তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন) মাত্রা অতিক্রম না করে ;

(২) বধির বলে তাকে ধরা হবে যদি কথাবার্তা বলার স্তরে তার অপেক্ষাকৃত উত্তম কানে ষাট ডেসিবেল বা তার বেশি কম্পাঙ্ক শ্রবণশক্তি না থাকে ;

(৩) অস্থিজনিত বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বলে তাকে ধরা হবে যদি তার অস্থি, সন্ধি বা পেশীগত কোন অক্ষমতা থাকে যার ফলে সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে প্রচণ্ড বাধা পায়।

৩. উপরিউক্ত যে কোন ক্যাডার থেকে উদ্ভূত প্রাপ্ত প্রথম শূন্যপদটি উপযুক্ত মনে হলে এবং অন্যান্য দিক থেকে যোগ্য বিবেচিত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দিয়ে পূরণ করতে হবে।

এ. কে. মুখার্জী

বিশেষ আধিকারিক ও কমিশনার (অর্থবিভাগ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সরকারী পদে সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে চিঠি

ভারত সরকার

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতাপ্রদান মন্ত্রণালয়

বি. এল. শর্মা
অতিরিক্ত সচিব

ডি. ও. নং ৯-১/৯৮ ডিডি. ৩

১৭ জুলাই, ১৯৯৮

প্রিয় মণীশ গুপ্ত,

আপনি অবগত আছেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন, ১৯৯৫ (সমান সুযোগ, অধিকার রক্ষা ও পুর্ণ অংশগ্রহণ)-এ বলা আছে যে উপযুক্ত প্রতিটি সরকার প্রতি সংস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেকে অন্যূন ৩% ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে। তাদের মধ্যে ১% করে পদ নিম্নলিখিত কারণে প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের প্রতি বর্গের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। সেগুলি হল : (ক) অন্ধত্ব বা কম দৃষ্টিশক্তি ; (খ) বধিরতা ও (গ) স্নায়ুগঠিত অক্ষমতা বা পক্ষাঘাতবিশেষ।

২) ৭/২/১৯৯৬ তারিখে উপরিউক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে ও পরে কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে তার সংখ্যা নিয়ে সংসদে প্রশ্নাবলীসহ বেশ কয়েকটি উল্লেখের সংবাদ আমরা এখনও পাচ্ছি। সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে একটি মামলা চলছে।

৩) আপনি অনুগ্রহ করে আপনার রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যাদি জরুরি ভিত্তিতে পাঠালে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

১. উপরিউক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে উপরিবর্ণিত ৩টি শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিটির থেকে নিযুক্ত গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' ভুক্ত কর্মীর পৃথক সংখ্যা।

২. উপরিউক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পর উপরিবর্ণিত ৩টি শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিটির থেকে নিযুক্ত গ্রুপ 'এ' ও 'বি', 'সি' ও 'ডি'-ভুক্ত কর্মীর পৃথক সংখ্যা।

ভবদীয়

(বি. এল. শর্মা)

শ্রী মণীশ গুপ্ত
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলকাতা—৭০০ ০০১
শাস্ত্রীভবন, নয়াদিল্লি-১১০ ০০১

প্রতিবন্ধী সরকারী কর্মচারীদের বৃত্তিকর মকুব সংক্রান্ত
রাজ্য অর্থদপ্তরের আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অর্থ বিভাগ

করাধান

প্রজ্ঞাপন

নং ৯৪১ এফ. টি...........৭ মার্চ, ১৯৮১...................যেখানে রাজ্যপাল জনস্বার্থে এই আদেশনামাটি জারি করা প্রয়োজন মনে করেন। অতএব, বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন্স, ট্রেডার্স, কলিংস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট ৬ অব ১৯৭৯)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল তার অভিপ্রায়ানুসারে ১ এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে উক্ত আইন বলে কর ধার্য করার ব্যাপারে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের ছাড় দিয়েছেন।

যেসব শ্রেণী ছাড় পাবেন

বেতনভুক বা মজুরি অর্জনকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

যেসব ব্যক্তি এই প্রজ্ঞাপন বলে সুযোগ চাইবেন এবং জেলায় বসবাস করেন তাঁদের মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক/জেলা চিকিৎসা আধিকারিক-এর থেকে প্রাপ্ত একটি চিকিৎসা প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে। আর কলকাতায় বসবাসকারীদের ক্ষেত্রে সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শল্যচিকিৎসকের থেকে ঐ প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে।

এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত "শারীরিক প্রতিবন্ধী" যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল : অন্ধ, বধির ও মূক এবং নিম্নে অন্তর্ভুক্ত শারীরিক প্রতিবন্ধীগণ।

(ক) অন্ধ বলতে তাদের বোঝাবে যারা নিম্নলিখিত অবস্থায় ভুগছে।

(১) সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিরহিত।

(২) অপেক্ষাকৃত উত্তম চোখে সংশোধনকারী লেন্সের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা অনধিক ৩/৬০ বা ১০/২০০ (তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন)।

(খ) মূক ও বধির—বধির বলতে তাদের বোঝায় সাধারণ জীবনযাত্রার জন্যও যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়েছে। মূক বলতে সেইসব ব্যক্তিদের বোঝাবে যারা অ্যাফেশিয়ায় (সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তি রহিত অথচ শ্রবণেন্দ্রিয় স্বাভাবিক) ভুগছে বা যাদের কথা স্পষ্ট/স্বাভাবিক নয়।

অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী—অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বলতে তাদের বোঝায় যাদের শারীরিক খুঁত বা অঙ্গবিকৃতি রয়েছে যার ফলে অস্থি, পেশী ও সন্ধি সমূহের স্বাভাবিক কাজকর্মে পর্যাপ্ত বাধার সৃষ্টি হয়।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
টি. কে. মুখার্জী
উপ-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী চাকুরীতে বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিল সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অর্থ বিভাগ

নিরীক্ষা শাখা

নং ১০৫১৭-এফ

স্মারকলিপি

বিষয় : শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজ্য সরকারের চাকুরি ও পদসমূহে প্রবেশের বয়সের উর্ধ্বসীমা।

রাজ্যপালের আদেশবলে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চাকুরির আরও সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকসেবা আয়োগ, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে লোকসেবা আয়োগ, পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোন মাধ্যমে রাজ্য সরকারী চাকুরি ও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা হবে ৪৫ বছর। তবে তাদের সংশ্লিষ্ট পদে কাজ করার উপযুক্ত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে ও ঐ কাজের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পাদনে সমর্থ হওয়া চাই।

(২) নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে উপরিউক্ত ছাড় পাওয়া যাবে :

১. নিম্নে প্রদত্ত দফা (২)-এ বর্ণিত 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা'র বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক বিধির ১ম ভাগ-এর ১৪ নং ধারায় উল্লিখিত একজন যোগ্য চিকিৎসা আধিকারিকের থেকে চিকিৎসা-শংসাপত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।

২. এই ছাড়প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে "শারীরিক প্রতিবন্ধী" সংজ্ঞাটির মধ্যে অন্ধ, বধির ও মূক হিসেবে নির্দেশিত—এই তিনটি শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে :

(ক) অন্ধ—অন্ধ হলেন সেইসব ব্যক্তি যারা নিম্মলিখিত অবস্থায় ভুগছেন

১. সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি লোপ।

২. সংশোধনকারী লেন্সের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত উত্তম চোখে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা ৩/৬০ অথবা ১০/২০০ (তীক্ষ্ণশক্তিসম্পন্ন) মাত্রা অতিক্রম না করে।

(খ) বধির ও মূক—বধির বলতে তাদের বোঝায় সাধারণ জীবনযাত্রার জন্যও যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়েছে। মূক বলতে সেইসব ব্যক্তিদের বোঝায় যারা অ্যাফেশিয়ায় (সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তি রহিত অথচ শ্রবণেন্দ্রিয় স্বাভাবিক) ভুগছে বা যাদের কথা স্পষ্ট/স্বাভাবিক নয়।

(গ) অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী—অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বলতে তাদের বোঝায় যাদের শারীরিক খুঁত বা অঙ্গবিকৃতি রয়েছে যার ফলে অস্থি, পেশী ও সন্ধি সমূহের স্বাভাবিক কাজকর্মে পর্যাপ্ত বাধার সৃষ্টি হয়।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাক্ষর—এম. জি. কুট্টি
সচিব
অর্থ বিভাগ

প্রতিবন্ধীদের সরকারী বাসে ভ্রমণ সংক্রান্ত সুযোগের সরকারী আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পরিবহন বিভাগ

নং ৩২৯১ (৪)-ডব্লুটি

২৬ মার্চ, ১৯৯২

প্রেরক : শ্রী সুমন্ত্র চৌধুরী, আই. এ. এস
বিশেষ সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক :

(১) পরিচালন অধিকর্তা, সি. টি. সি, ১২, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-১।
(২) পরিচালন অধিকর্তা, সি. এস. টি. সি, ৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩।
(৩) পরিচালন অধিকর্তা, এস. বি. এস. টি. সি, ডঃ বি. সি. রায় এভিনিউ, দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান, দুর্গাপুর-৭১৩২০১।
(৪) পরিচালন অধিকর্তা, এন. বি. এস. টি. সি, পরিবহন ভবন, কোচবিহার।

মহাশয়,

পরিবহন বিভাগের নং ১৮০-ডব্লু টি, তারিখ ১০ জানুয়ারি, ১৯৯২ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা ও কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি পরিচালিত বাস ও ট্রামে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ও কলকাতা এলাকায় পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ অধিকারের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (প্রতিবন্ধী) কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয় পত্র বৈধ বলে গণ্য হবে। অভিপ্রেত শ্রেণীর ঐ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন শ্রেণীর পরিষেবার কোন কোনগুলিতে ভ্রমণ করতে পারবেন সে বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা পূর্বে আরোপ করা হয় নি। বিষয়টি পর্যালোচনা করে বর্তমানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে অভিপ্রেত শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা/কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি পরিচালিত বিভিন্ন বাস ও ট্রামে কেবল নিম্নলিখিত শ্রেণীর পরিষেবাগুলিতে বিনাভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবেন।

(ক) কলকাতা ও তার আশপাশে চলাচলকারী সি. এস. টি. সি'র সাধারণ পরিষেবার বাস ;
(খ) কলকাতা ও তার আশপাশে চলাচলকারী সি. এস. টি. সি'র লিমিটেড পরিষেবার বাস ;
(গ) সি. টি. সি'র ট্রাম পরিষেবার উভয় শ্রেণীতে
(ঘ) বিভিন্ন জেলায় চলাচলকারী এস.বি.এস.টি.সি'র সাধারণ পরিষেবার বাস ; যেগুলির ভাড়া বর্তমানে কিলোমিটার প্রতি ১০ পয়সা ও যা সময় সময় সংশোধনসাপেক্ষ।
(ঙ) বর্তমানে দুর্গাপুরে চলাচলকারী এস. বি. এস. টি. সি'র নগর পরিষেবার বাস ;
(চ) এস. বি. এস. টি. সি'র সঙ্গে তুলনীয় এন. বি. এস. টি. সি'র জেলা সাধারণ পরিষেবার বাস ;
(ছ) উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় চলাচলকারী এন. বি. এস. টি. সি'র নগর পরিষেবার বাস

১ এপ্রিল, ১৯৯২ থেকে উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি বলবৎ হবে। এগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করা যেতে পারে।

(সুমন্ত্র চৌধুরী)
বিশেষ সচিব, পরিবহন বিভাগ

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বাস এবং রেল ভ্রমণে আর্থিক ছাড়/ভর্তুকী সংক্রান্ত আদেশনামা

অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগীদের ছাড় সংক্রান্ত শংসাপত্র

পরিশিষ্ট-১/৩৬

(বিধি ১০১, ক্রম নং ২৫)

ছাড় সংক্রান্ত শংসাপত্র

অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগীদের রেল ভ্রমণে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম।

এতদ্বারা শংসিত করা যাচ্ছে যে শ্রী/শ্রীমতী

যার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ

নিচে পেশ করা হল, তিনি প্রকৃতই একজন অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগী এবং সঙ্গীর সহায়তা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন না।

অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগীর সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ :

(ক) ঠিকানা-

(খ) পিতা/স্বামীর নাম—

(গ) বয়স— (ঘ) লিঙ্গ

(ঙ) ব্যক্তিবিশেষের সনাক্তকরণ চিহ্ন—(১)
(২)

(চ) ব্যক্তি/রোগীর স্বাক্ষর বা বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ—

(ছ) প্রতিবন্ধকতার ধরণ : অস্থায়ী/স্থায়ী

(জ) কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ার কারণ—

স্থান :

তারিখ :

সরকারী চিকিৎসকের স্বাক্ষর

চিকিৎসকের পুরা নাম

সরকারী হাসপাতাল/আরোগ্যশালার সুস্পষ্ট সীলমোহর

অপ্রযোজ্য অংশ কেটে বাদ দিন

দ্রষ্টব্য :(১) যেসব অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগী কোন একজন সঙ্গী ছাড়া ভ্রমণ করতে পারে না কেবল তাদেরই এই শং সাপত্র দিতে হবে।

(২) অস্থায়ী প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগীদের ক্ষেত্রে শংসাপত্রটি প্রদানের দিন থেকে তিন বছর বা তার কম সময়, যেমন চিকিৎসকের দ্বারা শংসিত হবে, বৈধ থাকবে। অবশ্য কোন ব্যক্তির স্থায়ী অক্ষমতা থাকলে সেক্ষেত্রে শংসাপত্রটি ঐ ব্যক্তির সারা জীবনের জন্য বৈধ থাকবে। অনুদান মঞ্জুরির উদ্দেশ্যে এই শংসাপত্রের মূল অনুলিপি বা ফটোস্ট্যাট অনুলিপি গৃহীত হবে। সুবিধাজনক হারে টিকিট ক্রয়ের সময় পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং যাতায়াতের সময় প্রয়োজনে দেখতে চাইলে মূল শংসাপত্রটি পেশ করতে হবে।

(৩) এই ফর্মে কোন পরিবর্তন করা চলবে না।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ভ্রমণ সংক্রান্ত ছাড়

পরিশিষ্ট ১/৪৮

মানসিক প্রতিবন্ধীদের ছাড় সংক্রান্ত শংসাপত্র

(বিধি ১০১, ক্রম নং-২৯ (১) দেখুন)

মানসিক প্রতিবন্ধীদের রেল ভ্রমণে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী চিকিৎসক/হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম। এতদ্বারা শংসিত করা যাচ্ছে যে শ্রী/শ্রীমতী

যার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ নিচে পেশা করা হল, তিনি প্রকৃতই একজন মানসিক প্রতিবন্ধী এবং সঙ্গীর সহায়তা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন না।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ :

(ক) বয়স

(খ) লিঙ্গ

(গ) ব্যক্তিবিশেষের সনাক্তকরণ চিহ্ন (১)

(২)

মানসিক প্রতিবন্ধীর স্বাক্ষর বা বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ।

স্থান :
তারিখ :

সরকারী চিকিৎসকের স্বাক্ষর/হাসপাতালের
সীলমোহর/হাসপাতালের স্ট্যাম্প

দ্রষ্টব্য : (১) শংসাপত্রটি প্রদানের দিন থেকে (৩) বছর বৈধ থাকবে। কোন একজন ঘোষিত আধিকারিক, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সাংসদ বা বিধায়ক কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যায়িত এই শংসাপত্রের একটি অনুলিপি বা ফটোস্ট্যাট অনুলিপি অনুদান মঞ্জুরির জন্য গৃহীত হবে। সুবিধাজনকহারে টিকিট ক্রয়ের সময় মূল শংসাপত্রটি পরিদর্শনের জন্য পেশ করতে হবে। ভ্রমণের সময় প্রয়োজন পরিদর্শনের জন্যও শংসাপত্রটি পেশ করতে হবে।

(২) প্রদানকারী আধিকারিক কর্তৃক প্রত্যায়িত না করা হলে ফর্মে কোন পরিবর্তন সাধন করা চলবে না।

(৩) যেসব মানসিক প্রতিবন্ধী কোন একজন পরিরক্ষী ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন না কেবল তাদেরই এই শংসাপত্র দেওয়া যাবে।

মূক ও বধির প্রতিবন্ধীদের জন্য ভ্রমণ সংক্রান্ত ছাড়

পরিশিষ্ট ১/৪৭

(বিধি ১০১, ক্রম নং -২৮ দেখুন)

ছাড় সংক্রান্ত শংসাপত্র

মূক ও বধির ব্যক্তিদের রেলে একাকী ভ্রমণে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী চিকিৎসকের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম।
এতদ্বারা শংসিত করা যাচ্ছে যে শ্রী/শ্রীমতী

যার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ নিচে পেশ করা হল, তিনি সম্পূর্ণরূপে মূক ও বধির ব্যক্তি।

(ক) বয়স

(খ) লিঙ্গ

(গ) ব্যক্তিবিশেষের সনাক্তকরণ চিহ্ন (১)

(২)

সম্পূর্ণ মূক ও বধির ব্যক্তির স্বাক্ষর বা বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ

স্থান :

তারিখ :

সরকারী চিকিৎসকের স্বাক্ষর/হাসপাতালের
সীলমোহর/হাসপাতালের স্ট্যাম্প

দ্রষ্টব্য : (১) শংসাপত্রটি প্রদানের দিন থেকে তিন (৩) বছর বৈধ থাকবে। কোন একজন ঘোষিত আধিকারিক, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সাংসদ বা বিধায়ক কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যায়িত এই শংসাপত্রের একটি অনুলিপি বা ফটোস্ট্যাট অনুলিপি অনুদান মঞ্জুরির জন্য গৃহীত হবে। সুবিধাজনকহারে টিকিট ক্রয়ের সময় মূল শংসাপত্রটি পরিদর্শনের জন্য পেশ করতে হবে। ভ্রমণের সময় প্রয়োজনে পরিদর্শনের জন্যও শংসাপত্রটি পেশ করতে হবে।

(২) প্রদানকারী আধিকারিক কর্তৃক প্রত্যায়িত না করা হলে ফর্মে কোন পরিবর্তন সাধন করা চলবে না।

(৩) কেবল মূক ও বধির ব্যক্তিদেরই (একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয় প্রয়োগ প্রযোজ্য) এই শংসাপত্র দেওয়া যাবে।

মূক ও বধিরদের সহ রেল ভ্রমণের সুবিধা

অনুবন্ধ—৩

ভারত সরকার

রেল মন্ত্রণালয়

(রেলওয়ে বোর্ড)

এক্স এক্স আর তার/ডাক
১৬.৫.১৯৮৫ তারিখে প্রচারিত

অনুলিপি
মহাপ্রবন্ধক/সি সি এস গণ
সেন্ট্রাল রেলওয়ে, মুম্বই
ইস্টার্ণ রেলওয়ে, নয়াদিল্লি
নর্দার্ন রেলওয়ে, নয়াদিল্লি
এন. ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর
এন. এফ. রেলওয়ে, গুয়াহাটি
সাদার্ন রেলওয়ে
এস. সি. রেলওয়ে, সেকেন্দ্রাবাদ
এস. ই. রেলওয়ে, কলকাতা
ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, মুম্বই

*হস্তদ্বারা প্রেরিত

রেলমন্ত্রণালয়ের নং টিসি ২/২১৯৬/৮৫/ডিডি/পিওএল. আদেশনামা বলে স্থিরকৃত হয়েছে যে সম্পূর্ণরূপে মূক ও বধির (একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই সঙ্গে উভয় সংজ্ঞা প্রযোজ্য) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মেল ট্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল ভাড়া ৫০ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই ছাড় পাওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে মূক ও বধির এই মর্মে সরকারী চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যয়িত একটি প্রয়োজনীয় শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পেশ করতে হবে। প্রয়োজনীয় শংসাপত্রের একটি অনুলিপি ডাকে পাঠানো এই অনুলিপির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। পরিরক্ষীর ক্ষেত্রে কোন ছাড় পাওয়া যাবে না। শংসাপত্রটি প্রদানের দিন থেকে তিন বছর বৈধ থাকবে। একজন ঘোষিত আধিকারিক, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংসদ বা বিধায়কের দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত শংসাপত্রটির ফটোস্ট্যাট অনুলিপি বা অনুলিপি সংগ্রহ করে স্টেশন মাস্টার সুবিধাজনক হারে টিকিট প্রদান করবেন। কিন্তু টিকিটটি প্রদানের সময় মূল শংসাপত্রটিও দেখে নিতে হবে। ১ জুন, ১৯৮৫ থেকে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এই আদেশনামাটি রেল মন্ত্রণালয়ের অর্থ অধিকারের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হল। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এই বার্তাটি প্রাপ্তিস্বীকার কর্তব্য। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। রেলওয়ে।

স্বাক্ষর
(এম. এল. ওয়াত্তাল)
উপ অধিকর্তা, বাণিজ্যিক পরিমাণ (পর্যটন)
রেলওয়ে বোর্ড

নং টিসি ২/২১৯৪/৮৫/ডিডি/পিওএল
নয়াদিল্লি, তাং ১৬.৫.১৯৮৫

পূর্ব রেল

বিজ্ঞপ্তি পত্র নং সি. ৯৬/ও/কিউ-এইচ/বিই

কলকাতা, ৩ মার্চ, ১৯৯২

প্রেরক : মুখ্য বাণিজ্যিক অধীক্ষক সি ১৭/৯২
পূর্ব রেল, কলকাতা

প্রাপক : পূর্বরেলের সমস্ত এস এস/এম এস/এ এস এম/সি এস/বি সি আই/ সি বি ও'র সুপারভাইজার
সমস্ত আউটএজেন্সির ক্লার্ক-ইন-চার্জ,
বিভাগীয় রেলওয়ে প্রবন্ধক, পূর্বরেল, হাওড়া/শিয়ালদহ/আসানসোল/আই এইচ এন/দানাপুর/মুঘলসরাই/মালদা সিএও (টি এ)/সি সি এস (মধ্যরেল-পূর্বরেল, নিউ কয়লাঘাট, কলকাতা সি এ ও(টিএস) পূর্বরেল, হাওড়া

বিষয় : অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি/রোগীদের সুবিধাদান, আই আর সি এ কোচিং টেরিফ নং ২৪ অংশ ১ (খণ্ড ২)-এর বিধি ১০১ এর অনুবন্ধের ক্রম সংখ্যা ২৫

রেল মন্ত্রণালয় টিসি ২/২১৯৬/৮৯/১ তাং ১০.২.৯২ পত্র বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আই আর সিএ কোচিং টেরিফ নং ২৪ অংশ ১ (খণ্ড ২) -এর বিধি ১০১ এর অনুবন্ধের ক্রমসংখ্যা ২৫-এ বর্ণিত সুবিধা কেবল যেসব অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি সঙ্গী ছাড়া চলতে পারেন না তাদের সরকারী চিকিৎসকের থেকে নেওয়া নির্দিষ্ট ফর্মে দেওয়া একটি শংসাপত্র পেশ সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হবে। ছোটখাট শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য সরকারী চিকিৎসকের এ ধরণের শংসাপত্র প্রদান অভিপ্রেত নয়। কেবল ঐ ধরণের বড় রকম প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি নিজে ভ্রমণ করতে পারেন না, তাকে ঐ শংসাপত্র প্রদান করা যেতে পারে। শংসাপত্রে ঐ ধরণের বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা সাময়িক বা স্থায়ী কিনা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভেদ থাকা প্রয়োজন। সাময়িক শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে চিকিৎসা-কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত তিন বছর বা তার কম মেয়াদী বৈধ শংসাপত্রটি পুনর্নবীকরণ করতে হবে। স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সুবিধা শংসাপত্রটি সারা জীবনের জন্য বৈধ্য থাকবে এবং তা পুনর্নবীকরণের প্রয়োজন হবে না।

(২) টিকিট সংগ্রহ করার জন্য মূল শংসাপত্রটির সঙ্গে তার একটি মূল অনুলিপি বুকিং ক্লার্ককে জমা দিতে হবে। বুকিং ক্লার্ক অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীকে ৭৫% ছাড় দিয়ে টিকিট প্রদান করবেন ও মূল শংসাপত্রটি ফেরৎ দেবেন।

(৩) রেলে ভ্রমণের সময় যাত্রীকে মূল শংসাপত্রটি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এবং চাহিবামাত্র পরীক্ষার জন্য টিকিট পরীক্ষককে তা পেশ করতে হবে। রেল মন্ত্রণালয়ের অভিপ্রায় হল যে এই ছাড় প্রাপ্তির সুবিধার যাতে কোন অপব্যবহার না হয় সে সম্পর্কে টিকিট পরীক্ষকরা সতর্ক থাকবেন।

(৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বর্তমান সুবিধা শংসাপত্রটি পুনর্নবীকরণের দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। সুবিধা-শংসাপত্রের একটি সংশোধিত রূপ সমস্ত স্টেশনে ব্যাপক প্রচারের জন্য সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল এবং তা সুবিধাজনকহারে টিকিট কাটার জন্য যেসব অস্থিগত প্রতিবন্ধী/পক্ষাঘাতদুষ্ট ব্যক্তি বুকিং অফিসে যাবেন তাদের সরবরাহ করতে হবে। তাদের জানাতে হবে যে বর্তমানে কেবল স্থায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সারা জীবনের জন্য বৈধ শংসাপত্র পাবেন।

সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি গোচরে রাখতে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(শ্রীমতী সি. মুখার্জী).
মুখ্য বাণিজ্যিক অধীক্ষকের পক্ষে

শারীরিক মানসিক প্রতিবন্ধী পঙ্গু অথর্ব ব্যক্তি ও রোগীদের পেট্রল ডিজেল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি/ছাড়/আর্থিক সুবিধাদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নির্দেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ

কল্যাণ শাখা

নং ১৬৭৪/এস ডব্লু
এম এন-৩২/৯১

তারিখ : ১৬.৭.৯১

প্রেরক : শ্রী বি আচার্য, এই বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক

প্রাপক : সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, ৪৫ গণেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা-১৩

বিষয় : ১৯৯১-৯২ চলতি আর্থিক বর্ষে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ভর্তুকি প্রদান পরিকল্পের অধীন অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব আহবান

মহাশয়,

সরকারি নির্দেশ অনুসারে আমি উপরিউক্ত বিষয়ে ভারত সরকারের নং ১১-৩/৯১/এইচ ডব্লু-১ তাং ১০.৬.৯১ সংলগ্নীসহ পত্রটির উল্লেখ করছি এবং এই সঙ্গে সেটির একটি অনুলিপি জুড়ে দিচ্ছি ও ১৯৯১-৯২ চলতি আর্থিক বর্ষে ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পেট্রল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকিদান পরিকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব পাঠাতে অনুরোধ করছি।

ভবদীয়
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক

বিষয় : ১৯৯১-৯২ চলতি আর্থিক বর্ষে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ভর্তুকি প্রদান পরিকল্পের অধীন অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব আহ্বান

আপনি হয়তো অবহিত আছেন যে রাজ্য সরকারি/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনগুলি সরাসরি পেট্রল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদান পরিকল্প রূপায়ণ করছে। ১৯৮৫-৮৬ থেকে এই পরিকল্পটির বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মোটরগাড়ির মালিক তাদের পেট্রল ডিজেল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদান বাবদ প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রতিপুরণ অর্থ দাবি করা হচ্ছে। অতএব আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে অনুগ্রহ করে ১৯৯১-৯২ চলতি আর্থিক বর্ষে আপনার রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পেট্রল ক্রয়-সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদান পরিকল্প রূপায়ণের জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা জানিয়ে আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠান। সেইসঙ্গে প্রেট্রল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকিপ্রদান পরিকল্পের বিধি অনুযায়ী পূর্ববর্তী সময় আপনার বাজেট খাতে এই বাবদ যে ব্যয় হয়েছে তার একটি বিবৃতি পাঠাতে হবে।

(২) যাইহোক আপনার সুবিধার্থে আমাদের পাঠানো পত্র নং ১১-৫৩/৮৪ এইচ ডব্লু-১ তাং ১৯ জুন' ৮৫ এবং পেট্রল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদান পরিকল্পের সাম্প্রতিক অনুলিপি এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

স্বাক্ষর জি. এস. চিমা
অধিকর্তা

বিষয় : রাজ্য সরকারি/কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পেট্রল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদান পরিকল্প হস্তান্তর

আমি সরকারি নির্দেশ অনুসারে জানাচ্ছি যে যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মোটরগাড়ির মালিক তাদের জন্য ভারত সরকার পেট্রল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি প্রদান পরিকল্পটি পুনরায় রূপায়িত করতে চলেছে। বর্তমান প্রথা অনুযায়ী যে সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক আয় ২০০০ টাকা পর্যন্ত তাদের নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় রাজ্য সমাজ কল্যাণ বিভাগ বা রাজস্ব আধিকারিক, যেমন পরিকল্পে বলা আছে, সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের মাধ্যমে নয়াদিল্লির সমাজ ও নারী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে দাবি পেশ করতে হবে। ঐ মন্ত্রণালয় ঐ দাবির বৈধতা যাচাই করে ভর্তুকির অর্থ মঞ্জুর করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দাবি মতো অর্থের ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট পাঠিয়ে দেয়।

(২) উপরিউক্ত পদ্ধতিটি জটিল ও অসুবিধাজনক। তার কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করতে হয়। অতএব ভারতসরকার এই আর্থিক বর্ষ অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ থেকে পরিকল্পটি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারকে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারি/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন এখন থেকে পরিকল্প অনুযায়ী তাদের দাবি পরীক্ষা করে দেখবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরাসরি অর্থ প্রদান করবে। রাজ্য সরকারি/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন তাদের যোজনা বাজেটে অনুমিত ব্যয়ের প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখবেন এবং প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রতিপূরণ অর্থ পাবেন। অবশ্য এই প্রতিপূরণ বাবদ অর্থের পরিমাণ সীমিত। অতএব রাজ্য সরকারী/কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনগুলিকে এই পরিকল্পের অধীন ভর্তুকি প্রদানের জন্য চূড়ান্ত ব্যয়সংক্ষেপ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থবরাদ্দের বিষয়ে বিশদ তথ্য পরে জানানো হবে।

(৩) বর্তমান পরিকল্পের অনুলিপি জুড়ে দেওয়া হল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পরিকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। যদি কোন সংশোধন করা হয় তা পরে জানানো হবে।

স্বাক্ষর রীতা সিন্‌হা
উপসচিব, ভারত সরকার

যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মোটরগাড়ির মালিক তাদের পেট্রল/ডিজেল ক্রয়সংক্রান্ত ভর্তুকি দাবি/প্রদান সম্পর্কিত পরিকল্প

(১) যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মোটরগাড়ির মালিক তারা পেট্রল/ডিজেল ক্রয়ের প্রকৃত ব্যয়ের উপর ৫০ শতাংশ ভর্তুকি পারেন। অবশ্য এই ভর্তুকি ২ অশ্বশক্তি এবং তার কম ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে অনধিক ১৫ লিটারের মূল্য এবং ২ অশ্বশক্তির বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে অনধিক ২৫ লিটারের মূল্যের উপর পাওয়া যাবে।

(২) সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা তাদের দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনে কেবল বাড়ি থেকে কর্তব্যস্থলে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গাড়ির জন্য পেট্রল/ডিজেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ভর্তুকি পাওয়া যাবে।

(৩) যেসব শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আয় সমস্ত সূত্র থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত (প্রতি মাসে দু'হাজার পাঁচশো টাকা) কেবল তারাই পেট্রল/ডিজেল ক্রয়ের জন্য ভর্তুকি পাবেন। এর সমর্থনে তাকে 'প্রতি বছর' সমস্ত সূত্র থেকে মাসিক তার প্রকৃত আয় সুস্পষ্ট নির্দেশ করে ন্যূনতম নায়েব তহশিলদার পদমর্যাদার কোন একজন রাজস্ব আধিকারিক বা সমমর্যাদার অন্য কোন আধিকারিকের থেকে নেওয়া আয় সংক্রান্ত শংসাপত্র বা প্রথম শ্রেণীর কোন একজন ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রত্যয়িত একটি হলফনামা বা কেন্দ্রীয়

অথবা রাজ্য সরকারি কোন একজন ঘোষিত আধিকারিক বা সাংসদ বা রাজ্য বিধানসভার সদস্য বা নিয়োগকর্তার থেকে নেওয়া একটি শংসাপত্র (সরকারি কর্মীর ক্ষেত্রে শংসাপত্রটি নিয়োগকর্তার থেকে নিতে হবে) পেশ করতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত মূল ভাতা, ও অন্যান্য ভাতাদির সম্পর্কে বিশদ তথ্যের উল্লেখ ঐ শংসাপত্রে থাকা চাই।

(৪) যেসব শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা রাজ্য সরকারি সূত্র বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমো নং ১৯০২৯/১/৭৮-ই ৪ (বি) তাং ৩১.৮.১৯৭৮ ও ৩১.১২.১৯৭৯-এর মাধ্যমে পরিবহন ভাতা পেয়ে থাকেন তারা পেট্রল/ডিজেল ক্রয়সংক্রান্ত কোন ভর্তুকি পাবেন না।

(৫) প্রতিটি গাড়ির মালিককে তাদের প্রথম দাবি তিনি যে এলাকায় থাকেন জেলার ক্ষেত্রে সেখানকার জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক এবং মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা বা তহশিলদার বা সমমর্যাদার কোন একজন আধিকারিকের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ফর্মে (অনুবন্ধ 'ক') একটি পরিচয় পত্রের জন্য উক্ত আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক গাড়িটির রাস্তায় চলাচলের পারমিট, নিবন্ধন সংখ্যা ও অন্যান্য প্রমাণপত্রাদি পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে ফর্মের দ্বিতীয় খণ্ড পূরণ করবেন এবং আবেদনকারীকে সেগুলি ফেরৎ দেবেন ও পরিচয়পত্র প্রদান করবেন। তারপর তাঁকে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও গাড়িটির নিবন্ধন সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ক্রম সংখ্যা সরাসরি রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে। সুবিধাভোগীরা পরবর্তী দাবিসমূহ সরাসরি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের কাছে পাঠাতে পারেন।

(৬) পরিচয়পত্রটি পাওয়ার পর তিন মাস অন্তর মোটরগাড়ির মালিক ঐ গাড়িটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পেট্রল/ডিজেল ক্রয়ের ভর্তুকি দাবি করতে পারবেন। ঐ ধরণের সমস্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীকে ঐ উদ্দেশ্যে প্রতিবার পেট্রল/ডিজেল ক্রয়ের বিষয়ে অনুবন্ধ 'খ' অনুযায়ী একটি বিবৃতির মাধ্যমে রের্কড করে রাখতে হবে। তাকে নির্দিষ্ট স্তম্ভে তার স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাতে সরবরাহকারীর স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্প থাকা চাই যাতে এটা স্পষ্ট হয় যে ঐ পেট্রল/ডিজেল সংশ্লিষ্ট শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার গাড়ির জন্য ব্যবহার করেছে।

(৭) প্রতি তিন মাস অন্তর (অর্থাৎ এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর ও জানুয়ারি) সুবিধাভোগীকে যথাক্রমে মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত এই তিনবার পেট্রল/ডিজেল ক্রয়সংক্রান্ত দাবি পেশ করতে হবে। প্রথমবার ছাড়া অন্যান্য বার এইসব দাবি জেলা স্তরে জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ও সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অনুবন্ধ 'গ' ফর্মে পাঠাতে হবে। পুনরায় কোন দাবি থাকলে তা সরাসরি রাজ্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বিভাগে পেশ করা যেতে পারে। ঐ মন্ত্রণালয়/বিভাগ দাবিগুলি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে ভর্তুকির অর্থ সুবিধাভোগীর অনুকূলে কাটা একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। অবশ্য ঐ সুবিধাভোগীকে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকটতম শাখায় একটি হিসাব বহি খুলতে হবে। সুবিধাভোগীকে ব্যাঙ্ক ড্রাফটটি পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে অনুমোদিত প্রাপক-রসিদ জমা দিতে হবে।

(৮) এই পরিকল্পের সুযোগ পাওয়ার অভিপ্রায়ে যদি কোন যোগ্য শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জেলা স্তরে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক ও সমাজকল্যাণ অধিকর্তা বা তহশিলদার বা সমমর্যাদার একজন আধিকারিকের দ্বারস্থ হয় তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে অনুবন্ধ 'ক', 'খ' ও 'গ'-এর অনুলিপি (সাইক্লোস্টাইলকৃত বা অন্যকোনভাবে) করানোর ব্যবস্থা করবেন এবং সেগুলি আবেদনকারীকে দিতে হবে। তারপর তিনি তাদের অনুবন্ধ 'ক' এর ১ম খণ্ড পূরণ করার পরামর্শ দেবেন। অনুবন্ধ 'ক' অনুযায়ী অধিকারিকের থেকে পরিচয়পত্র পাওয়ার পর সুবিধাভোগী এই পরিকল্পের সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকবেন। সুবিধাভোগীকে জানিয়ে দিতে হবে যে পরিচয়পত্রটি নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে এবং অনুবন্ধ 'খ' ফর্মটি সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

(৯) যেহেতু আবেদনকারীরা শারীরিক প্রতিবন্ধী সেজন্য জেলা কল্যাণ আধিকারিক এবং সমাজকল্যাণ অধিকর্তা বা তহশিলদার বা সমমর্যাদার কোন একজন আধিকারিককে এইসব দরখাস্তগুলি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নং....................

তারিখ.................

অংশ-১

১. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নাম ও পুরা ঠিকানা :
২. শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ধরণ :
৩. পেশা (কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কিনা জানান) :
৪. কর্মস্থল ও বাড়ি থেকে কর্মস্থলের আনুমানিক দূরত্ব কিলোমিটারে :
৫. গাড়ির নিবন্ধন সংখ্যা ও তার অশ্বশক্তি :
৬. অন্ধব্যক্তির মোটরগাড়ি চালকের নাম ও পুরা ঠিকানা এবং তার মোটর চালনার লাইসেন্স নম্বর ইত্যাদি
৭. আবেদনকারী তার প্রয়োজনীয় পেট্রল/ডিজেল যে ডীলারের থেকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক তার ঠিকানা ও স্থান

এতদ্বারা শংসিত করা যাচ্ছে যে আমি.......................................

শ্রী...এর পুত্র/কন্যা পেট্রল/ডিজেল ক্রয়সংক্রান্ত যে ভর্তুকি দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যে কোন রাজ্য বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সূত্র থেকে কোন ভাতা পাই না এবং আরও শংসিত করা যাচ্ছে যে সমস্ত সূত্র থেকে আমার আয় প্রতি মাসে ২৫০০ টাকার অধিক নয়।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অংশ-২

১. গাড়ির নিবন্ধন সংখ্যা
২. সুবিধাজনক হারে পেট্রল/ডিজেলের মাসিক কোটা
৩. ২ অশ্বশক্তি এবং তার কম ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১৫ লিটার ও ২ অশ্বশক্তির অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২৫ লিটার।

জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের স্বাক্ষর

সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা বা
তার মনোনীত আধিকারিক/প্রতিরক্ষা বিভাগের মেজর পদমর্যাদার কমান্ডিং অফিসার/তহশিলদার

জেলা :

তারিখ :

অনুবন্ধ 'খ'

তারিখ ঃ পেট্রল/ডিজেল বিক্রির পরিমাণ প্রতিলিটার পেট্রল/ডিজেলের মূল্য সুবিধাভোগীর স্বাক্ষর রবার স্ট্যাম্পসহ আই ও সি/বি ও এইচ পি ডিস্ট্রিবিউটরের স্বাক্ষর

অনুবন্ধ 'গ'

শংসাপত্র

এতদ্বারা শংসিত করা যাচ্ছে যে নিম্নে তালিকায় উল্লেখিত পরিমাণ পেট্রল/ডিজেল আমার কর্মস্থলে বা দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন স্থলে যাতায়াতের জন্য নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে..ও.................................... এর মধ্যে আমার দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। আমি আরও শংসিত করছি যে সমস্ত সূত্র থেকে প্রতি মাসে আমার আয় ২৫০০ টাকার অধিক নয়।

(২) শংসিত করা হচ্ছে যে উল্লেখিত মূল্য কেবল প্রেট্রল/ডিজেল সংক্রান্ত এবং এর মধ্যে তেলের দাম ধরা নেই।

শারীরিক প্রতিবন্ধী মালিকের
স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানা

১. গাড়ির নিবন্ধন সংখ্যা

২. নিকটতম স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখার নাম ও ঠিকানা যেখানে ডিম্যান্ড ড্রাফ্‌ট পাঠানো হবে

৩. পরিচয় পত্র নং-
তারিখ

তালিকা

মাস ও তারিখ	পরিমাণ (লিটারে)	মোট মূল্য

প্রতিবন্ধীদের জন্য ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ
(কল্যাণ শাখা)
মহাকরণ, কলকাতা-৭০০ ০০১

নং ১৯৪১ (১৮) এস ডব্লু
এম এন-২৬৯১

তারিখ, কলকাতা ২২ আগস্ট '৯১

প্রেরক : শ্রীবিনয় আচার্য
বিভাগীয় বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক

প্রাপক : (১) শ্রী পি. রায়
বিশেষ সচিব
গ্রামীণ বিকাশ
রাজভবন, কলকাতা

(২) জেলা শাসক
পোঃ.. জেলা......................................

(৩) সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা-৭০০ ০১৩

বিষয় : সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচীর (আই আর ডি পি) অধীনে প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্ধিত ভর্তুকি

মহাশয়,

আমি সরকারি নির্দেশক্রমে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত বিষয়ে ভারত সরকারের স্মারকলিপি নং এফ. নং ২২-৬৬/৮৯ এইচ ড্‌বলু-৩ তাং ৪ এপ্রিল, ১৯৯১ টি সংলাগসহ এর সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি।

ভবদীয়
স্বাক্ষর বিনয় আচার্য
বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক

এফ নং ২২-৪৪/৮৯-এইচ ডব্লু-৩

ভারত সরকার

কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শাস্ত্রী ভবন, নয়াদিল্লি

তারিখ : ৪ এপ্রিল, ১৯৯১

বিষয় : সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচির (আই আর ডি পি) অধীনে প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্ধিত ভর্তুকি

মহাশয়,

আপনি অবগত আছেন যে সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচির অধীনে (আই আর ডি পি) সুযোগ সুবিধার ৩% শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাইহোক প্রতিবন্ধীদের আই আর ডি পি'র অধীনে অধিকতর ভর্তুকীর টাকা তোলার বিষয়ে কোন বিশেষ বিবেচনার সুযোগ নেই।

(২) কৃষি মন্ত্রণালয় (গ্রামীণ বিকাশ বিভাগ) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে ১.৬.৯১ থেকে আই আর ডি পি'র অধীনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্ত ভর্তুকির পরিমাণ ৫০% সর্বাধিক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ঐ বিভাগের পত্র সংখ্যা ১৬০১৩/৭/৮৭-আই আর ডি-৩ তাং ২০ মার্চ ১৯৯১-এর একটি অনুলিপি এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। উপরিউক্ত আদেশনামার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সমস্ত সুযোগসুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজ নিজ এলাকার সংশ্লিষ্ট আই আর ডি পি'র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সেজন্য এই সিদ্ধান্তটির ব্যাপক প্রচার করা যেতে পারে।

ভবদীয়

স্বাক্ষর এম. আর. খুরানা

অবর সচিব, ভারত সরকার

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে কর্মরত সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নং ১৪০/৩/৮৭-আই আর ডি-৩
ভারত সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
গ্রামীণ বিকাশ বিভাগ
কৃষি ভবন, নয়াদিল্লি

তারিখ ২০ মার্চ, ১৯৯১

প্রাপক
সচিব
সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের
গ্রামীণ বিকাশের ভারপ্রাপ্ত

বিষয় : সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচির (আই আর ডি পি) অধীনে প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্ধিত ভর্তুকি

মহাশয়,

সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচির (আই আর ডি পি) অধীন সুযোগসুবিধার তিন শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাইহোক প্রতিবন্ধীদের আই আর ডি পি'র অধীনে অধিকতর ভর্তুকির টাকা তোলার বিষয়ে কোন বিশেষ বিবেচনার সুযোগ নেই।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আই আর ডি পি'র অধীনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্ত ভর্তুকির পরিমাণ ৫০% সর্বাধিক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হবে। অর্থাৎ এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আই আর ডি পি'র অধীনে তফসিলি জাতি ও আদিবাসীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পান তার সমান সুবিধা শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও পাবেন। ১ এপ্রিল, ১৯৯১ থেকে বর্ধিত ভর্তুকির এই সুবিধা পাওয়া যাবে। অনুগ্রহ করে এতদনুসারে আপনি ডি আর ডি এ/জেলা পরিষদগুলিকে যথাযথ নির্দেশ পাঠাবেন।

ভবদীয়
স্বাক্ষর এস. ভি. যোশী
যুগ্ম সচিব, ভারত সরকার

জওহর রোজগার যোজনার বরাদ্দকৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী

নং-ভি-২৪০১, ১৩ ৯৪ আর. ই. III

ভারত সরকার

গ্রাম-অঞ্চল এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রক

গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ

কৃষি ভবন, নয়াদিল্লী

১০/০২/১৯৯৭

প্রতি : সচিব

গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা

বিষয় : জওহর রোজগার যোজনা নির্দেশিকায় সংশোধন পরিবর্তন—প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অর্থবরাদ্দ

মহাশয়,

বিগলাঙ্গতাসহ ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সংরক্ষণ এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন কার্যকরী করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে জওহর রোজগার যোজনা তহবিলের ৩ শতাংশ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের উপকারার্থে বরাদ্দ করা হল। সেই সূত্রে জেলা পরিষদে জওহর রোজগার যোজনার ডি. আর. ডি. এ তহবিল বরাদ্দ বিষয়ে যে জওহর রোজগার যোজনা নির্দেশিকা (১.১.৯৪ থেকে সংশোধিত ও কার্যকর) আছে তার ৫ম পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে আমি নির্দেশিত। জওহর রোজগার যোজনা নির্দেশিকার উপরোক্ত পরিচ্ছেদে মধ্যবর্তী ও গ্রামস্তরে অনুচ্ছেদগুলি নিচে উদ্ধৃত করা হল :

৩৩.২"৩২.১ (ক) অনুচ্ছেদে সাধারণ কাজের জন্য যে তহবিল থেকে ৬০ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল তা থেকে ৩ শতাংশ ব্যবহার করা হবে প্রতিবন্ধীদের জন্য অবাধ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

৩৩.১ (ক) "বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অ বাধ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে অর্ন্তবর্তী এবং গ্রাম স্তরে পঞ্চায়েতের বার্ষিক বরাদ্দের তিন শতাংশ ব্যয় করা হবে। অবশ্য মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত স্তরের বিকলাঙ্গ মানুষদের জন্য বরাদ্দ টাকার সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ একই শ্রেণীর মানুষদের জন্য বরাদ্দ টাকা মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত স্তরে সাধারণ তহবিলে একত্র করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় এ সংক্রান্ত প্রয়োজন অনুসারে তা খরচ করা হবে।"

বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টিগোচর করার অনুরোধ রাখছি।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত

(অবতার সিং সাহোটা)

অধিকর্তা

(জওহর রোজগার যোজনা)

সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ প্রকল্পে
প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসূচীর সহায়তা সংক্রান্ত আদেশনামা

আর ২২০১/৯/৯৬ আই. আর. ডি IV

ভারত সরকার

গ্রাম-অঞ্চল এবং কর্মসংস্থান

গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ

প্রতি : সচিব
গ্রাম-উন্নয়ন বিভাগ,
সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

বিষয় : **গ্রামীণ এলাকা বা গ্রাম-অঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী দৈহিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি আছে, সুসংহত গ্রাম-উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তা লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে নির্দেশিকা।**

মহাশয়/মহাশয়া,

সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের বর্তমান নির্দেশিকা অনুযায়ী দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উদ্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধার ৩ শতাংশ সংরক্ষিত। আবার এটাও দেখা গেছে যে সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের যে সহায়তাদান করা হয়, তা ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অনেকটাই কম। বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তি (সম সুযোগ, অধিকার সংরক্ষণ এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ আইন, ১৯৯৫ মোতাবেক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ টাকার অন্তত ৩ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপকারের জন্য ব্যয় করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কাছে সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল যাতে আরো বেশি করে এবং সত্বর পৌঁছে দেবার ব্যাপারে ডি. ডব্লু. সি. আর. এ-র ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি বেশি কার্যকরী। সেইমত আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দারিদ্র্যসীমার নীচে যে প্রতিবন্ধী মানুষেরা বাস করেন তাঁদের উপার্জনক্ষম করে তুলতে তাঁদের গোষ্ঠীসঙ্গমকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে থোক টাকা দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে গোষ্ঠীর আয়তন, আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য এ চিঠির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল। এর পেছনে মূলগত ধারণা হল, প্রতিবন্ধী মানুষদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তাঁদের সদস্যদের পুনর্বাসনসহ নানা আর্থিক সুযোগ সুবিধা যেন আরও বেশি পেতে পারেন, তাঁদের সেই অবস্থান তৈরী করা।

লক্ষ্য করা যেতে পারে, এই সমস্ত সুযোগসুবিধা একমাত্র প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর লোকেরাই পাবেন। সঙ্গমের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা গঠিত সংস্থা হওয়া চাই।

নির্দেশিকাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত
(জে. এম. শর্মা)
যুগ্ম সচিব
ভারত সরকার

গ্রামীণ এলাকা ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত আই. আর. ডি. পি. ম্যানুয়াল থেকে উদ্ধৃত অংশ

(ক) পূর্ববর্তী বছরের ব্যয়নির্বাহের জন্য তহবিলের অর্থ প্রদানের সময় আরোপ করা নির্দিষ্ট শর্তগুলি পূরণ হওয়া দরকার।

(খ) বর্তমান বছরের বাজেট বরাদ্দ নির্দেশিত হওয়া উচিত এবং অর্থের কেন্দ্রীয় যোগান যাতে সেই পরিমাণকে ছাড়িয়ে না যায় তা দেখা উচিত।

(গ) রাজ্য সরকারকে পূর্ববর্তী বছরে সম-পরিমাণ অংশের অর্থ সরবরাহ করতে হবে। রাজ্যের নির্দিষ্ট অংশ থেকে যদি সরবরাহের পরিমাণ কম হয় তাহলে ঐ ঘাটতি চলতি বছরের সরবরাহ থেকে কেটে নিয়ে পূরণ করা হবে।

(ঘ) জেরের (carry forward) পরিমাণ বর্তমান বছরের বরাদ্দের ২৫% এর বেশি হতে পারবে না। অতিরিক্ত জের বর্তমান বছরের সরবরাহ থেকে কেটে নেওয়া হবে।

(ঙ) জেরের (carry forward) তহবিল সহ প্রাপ্তিযোগ্য তহবিলের ৭৫% এর সদ্ব্যবহার করতে হবে।

(চ) বার্ষিক যোজনাটি ডি. আর. ডি. এ. -র পরিচালন সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

(ছ) গত বছরের পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা-প্রতিবেদন এবং সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানো চাই।

৬.৬ ভরতুকির নমুনা

আই. আর. ডি. পি.-র অধীনে, নিম্নোক্ত নমুনা অনুযায়ী, অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য ভরতুকি পাওয়া যায় :

৬.৬.১. ব্যক্তি/পরিবার

(ক) ক্ষুদ্র চাষী	২৫%	অ-ডি. পি. এ. পি/ডি.ডি.পি অঞ্চলে পরিবার পিছু ৩০০০ টাকা এবং ডি. পি. এ. পি/ডি. ডি. পি অঞ্চলে ৪০০০ টাকার উর্দ্ধসীমা সাপেক্ষে
(খ) প্রান্তিক চাষী/কৃষি শ্রমিক. অ-কৃষি শ্রমিক এবং গ্রামীণ কারিগর	৩৩১/৩%	
(গ) এইসব তফসিলি ও আদিবাসী পরিবারগুলির এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ	৫০%	সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় পরিবারপিছু ৫০০০ টাকা

জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম কর্মসূচী

ভারত সরকার
ভূতল পরিবহণ মন্ত্রক
(ও এবং 'এম' বিভাগ)

নং ১-২৩০১১/১/৯৮-ও এবং এম

নয়াদিল্লী

২৭ অক্টোবর, ১৯৯৮

বিষয় : জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ ও উন্নয়ন নিগমের পরিকল্পনাসমূহ

মহাশয়,

আমি নির্দেশ বলে জানাচ্ছি যে কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতাপ্রদান মন্ত্রকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম (এন. এইচ. এফ. ডি. সি) শহরাঞ্চলে বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে বার্ষিক ৫৫,০০০ টাকার নীচে যাদের আয় এমন ১৮-৫৫ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অত্যন্ত সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি তৈরি করেছে :

১। দক্ষতা ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি।

২। কৃষিভিত্তিক কাজকর্মের জন্য ঋণ সহায়তা পরিকল্প।

৩। অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য সাহায্যকারী সরঞ্জামের নির্মাণ/উৎপাদনের উন্নয়নার্থে পরিকল্প।

৪। প্রান্তিক অর্থ ঋণ (বীজ মূলধন)

৫। ছোটখাট ব্যবসায়ে স্বনিযুক্তির জন্য ঋণ সহায়তা পরিকল্প।

৬। অসমর্থ ব্যক্তিদের উচ্চতর শিক্ষা অথবা বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা পরিকল্প।

৭। জড়বুদ্ধি, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত এবং মানসিক বৈকল্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে স্বনিযুক্তির উন্নয়নার্থে পরিকল্প।

৮। অসমর্থ/প্রতিবন্ধী শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সহায়তা পরিকল্প।

৯। অসমর্থ ব্যক্তিদের সমবায় সমিতি/সংস্থা ও অসমর্থ ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ সহায়তা।

২. পরিকল্প সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এবং আবেদনের নির্ধারিত ফর্ম জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম, রেডক্রশ ভবন, সেক্টর ১২, ফরিদাবাদ-১২১ ০০৭ অথবা সংলগ্ন পুত্রিকায় নির্দেশিত দরখাস্ত প্রেরণকারী সংস্থাগুলির যে কোনটিতে পাওয়া যাবে। কর্মিবৃন্দের সংশ্লিষ্ট সদস্য যারা পরিকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার যোগ্য তাদের মধ্যে পরিকল্প সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ প্রচার করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বা : এম. কে. রায়

অবর-সচিব, ভারত সরকার

দূরভাষ : ৩৭১৯০৩১

জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থযোজনা এবং উন্নয়ন নিগম

(National Handicapped Finance And Development Corporation)

মূলধন বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্পগুলির রূপরেখা

(Guidelines for Funding Projects)

ভারত সরকারের উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কোম্পানী অধিনিয়ম ১৯৫৬-এর ধারা ২৫ অন্তর্গত ২৪শে জানুয়ারী ১৯৯৭ সালে এই জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থযোজনা এবং উন্নয়ন নিগমকে একটি কোম্পানী হিসেবে সংগঠিত করে। তবে এই প্রতিষ্ঠান মুনাফা আয়ের জন্য গঠিত হয়নি। চারশো কোটি টাকা মূলধনের এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের মালিকানাধীন।

মূল উদ্দেশ্য (Objectives)

এক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেওয়া।

দুই। প্রতিবন্ধীদের স্বেচ্ছা-নিয়োগ ও অন্যান্য গঠনমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক নির্ভরতার সুযোগ করে দেওয়া।

তিন। সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিযোজনার শর্তসাপেক্ষ কোন প্রতিবন্ধীর ব্যক্তিগত অথবা সমবেতভাবে তৈরী অর্থকরী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে মূলধনী ঋণ অথবা আগাম অনুদান মাধ্যমে সাহায্য করা।

চার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় অথবা প্রদেশ সরকারের নানান বিভাগের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের মাধ্যমে কোম্পানীগুলিকে যেসব অনুদান দিয়ে থাকে সেইসব অনুদান বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে প্রতিবন্ধীদের দেবার ব্যবস্থা করা।

পাঁচ। স্নাতক অথবা সুবিধাজনক স্তরে সাধারণ/ব্যবসায়িক/ কারিগরি শিক্ষালাভের জন্যে প্রতিবন্ধীদের ঋণের ব্যবস্থা করা।

ছয়। উৎপাদনমূলক কল-কারখানাগুলিকে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রতিবন্ধীদের কারিগরিক ও পরিচালন ক্ষমতার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দেওয়া।

সাত। প্রতিবন্ধীদের নিজস্ব অর্থকরী প্রচেষ্টার উন্নতি ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ, গুণবত্তা নিরূপণ, নির্মাণ প্রকল্প গঠন, কারিগরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা করা।

আট। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নমূলক কাজে যেসব প্রাদেশিক সংস্থা যুক্ত রয়েছে ; তাদের সরাসরি আর্থিক অনুদান দেওয়া অথবা পুনঃবৃত্তিয় সাহায্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক মূলধন পেতে সাহায্য করা।

নয়। কেন্দ্রীয় সরকার/ প্রাদেশিক সরকার/কেন্দ্রশাসিত সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা গঠিত অথবা পরিচালিত যেসব দপ্তর / প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য অর্থসাহায্য করে, তাদের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে এই নিগম সেই অর্থসাহায্য সংহতভাবে দেবার ব্যবস্থা করবে। এই নিগম ঐসব সংস্থা থেকে আর্থিক অনুদানের প্রস্তাবগুলি পাবার পর সেগুলির জন্য মূলধন মঞ্জুর করবে এবং সেই মূলধন ঐসব সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করবে। এই নিগম পরবর্তী পর্যায়ে অর্থমঞ্জুরীকৃত পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করে তোলার ব্যাপারেও সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

দশ। স্বনিয়োজিত প্রতিবন্ধী অথবা প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান/ সমবায়িকা দ্বারা প্রস্তুত উৎপাদনের বিপণন ব্যবস্থা ও কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করা।

মূলধন বিনিয়োগযোগ্য পরিকল্পনা

(Schemes for Financing Projects)

নিগম ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রকারের অর্থকরী কার্যকলাপকে সহায়তা করতে পারে। যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না তেমন পরিকল্পনাতে মূলধন বিনিয়োগ করার কোনো অর্থ হয় না।

প্রতিটি পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ দারিদ্র সীমারেখার নীচে/ন্যূনতম রোজগার সীমার নীচে যেসব প্রতিবন্ধী রয়েছে, তাদের অধিক রোজগারের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে এই সীমারেখার উপরে তুলে আনতে চেষ্টা করা।

১। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে (সেবামূলক অথবা বাণিজ্যিক) স্বেচ্ছা-নিয়োগ

যেসব প্রতিবন্ধী স্ব-নির্ভরযোগ্য সেবামূলক বা বাণিজ্যিক কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের ঋণ দেওয়া হবে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র-বাণিজ্যিক পরিকল্পনার জন্যে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করা হবে সেটা অবশ্যই পরিচালনা করবে স্বয়ং একজন প্রতিবন্ধী এবং তাতে অন্তত কমপক্ষে আরো পনেরো শতাংশ প্রতিবন্ধী নিযুক্ত থাকবে।

এই ধরনের পরিকল্পনার জন্য সর্বাধিক দেয় ঋণের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টাকা। সাধারণত যেসব কাজের ক্ষেত্রে অনুদান যেতে পারে সেগুলো হল ঃ

১। যে কোনো ধরনের দোকান বা ব্যবসায়।
২। মেরামতি কাজের দোকান অথবা সেবাকেন্দ্র/কারখানা।
৩। হেলথ সেন্টার/বিউটি পার্লার।
৪। কম্প্যুটার কেন্দ্র (প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি)।
৫। ফটোগ্রাফি/স্টুডিও।
৬। মুদ্রণকেন্দ্র।
৭। টেলিফোন/ফ্যাক্স/ই-মেল বুথ।
৮। টেলারিং/সেলাইকেন্দ্র।
৯। ট্রাভেল এজেন্সী।
১০। জেরক্স কপিকেন্দ্র।
১১। পরিবহন সেবা।
১২। মুরগীপালন (পোল্ট্রি ফার্মিং)।
১৩। হস্তশিল্পকলা (হ্যান্ডিক্রাফট)।
১৪। পিতলের কারুকাজকেন্দ্র (ব্রাশওয়ার)।
১৫। এজেন্সীর কাজ (ডিলারশিপ)।
১৬। ব্যবসায় কেন্দ্র (ফ্রানচাইজ)।
১৭। প্রতিবন্ধীদের স্কুল।
১৮। বুনন শিল্প।
১৯। বই বাঁধাইয়ের কাজ।
২০। চামড়ার কাজ।

২১। ফিজিওথেরাপি।

২২। গান বাজনার স্কুল।

২৩। কম্প্যুটার হার্ডওয়ারের এজেন্সী।

২৪। পেট্রলজাত দ্রব্যের এজেন্সী।

২৫। মোমবাতি এবং খড়ি তৈরির শিল্প।

এছাড়াও অন্য উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্রেও ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

২। প্রতিবন্ধী উদ্যোগকারীকে সহায়তা (Assistance to Disabled Enterpreneurs)

কলকারখানায় মালপত্র তৈরি করা, ছাঁচ তৈরি অথবা নির্মাণের যন্ত্রপাতির জন্যও ঋণ দেওয়া যেতে পারে। কারখানার মালিক অথবা প্রধান পরিচালককে প্রতিবন্ধী হতে হবে এবং ঐ কারখানায় কমপক্ষে পনেরো শতাংশ প্রতিবন্ধী কর্মচারী নিযুক্ত থাকতে হবে।

এইসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঋণের পরিমাণ কুড়ি লক্ষ টাকা।

যেসব ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া যেতে পারে ঃ

ক। কলকারখানায় ব্যবহার্য মধ্যবর্তী (এ্যান্সিলিয়ারি) যন্ত্রাদি/দ্রব্য নির্মাণ।

খ। কম্প্যুটারের সফটওয়্যার তৈরি ও বিপণন।

গ। মাছের উৎপাদন (ফিশারিজ)।

ঘ। দুগ্ধ উৎপাদন ও পশুপালন (ডেয়ারি ফার্মিং)।

ঙ। হিরার কাটিং ও পলিশিং (ডায়মন্ড কাটিং এন্ড পলিসিং)।

চ। খাদ্যবস্তু নির্মাণ/পরিশোধন (ফুড প্রসেসিং)।

ছ। পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি।

জ। চিনামাটির কাজ (পটারিজ)।

ঝ। আসবাবপত্র তৈরি।

ঞ। প্লাস্টিকের বস্তু নির্মাণ (প্লাস্টিক মোলডিং)

ট। কৃষিজাত দ্রব্যনির্ভর ব্যবসায়।

ঠ। ভেষজ দ্রব্য উৎপাদন শিল্প (হার্বাল প্রোডাক্টস্)।

দ। প্যাকেজিং বা অন্য যে কোন উপযুক্ত দ্রব্য উৎপাদন ও প্রসেসিং-এর কল-কারখানা।

৩। প্রতিবন্ধীদের উচ্চতর শিক্ষা বা প্রযুক্তিগত দক্ষতার জন্য সহায়তা

(Assistance to Disabled For Higher Studies or Professional Training)

দেশের প্রতিবন্ধীদের উন্নতিসাধনের মূল লক্ষ্যকে পরিপূরণ করার উদ্দেশ্যে নিগম উপযুক্ত যোগ্য প্রার্থীকে প্রধানত দুটি ধারায় সহযোগিতা করে থাকে। যথা উচ্চতর শিক্ষা/ প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তি এবং ঋণ দেওয়া।

নিগম প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নতির জন্যে প্রথাগত শিক্ষা অথবা অন্য যে কোন প্রশিক্ষণের জন্যে আর্থিক সহায়তা করতে উৎসুক। প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা শেষে উপযুক্ত ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট লাভ করার পর স্বেচ্ছা-নিযুক্তি বা অন্যত্র চাকুরি

পেতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার (স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং গবেষণামূলক) আবেদকদের ঋণ এবং কারিগরি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অনুদান দেওয়া হয় যাতে আবেদকদের শিক্ষার ফি এবং হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে — অবশ্য এই সব আবেদকরা এই বাবদ অন্য আর কোনো সূত্র থেকে কোন ধরনের অনুদান না পেলে তবেই নিগম তাদের জন্য চিন্তাভাবনা করবে।

যেসব সংস্থা প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করছে তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নাম পাবার পর নিগম সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়িত (appropval) করবে। অবশ্য বিশেষ কারিগরি প্রশিক্ষা, প্রথাগত অথবা বিনা-প্রথাগত যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে সেগুলিকে এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ধরা হবে না এবং সেজন্য যে-অর্থ ব্যয় হবে সেটাকে ঋণের মধ্যেও যুক্ত করা হবে না।

৪। **কৃষিকার্যের জন্য সহায়তা** (Assistance for Agricultural Activities)

নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রতিবন্ধীদের ঋণের সহায়তা দেওয়া হবে।

ক। কৃষিজ উৎপাদন অথবা তৎসংলগ্ন কাজ; যেমন জলসেচন, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি কেনা, ফুল অথবা রেশমগুটির চাষ প্রভৃতি।

খ। কৃষিকাজে পরোক্ষ উপযোগী যন্ত্রপাতি (কীটনাশক স্প্রে, ফসল কাটার যন্ত্র) কিংবা কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি ভাড়া করা।

গ। কৃষিজ উৎপাদনের বিপণন (সমবায় সমিতি /প্রতিবন্ধী চাষীদের সংগঠনের মাধ্যমে) মান নির্ণয় (grading) প্যাকেজিং-এর জন্য গোদাম/অফিস নির্মাণ বা বিপণনের উদ্দেশ্যে কৃষিউৎপাদন পরিবহনের জন্য বাহন ক্রয়।

ঘ। কোন একজন প্রতিবন্ধী অথবা প্রতিবন্ধীদের সমবায় (Co-operative) দ্বারা চাষের কাজের জন্যে জমি কেনা।

ঙ। মন্ডি সমিতিতে কমিশন এজেন্টেদের জন্য।

চ। ক্ষুদ্র ব্যবসায় যেমন খুচরো দোকান যেখানে রসায়ন সার, কীটনাশক দ্রব্য, উন্নতমানের বীজ, কৃষিজ যন্ত্রপাতি কেনাবেচার জন্য।

এই সমস্ত কাজের জন্য সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা।

৫। **প্রতিবন্ধীদের সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে উৎসাহদানের পরিযোজনা**

(Assistance for Skills & Enterpreneurial Development Programmes)

ক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রযুক্তি ও পরিচালন দক্ষতা বিকাশের ব্যাপারে যথাযোগ্য ট্রেনিং দেবার জন্য নথিভুক্ত মধ্যবর্তী সংস্থা (Channelising Agency), প্রখ্যাত বেসরকারী সংগঠন (NGO), RRTC এবং নথিভুক্ত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানদের ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হয়।

কেবলমাত্র প্রতিবন্ধীদের প্রযুক্তি ও পরিচালন দক্ষতা বিকাশের জন্য স্থাপিত বৃত্তিগত শিক্ষা কেন্দ্র (Vocational Training Centre), যার মধ্যে কম্প্যুটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও সামিল হতে পারে, স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

খ। ঋণের আবেদন পত্রে ট্রেনিং প্রাপ্তির পর প্রতিবন্ধীদের স্ব-নিয়োজিত নিযুক্তি বা অন্যত্র নিযুক্তির সম্ভাবনার বিষয়ে বিশদ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

গ। NHFDC-র আর্থিক সহায়তায় যেসব প্রতিবন্ধীরা কলকারখানা স্থাপন করেছে, সেই সব কারখানার প্রতিবন্ধী শ্রমিক ও পরিচালন কর্তৃপক্ষদের কারিগরি এবং পরিচালন দক্ষতার উচ্চতর মান অর্জনের জন্যেও ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়।

৭। মস্তিষ্কের বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আক্রান্ত এবং দিবাস্বপ্নে মগ্ন প্রতিবন্ধীদের স্বনিয়োজিত নিযুক্তি পরিকল্পনা বিকাশের পরিযোজনা ঃ

(Scheme to Promote Self Employment Amongst Persons with Mental Retardation Cerebral Palsy and Autism)

যে সমস্ত প্রতিবন্ধীরা মস্তিষ্কের বিকাশে বাধাগ্রস্ত, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কিংবা অলীক স্বপ্নে মগ্ন তারা নিজেরা আইনানুগ চুক্তিপত্র তৈরি করে ঋণের আবেদনের জন্য যোগ্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা NHFDC থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে ঃ

ক। মস্তিষ্কের বাধাপ্রাপ্ত নির্ভরশীল প্রতিবন্ধীর পিতা-মাতা।

খ। মস্তিষ্কের বাধাপ্রাপ্ত নির্ভরশীল প্রতিবন্ধীর স্বামী/স্ত্রী।

এই শ্রেণীর অন্তর্গত যারা NHFDC থেকে ঋণ নেবেন তারা যেন মস্তিষ্কের বাধাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের স্বেচ্ছা-নিযুক্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। এমনভাবে পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে যাতে যে প্রতিবন্ধীর সাহায্যের জন্য অর্থসহায়তা নেওয়া হচ্ছে সে যেন সরাসরি সেই প্রকল্পে নিযুক্ত হতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা করা হয় সেগুলো হল ঃ

(i) দোকান অথবা গোদামঘর।
(ii) যন্ত্রাদি জোড়া দেওয়ার কাজ (Assembling Unit)।
(iii) মেরামতির দোকান বা কারখানা।
(iv) খাম তৈরি করার প্রকল্প।
(v) আচার, পাঁপড়, বড়ি তৈরি করার প্রকল্প।
(vi) বাসগৃহে বসে সিরাপ, জ্যাম, জেলি তৈরি করার যোজনা।
(vii) রুটি তৈরির কারখানা বা দোকান (বেকারী)।
(viii) জেরক্স করার কেন্দ্র।
(ix) দর্জির দোকান।
(x) DTP কেন্দ্র।
(xi) স্ক্রীন প্রিন্টিং।
(xii) মুরগী পালন।
(xiii) দুগ্ধ উৎপাদন।
(xiv) ফুলের বাগান (Horticulture)।
(xv) তাঁতশিল্প (Handloom Unit)।
(xvi) ব্লকের দ্বারা কাপড়ছাপার কাজ।

এই কাজে সর্বোচ্চ ঋণের সীমা আড়াই লক্ষ টাকা।

যোগ্যতা বিচারের মান (Eligibility Criteria)

(ক) প্রতিবন্ধী বিচারের নীতি (Criteria of Disability)

অর্থ সহায়তা প্রযোজনায় অন্য ভাবে উল্লেখ করা না থাকলে ঋণের প্রাপক একজন প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধীদের সমবায় বা আইনগতভাবে গঠিত প্রতিবন্ধীদের সংগঠন বা প্রতিবন্ধী দ্বারা স্থাপিত কারবার হতে হবে।

নিগম থেকে ঋণ অথবা সুবিধাজনক হারে (Concessional rate) সুদের যোগ্যতার জন্যে প্রতিবন্ধীর বিকলাঙ্গের হার ৪০% শতাংশ (চল্লিশ শতাংশ) হতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাকেই বলা হবে যিনি —

(i) অন্ধ অথবা

(ii) যার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ অথবা

(iii) কথাবলার বা শোনার ক্ষমতা বাধাগ্রস্থ অথবা

(iv) যার হাড়ের বা স্নায়ুর বিকৃতির জন্য চলাফেরার প্রতিবন্ধকতা আছে (এদের মধ্যে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ব্যক্তিরা যুক্ত) অথবা

(v) যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকাশে বাধাগ্রস্থ অথবা

(vi) যার একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে এবং এই শ্রেণীতে তারা সকলেই যুক্ত যারা জন্মগত ত্রুটি অথবা অন্য কারণে শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার জন্য সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন করতে (যার মধ্যে কাজ করার ক্ষমতাও যুক্ত) বা এককভাবে স্বাভাবিক ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম।

উপরিউক্ত প্রতিবন্ধীদের অক্ষমতার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বলা যেতে পারে ঃ

(i) সেই ব্যক্তিকেই অন্ধ বলে ধরে নিতে হবে যার অবস্থা নিচে উল্লেখিত যে কোন একটি অবস্থার মত ঃ—

(ক) যে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তিহীন অথবা

(খ) যার দৃষ্টি ক্ষমতা ৬/৬০ বা ২০/২০০ বেশি নয়

(গ) যার দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা ২০ ডিগ্রি কৌণিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ বা তার থেকেও খারাপ

(ii) ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে সেই সব লোকদের বোঝাবে যাদের চিকিৎসা অথবা ছানি কাটানোর পরেও দৃষ্টি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি কিন্তু যারা চশমার সাহায্যে বা চশমা ব্যবহার করলে কোন কিছু কাজ করার জন্য কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করতে পারে।

(iii) বধিরতার ক্ষেত্রে সেই সব ব্যক্তিদের বধির বলে গণ্য করা হবে যাদের সুস্থ কানেতেও সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে ৬০ ডেসিবল বা তার অধিক শব্দ শ্রবণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

(iv) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার অক্ষমতার ব্যাপারে তাদের গণ্য করা হবে যাদের হাড়, পেশী অথবা হাড়ের বন্ধনীর কোনো ধরণের অক্ষমতা বা বিকলাঙ্গতার জন্য চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় — অথবা যারা মস্তিষ্কের কোন ধরনের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত।

(v) মানসিকভাবে বাধাগ্রস্থ বলে তাদের গণ্য করা হবে যাদের বড় হয়ে ওঠার সময়ে বুদ্ধির বিকাশ সাধারণের থেকে কম এবং যারা আচারে ব্যবহারের পরিপক্কতায় সাধারণ ভাবে অন্যদের মত মানিয়ে চলতে পারে না বা জানে না।

(vi) Medical Health Act 1987-এর Chapter-I -এর Section 2 -এর অনুচ্ছেদে (i) যাদেরকে মানসিক অসুস্থ বলে ধরা হয়েছে এই নিগমের ক্ষেত্রেও সেই সকলকেই মানসিক অসুস্থ বলে গণ্য করা হবে।

(vii) কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ ব্যক্তি বলতে যারা প্রকৃত পক্ষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়েছে তাদেরই গণ্য করা হবে। যথা —

(ক) হাত অথবা পায়ের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে তৎসহ চোখে অথবা চোখের পাতায় পক্ষাঘাত হয়েছে, কিন্তু চেহারায় তেমন বিশেষ কোনো বিকৃতি আপাতভাবে হয়নি।

(খ) বিকলাঙ্গ বা বিকৃত এবং অসাড়তা আছে কিন্তু হাত ও পায়ের নাড়াচাড়ার ক্ষমতা থেকে কোন সাধারণ অর্থকরী কাজে যুক্ত হতে পারে।

(গ) বিশেষ বেশিধরনের শারীরিক বিকলাঙ্গতাসহ অধিক বয়সের জন্যে কোন ধরনের অর্থকরী কাজে আর নিযুক্ত হবার ক্ষমতা নেই।

(viii) একাধিক বিকলাঙ্গ বলতে তাদের বলা হবে যাদের একাধিক প্রতিবন্ধকতা আছে।

(খ) আর্থিক /রোজগারের সীমা নির্ধারণ (Economic/ Income Criteria)

যে সমস্ত বেকার প্রতিবন্ধীদের পরিবারের বার্ষিক আয়, গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চান্ন হাজার এবং শহরের ক্ষেত্রে ষাট হাজারের নীচে (অর্থাৎ দারিদ্র্য সীমারেখার পাঁচ গুণিতক) তারা ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (পরিবার বলতে নির্ভরশীল প্রতিবন্ধীর পিতা/মাতা অথবা স্বামী/স্ত্রী বোঝাবে।)

স্বনির্ভরশীল প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত আয়কেই গণ্য করা হবে। এই আর্থিক সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটি প্রতিবন্ধীদের সমবায় সমিতি, প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং NHFDC থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য গঠিত কোন প্রতিবন্ধীদের কোম্পানীর প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে বয়সের সীমা ন্যূনতম আঠারো বছর এবং অধিকতম পঞ্চান্ন বছর। অবশ্য বিশেষ বৃত্তীয় শিক্ষায় (Professionally Qualified) পারদর্শী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বয়সের অধিকতম সীমারেখা শিথিল করা যেতে পারে।

আবেদকের বয়সের মাপকাঠিতে ঋণের টাকার পরিমাণ এবং পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

(গ) অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় (Other Requirements)

(১) আবেদককে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

(২) যে প্রদেশে প্রকল্পটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হবে আবেদককে সেই প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা (Domicile of the State) হতে হবে।

(৩) আবেদকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা/কারিগরী/বৃত্তীয়/অভিজ্ঞতা/আনুষঙ্গিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

(৪) অন্য কোন সংস্থার কাছে কোন বড় ধরণের ঋণ আবেদকের নামে থাকবে না এবং আবেদক অন্য ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে দেনদার (Defaulter) থাকবে না।

(৫) যদি "ঋণ সহায়তা কৃষিপ্রধান কাজের" জন্যে চাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবেদককে কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং প্রকল্পটি কৃষিক্ষেত্র অঞ্চলে স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠন
(Channelising Agency)

(ক) যে সমস্ত সর্বভারতীয় সংস্থা/সংগঠন (A YJNIHH, NIOH, NIMH, NIVH এবং NIRTAR) প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করছে অথবা প্রাদেশিক বৃত্তিয় উন্নয়ন নিগম (State Financial Development Corporation) অথবা অন্য প্রাদেশিক সংস্থা যাদের NHFDC কিংবা সেই প্রদেশ সরকার স্বীকৃতি প্রদান করেছে তারাই NHFDC মঞ্জুরীকৃত ঋণ মধ্যবর্তী সহায়তা সংগঠন (Channelising Agency) হিসেবে বিতরণ করতে পারবে। NHFDC ঐ মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনের সঙ্গে একটি সাধারণ ঋণ চুক্তিনামা দস্তখৎ করবে।

(খ) মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনগুলি প্রাথমিক ভাবে সমস্ত পরিকল্পনা নির্ণয়ে সহায়তা ও যাচাই করবে এবং যে প্রকল্পগুলি কারিগরি দিক থেকে সম্ভব, ব্যবসায়িক ভাবে লাভজনক সেই প্রকল্পগুলি NHFDC কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য পেশ করবে।

প্রতিটি প্রকল্পে অনুরূপ একাধিক অনু-প্রকল্প (Units) থাকতে পারে। প্রকল্পটিকে NHFDC-এর অনুমোদিত প্রপত্রের মাধ্যমে এবং স্বীকৃত নীতি অনুসারে জমা দিতে হবে।

(গ) মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনগুলি সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাকে সনাক্ত করবে, তাদের কী ধরনের কারিগরি শিক্ষা এবং প্রকল্পে নিযুক্ত করলে প্রকৃত লাভ হতে পারে এবং প্রতিবন্ধী উপকৃত হবে সেটা যাচাই করতে হবে।

(ঘ) NHFDC সেই সব প্রকল্পগুলির যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবে এবং উপযুক্ত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে Letter of Intents মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করবে।

(ঙ) মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠন এরপর নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত ঋণ মঞ্জুর এবং বিতরণ করবে।

(চ) ঋণের প্রকৃত সদব্যবহার এবং পরবর্তীকালে প্রতিবন্ধীর কাছ থেকে সেই ঋণ আদায়ের দায়িত্ব মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনকে নিতে হবে।

আর্থিক সহায়তার রূপরেখা
(Types of Funding)

NHFDC নীচে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকারের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে।

১. নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক ঋণ (Term Loan)

নিগম মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী কারবারি বা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ঋণ দেবার চিন্তা করতে পারে।

নীচে বর্ণিত রীতিতে প্রকল্পের শতকরা ১০০ ভাগ খরচই নির্দিষ্ট সময়ের ঋণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

প্রকল্পের খরচ	NHFDC-র অনুদান (Share)	মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনের অনুদান (Share)	আবেদকের অনুদান Promoter's Share
(ক) পঞ্চাশ হাজারের কম	১০০%	কিছু নয়	কিছু নয়
(খ) পঞ্চাশ হাজারের বেশি এবং এক লাখ টাকা পর্যন্ত	৯৫%	৫%	কিছু নয়
(গ) এক লাখের বেশি এবং পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত	৯০%	৫%	৫%
(ঘ) পাঁচ লাখ টাকার বেশি	৮৫%	৫%	১০%

যেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে বেশি মূলধনী অর্থের প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ প্রকল্পের মোট খরচের ভিত্তিতে নীচে বর্ণিত উপায়ে নির্ধারণ করা হবে ঃ

(১) যে ক্ষেত্রে প্রকল্পের খরচা পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি নয় সেক্ষেত্রে পরিকল্পনাটিতে সংযুক্ত ঋণ প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা হবে এবং Fixed Asset ও Working Capital-এর জন্য আলাদা করে মূলধন নির্ধারণ করা হবে না। এই ক্ষেত্রে প্রকল্পটি মোট খরচের ১০০ ভাগই ঋণের জন্য বিবেচিত হবে।

(২) যেখানে প্রকল্পের খরচা পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি কিন্তু একলাখ টাকার বেশি নয় সেখানে Fixed Asset ও Working Capital-এর অনুপাত ১ : ৩ এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

(৩) যেখানে প্রকল্পের খরচা এক লাখ টাকার বেশি সেক্ষেত্রে Working Capital-এর শতকরা ৫০ ভাগকে Working Capital Margin হিসেবে গণ্য করে প্রকল্পের মোট খরচার সঙ্গে যুক্ত করে তবে প্রকল্পের সামগ্রিক খরচ ধরতে হবে। বাকি Working Capital ব্যাঙ্ক থেকে Cash Credit হিসেবে সহায়তা নিতে হবে।

বেশি সংখ্যক আবেদনকারীদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কোন এক আর্থিক বছরে মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনের মঞ্জুরীকৃত মোট ঋণের ৭৫% ভাগই হবে সেইসব প্রকল্প যেখানে NHFDC ঋণের দায় এক লাখ টাকার কম।

প্রান্তিক অর্থ ঋণ (বীজ মূলধন) (Margin Money Loan-Seed Capital)

(১) যে সমস্ত প্রকল্পকারী স্টেট ফাইনানসিয়াল কর্পোরেশন (SFC) বা অন্য আর্থিক সংস্থা থেকে সময়বদ্ধ ঋণ (Term Loan) পেয়েছে কিন্তু ঋণ প্রদানকারী সংস্থার শর্ত মত নিজের অনুদান যোগাড় করে উঠতে পারছে না তাদের বীজ মূলধন দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

(২) এই বীজ মূলধন কেবল মাত্র ঋণপ্রদানকারী সংস্থাদের শর্ত মত যে অনুদান অংশ প্রতিবন্ধীকে ঋণটি পাবার জন্যে আবশ্যিক ভাবে জমা দিতে হয় — সেই আবশ্যিক রাশির স্বল্পতা দূর করার জন্যই দেওয়া হয়।

(৩) প্রকল্প আবেদনকারীকে কমপক্ষে অনুদান অংশের শতকরা কুড়ি ভাগ যোগাড় করতে হবে।

(৪) যেসব ক্ষেত্রে প্রকল্পের খরচা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি নয় NHFDC আবেদনকারীর দেয় অনুদানের শতকরা আশি ভাগ পর্যন্ত বীজ মূলধন সহায়তা হিসেবে দেবে।

(৫) বীজ মূলধনের জন্য কোন সুদ দিতে হয় না; তবে মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠন আবেদনকারীর থেকে সারভিস চার্জ হিসেবে শতকরা এক ভাগ নেবে এবং অর্ধেক অর্থাৎ ০.৫% বার্ষিক হারে NHFDC কে দেবে।

(৬) বীজ মূলধনের অনাদায়ী সময়সীমা (moratorium) সমেত সর্বাধিকভাবে সাত বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে। যদি এই বীজ মূলধন দশ বছরের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহলে ঐ ঋণ দশ বছর শেষে সময়বদ্ধ ঋণে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং NHFDC সময়বদ্ধ ঋণের শর্ত অনুযায়ী সুদ দিতে হবে এবং সুদসহ সমস্ত ঋণ পরিবর্তনের সময় থেকে তিন বছরের মধ্যে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

(৭) যে সমস্ত প্রকল্পকে বীজমূলধন দেবার জন্য নির্ধারিত করা হবে সেসব প্রকল্পের জন্যে NHFDC -র অন্য কোন আর্থিক সহায়তা বা ঋণ দেওয়া হবে না।

সুদের হার

ঋণের পরিমাণ	NHFDC-র সুদের হার	মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনের সুদের হার	মোট সুদের হার
(ক) পঞ্চাশ হাজার টাকার কম ঋণের জন্য	৩%	২%	৫%
(খ) পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি কিন্তু এক লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য	৪%	২%	৬%
(গ) এক লাখ টাকার বেশি কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য	৭%	২%	৯%
(ঘ) পাঁচ লাখ টাকার বেশি ঋণের জন্য	৮%	২%	১০%

* মহিলা প্রতিবন্ধীদের জন্য সুদের হারে ২% ছুট দেওয়া হয়।

** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হলে ০.৫% হারে সুদের ওপরে ছুট দেওয়া হয়।

প্রাপ্ত অর্থরাশি কীভাবে বিতরণ করা হবে।

(Allocation of Available Fund for Disbursement)

(ক) যতদূর সম্ভব বেশি আবেদনকারীকে সহায়তা করার লক্ষ্য মাথায় রেখে প্রাপ্ত অর্থরাশির শতকরা ৭৫ ভাগ সেই সব প্রকল্পের জন্যে রাখা হবে যেখানে NHFDC ঋণের পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকার কম।

(খ) মহিলা প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলার জন্যে এবং একটা সমতা রক্ষা করার জন্যে মধ্যবর্তী সহায়তা সংগঠনকে মহিলা প্রতিবন্ধীদের আবেদনের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মহিলাদের থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব সংগ্রহ করার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।

ঋণের অনুমোদন (Sanction of Loan)

(১) NHFDC-র আগাম সম্মতি সাপেক্ষ সমস্ত ঋণ মধ্যবর্তী সহায়তা সংগঠনই অনুমোদন করবে। মধ্যবর্তী সহায়তা সংগঠনকে NHFDC-র সম্মতির (approval) জন্য সমস্ত আবেদনগুলিতে তাদের রেকমেন্ডশন করে পাঠাতে হবে।

(২) প্রতিবন্ধীদের সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে উৎসাহদানের পরিযোজনার (৫নং ঋণের প্রকল্প) এবং প্রযুক্তি ও পরিচালন দক্ষতাবিকাশের সহায়তা পরিযোজনার (৬ নং ঋণের প্রকল্প) ক্ষেত্রে আবেদনপত্র NHFDC সরাসরি গ্রহণ এবং মূল্যায়ণ করবে। এই দুটি ক্ষেত্রে NHFDC নিজেই ঋণ বিতরণ করবে।

(৩) যে সমস্ত প্রকল্পে ঋণের পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার বেশি সেগুলি NHFDC বোর্ড অফ ডাইরেক্টরেরা মঞ্জুরের জন্যে বিবেচনা করবে।

ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা (Recovery of Loan)

(ক) সম্পূর্ণ ঋণ উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে — অনাদায়ী কালসমেত এই সময়সীমা সাত বছরের বেশি হবে না। ঋণ পরিশোধ ষাণ্মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ মাসিক কিস্তিতে প্রদেয়। কৃষি এবং উদ্যান পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাৎসরিক কিস্তিতে প্রদেয় হবে। পরিশোধের সময় সীমা প্রকল্পটির মূল্যায়নের সময় প্রকল্পের আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকটি বিচার করেই ধার্য করা হবে।

(খ) প্রতিটি প্রকল্পের চাহিদা ও প্রয়োজন মত ঋণ পরিশোধের অনাদায়ীকাল (moratorium) নির্ধারণ করা হবে।

(গ) সুদের ওপরে শতকরা ০.৫% ছুট সমস্ত কিস্তি সময় মত পরিশোধ করলে দেওয়া হবে।

(ঘ) মধ্যবর্তী সহায়তা সংগঠন সময়মত ঋণ পরিশোধ না করলে তাদেরকে এবং ঋণ প্রাপকও যদি পরিশোধ না করে তাহলে উভয়ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩% শাস্তিমূলক সুদ দেয় হবে।

জামিন (Securtiy)

সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছ থেকে NHFDC -র মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনগুলিকে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের ব্যাপারে সংযুক্তভাগে জামিনদার থাকতে হবে। ক্রমাগত অনাদায়ের ক্ষেত্রে NHFDC ঐ জামিনের দ্বারস্থ হতে পারে অথবা ঐ সংগঠনের মাধ্যমে দেয় পরবর্তী প্রকল্পের কিস্তি থেকে অনাদায়ী ঋণের অর্থ কেটে নিতে পারে।

(২) NHFDC ঋণ মঞ্জুরের ব্যাপারে প্রয়োজন মত ব্যাঙ্কের জামিন অথবা অন্য কোন জামানত গ্রহণ করতে পারে।

ঋণের বিতরণ (Disbursement of Loans)

মঞ্জুরীকৃত ঋণ নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হবার পর বিতরণ করা হবে ঃ

(ক) ঋণের অর্থ ঠিকমত বিতরণ করা হবে এমন সরকারী প্রতিশ্রুতি পাবার পর।

(খ) পূর্ববর্তী যেসব ঋণ সরকারী সংগঠনকে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ঠিকমত ব্যবহার করা হয়েছে তার NHFDC গ্রহণযোগ্য বিবরণ পাবার পর।

(গ) যে ত্রৈমাসিক সময় কাল সমাপ্ত হয়েছে তার আগের ত্রৈমাসিক কিস্তির সুদ ও আসল মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠন/সরকারী নিগম পরিশোধ করার পর।

(ঘ) যেসব প্রতিবন্ধীদের ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের তালিকা পাবার পর।

ঋণের সম্যক ব্যবহার (Utilisation of Loans)

(ক) NHFDC ঋণ মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকৃত প্রাপক প্রতিবন্ধীকে দেবার সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৯০ দিন। বীজ মূলধনের ক্ষেত্রে এটি আনুপাতিক হারে বিবেচিত হবে।

(খ) অবিতরিত ঋণের জন্যে মধ্যবর্তী সহায়তা সংগঠনকে ব্যাঙ্কের সুদের হার (কমপক্ষে ১৮%) দিতে হবে যদি ঋণ প্রকৃত প্রতিবন্ধীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিতরণ করা না হয়ে থাকে।

দায়বদ্ধতার খরচ (Commitment Charges)

যদি মধ্যবর্তী সহায়ক সংগঠন ছ' মাস বা একবছরের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত ঋণ গ্রহণ না করে তাহলে সেই মঞ্জুরীকৃত ঋণের যতটুকু অংশ গ্রহণ করা হয়নি তা বাতিল হয়ে যাবে। ঋণটি যেদিন থেকে মঞ্জুরী হয়েছিল সেদিন থেকে যেদিন আবার তা পুনরুজ্জীবিত (Revive) করা হল সেই সময়ের জন্য শতকরা ০.৫% হারে সুদ দিয়ে বাতিল ঋণকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে।

সহায়ক সংগঠনদের সহায়তার জন্য সেবা ও শুল্ক

(Service Charge to Organisations Providing Services)

প্রতিবন্ধীদের যথাযথ সনাক্তকরণ, প্রকল্পের আবেদন তৈরি করা এবং সেই প্রকল্পকে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে যেসব সংস্থা সাহায্য করবে তাদের সেই সহায়তার জন্য মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পের খরচের শতকরা ১% সেবা শুল্ক (Service Charge) হিসেবে এককালীন খরচ দেওয়া হবে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ যোজনা ও উন্নয়ন নিগম

সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান মন্ত্রক

ভারত সরকার

রেডক্রশ ভবন

সেক্টর : ১২, ফরিদাবাদ : ১২১ ০০৭

দূরভাষ : ২৮৪ ৩৭১

১.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপকারার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ বাড়িয়ে তোলা
* প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপকারার্থে/অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য স্বনিযুক্তি এবং অন্যান্য উদ্যোগকে উৎসাহিত করা
* স্নাতক বা উচ্চতর পর্যায়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধারণ/বৃত্তিগত/কারিগরি শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান
* উৎপাদন সংস্থাগুলির যথাযথ ও দক্ষ পরিচালনার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কারিগরি এবং শিল্পপরিচালনগত দক্ষতার মানোন্নয়নের সহায়তা
* স্বনিযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধিত কারখানা/কোম্পানী/সমবায়গুলিকে তাদের তৈরি জিনিসের বিপণনে এবং কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে সহায়তা করা

২.০ কারা যোগ্য :

* ৪০% অথবা তার বেশি অসামর্থ্যযুক্ত/প্রতিবন্ধী একজন ভারতীয় নাগরিক
* ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে বয়স
* পৌর এলাকায় ৬০,০০০ টাকার কম এবং গ্রামীণ এলাকায় ৫৫,০০০ টাকার কম বার্ষিক আয়
* প্রতিবন্ধীদের কোন সমবায় সমিতি
* প্রতিবন্ধীদের আইন সম্মতভাবে গঠিত কোন সংস্থা
* প্রতিবন্ধীদের দ্বারা চালিত কোন প্রতিষ্ঠান
* ঋণের জন্য আবেদনকারী সমিতি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্যকে অসামর্থ্য, বয়স এবং আয়ের মাপকাঠি পূরণ করতে হবে। প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগত/বৃত্তিগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা

৩.০ এন. এইচ. এফ. ডি. সি পরিকল্পসমূহ

কর্পোরেশন প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যাপক স্তরে আয় উপার্জনের কার্যকলাপকে সহায়তা করবে। সেগুলি হল :

৩.১। পরিষেবা/ব্যবসার ক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যবসা গড়ে তোলার জন্যে : ২.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ।

৩.২। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য : ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ

৩.৩। উচ্চশিক্ষা/বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে টিউশন ফী, বইপত্র, লেখা সামগ্রীর জন্য ব্যয়, ছাত্রাবাসের সুবিধা ইত্যাদির জন্য

৩.৪। কৃষিভিত্তিক কার্যকলাপের জন্য : ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ

৩.৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাহায্যমূলক সরঞ্জাম নির্মাণ/উৎপাদনের জন্য : ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ

৩.৬। জড়বুদ্ধি, মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং মানসিক বৈকল্যযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্ব-নিযুক্তির জন্য : ২.৫০ লক্ষ টাকা

৩.৭। দক্ষতা ও শিল্পপরিচালনাগত কর্মসূচির জন্য

৩.৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমবায় সমিতি/সংস্থা এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান : ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ

৩.৯। প্রান্তিক অর্থ ঋণ (বীজমূলধন) : উদ্যোক্তার অংশের ৮০% যা ৩০ লক্ষ টাকার বেশি হবে না এবং প্রকল্প ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হবে না।

টীকা : (ক) সমস্ত ঋণ ৭ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে

(খ) প্রতিবন্ধী মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋণের সুদে ২% ছাড়

(গ) সময়মত এবং ঋণ ও সুদের সম্পূর্ণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদের উপর ৫% ছাড়।

৪.০ মেয়াদী ঋণে উদ্যোক্তার প্রদেয় অর্থ এবং সুদের হার

প্রকল্প মূল্য	এন. এইচ. এফ. ডি. সি'র অংশ	প্রধান উদ্যোক্তার অংশ	অংশের হার	সুদ
১। ৫০,০০০ টাকার কম।	শূন্য	৫%		
২। ৫০,০০০ টাকার বেশি কিন্তু ১ লক্ষ টাকার কম	৯৫%	৫%	শূন্য	বছরে ৬%
৩। ১ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার কম	৯০%	৫%	৫%	বছরে ৯%
৪। ৫ লক্ষ টাকার বেশি	৮৫%	৫%	১০%	বছরে ৯%

৫.০ কীভাবে আবেদন করতে হবে

নির্দিষ্ট ফর্মায় আবেদন করে দরখাস্ত প্রেরণকারী সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন, ফরিদাবাদে—এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

৬.০ যোগাযোগের ঠিকানা

জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ উন্নয়ন কর্পোরেশন, রেড ক্রশ ভবন, সেক্টর : ১২ (মিনি সেক্রেটারিয়েটের উল্টোদিকে)
ফরিদাবাদ-১২১ ০০২
দূরভাষ : -২৩৪৩৭১

ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপড ফিনান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রযত্নে আই. পি. এইচ কমপ্লেক্স
৪, বিষ্ণু দিগম্বর মার্গ
নয়াদিল্লী-১১০ ০০২, দূরভাষ-৩২২ ১০৮০

অথবা

নিজ নিজ রাজ্যে যে যে সংস্থার মাধ্যমে দরখাস্ত প্রেরণ করা যেতে পারে :

(i) অন্ধ্রপ্রদেশ বীরাঙ্গুলা কো-অপারেটিভ্ কর্পোরেশন

বি. আর. কে. আর ভবন, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০৬৩ (অন্ধ্রপ্রদেশ)

(ii) বিহার স্টেট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফিনান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, পঞ্চম তল, সোম ভবন,
বীরচাঁদ প্যাটেল মার্গ
পাটনা-৮০০ ০০১ (বিহার)

(iii) চণ্ডীগড় চাইল্ড এ্যান্ড উইমেন
টাউন হল বিল্ডিং,৪র্থ তল, সেক্টর -১৭ গ
চণ্ডীগড়

(iv) বি. ডি. ও. ফোর্ট এরিয়া
মোতি, দমন-৩৯৬ ২২০
(দমন এবং দিউ)

(v) দি গুজরাট উইমেন ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
ব্লক নং -৯ম তল
উদ্যোগ ভবন
গুজরাট, গান্ধীনগর—৩৮২ ০১১

(vi) গোয়া স্টেট শিডিউলড্ কাস্ট এ্যান্ড ও. বি. সি.
ফিনান্স ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
৫ম তল, প্যানো সেন্টার,
কদম্ব বাস স্যান্ডের নিকটে।
পানাজি-গোয়া।

(vii) হরিয়ানা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যান্ড ইকনমিক্যালি
উইকার সেকশন কল্যাণ নিগম
এস. সি. ও নং-৮১৩ -১৪
সেক্টর-২২ এ, চণ্ডীগড়।

(viii) কেরালা স্টেট হ্যান্ডিক্যাপড় পারসন্‌স্‌ ওয়েলফেয়ার
কর্পোরেশন (কেরালা সরকারের অধিগৃহীত একটি সংস্থা)
তিরুভানন্ত, কেরালা।

(xi) (ক) এম. পি. পিছড়া বর্গ বিত্ত এভম্‌ বিকাশ নিগম
৬, মহারাণা প্রতাপ নগর,
জোন-১, ভোপাল-৪৮২ ০০১ (এম. পি.)

(খ) এম. পি. রাজ্য সরকারি অনুসূচিত জাতি বিত্ত এভম্‌ বিকাশ নিগম
রাজীব গান্ধী ভবন
৩৫, শ্যামলা হিলস্‌,
ভোপাল-৪৮২ ০০২ (এম. পি.)

(গ) এম. পি. আদিবাসী বিত্ত এভম্‌ বিকাশ নিগম
৫২, মহারাণা প্রতাপ নগর,
জোন-১, ভোপাল-৪৮২ ০০১ (এম. পি.)

(ঘ) অল্পসংখ্যক বিত্ত এভম্‌ বিকাশ নিগম
৬, মহারাণা প্রতাপ নগর,
জোন-১, ভোপাল-৪৮২ ০০১ (এম. পি)

(x) মহাত্মা ফুলে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
সুপ্রীম শপিং সেন্টার,
গুলমোহর ক্রস রোড, নং ৯, জে. ভি. পি. ডি. স্কীম
জুহু, মুম্বাই-৪০০ ০৪৯ (মহারাষ্ট্র)

(xi) মহিলা বিকাশ সমবায় নিগম
কোয়ার্টার্স নং এ/৫, ইউনিট-V
ভুবনেশ্বর-৭৫১ ০০১ (ওড়িশা)

(xii) অধিকর্তা
সামাজিক নিরাপত্তা এবং মহিলা ও শিশু বিকাশ
পাঞ্জাব সরকার
চণ্ডীগড়।

(xiii) রাজস্থান শিডিউলড্ কাস্ট্স্ অ্যান্ড শিডিউল্ড
ট্রাইব্স্ ফিনান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন
নেহেরু সহকার ভবন।
সেন্ট্রাল ব্লক, ৪র্থ তল।
ভবানী সিং মার্গ, জয়পুর (রাজস্থান)

(xiv) (ক) ডি. আর. ডি. এ — পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা

(খ) ডি. আর. ডি. এ — দক্ষিণ ত্রিপুরা, উদয়পুর

(গ) ডি. আর. ডি. এ — জেলা ধালা, আমবাসা

(ঘ) ডি. আর. ডি. এ — উত্তর ত্রিপুরা, কালাশহর

(xv) (ক) উত্তরপ্রদেশ ব্যাকওয়ার্ড ফিনান্স ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লক্ষ্মৌ

(খ) উত্তরপ্রদেশ সহকারী গ্রাম বিকাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, লক্ষ্মৌ

(গ) উত্তরপ্রদেশ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন, কানপুর।

ভারতীয় পুনর্বাসন পরিষদ অধিনিয়ম, ১৯৯২

১৯৯২ সালের অধিনিয়ম সংখ্যা ৩৪

২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

ভারত সরকার

কল্যাণ মন্ত্রালয়

১২ ভারত বহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রদত্ত দেয় গুণযোগ্যতার স্বীকৃতি
১৩ নির্ঘন্টে প্রদত্ত গুণযোগ্যতাধারী ব্যক্তিদের দাবী পঞ্জীযোগ্যতা
১৪ পঠন এবং পরীক্ষাক্রমের পক্ষে বিবরণ সংগ্রহের ক্ষমতা
১৫ পরীক্ষা পরিদর্শক
১৬ পরীক্ষায় দর্শক
১৭ স্বীকৃতি প্রত্যাহার
১৮ শিক্ষার ন্যূনতম মাত্রা
১৯ নথীভুক্তকরণ
২০ নথীভুক্ত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার
২১ বৃত্তিধারীদের আচরণ এবং নিবন্ধতালিকা থেকে নাম অপসারণ
২২ নিবন্ধতালিকা থেকে অপসারণ আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন
২৩ নিবন্ধ তালিকা
২৪ পরিষদীয় তথ্য এবং প্রকাশনা
২৫ অপরাধাদির অবগতি
২৬ সংপ্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত কর্মের রক্ষণ
২৭ পরিষদীয় কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী
২৮ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা
২৯ নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা
৩০ প্রবর্তিত আইন-নিয়ম লোকসভায় উপস্থাপন

ব্যাখ্যামূলক পরিশিষ্ট

ভারতীয় পুনর্বাসন পরিষদ

অধিনিয়ম ১৯৯২

বিভাগ বিন্যাস

পরিচ্ছেদ ১

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতীয় পুনর্বাসিন পরিষদ অধিনিয়ম, ১৯৯২

অধিনিয়ম সংখ্যা ৩৪, ১৯৯২

[১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২]

পুনর্বাসিন বৃত্তিধারীদের শিক্ষা এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসিন নথি রক্ষণে এবং তৎসংক্রান্ত অথবা তদন্তর্গত বিষয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ভারতীয় পুনর্বাসিন পরিষদের গঠনকল্পে অধিনিয়ম।

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের ত্রিবত্বাবিংশৎ বৎসরে ইহা লোকসভা কর্তৃক নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে অধিনিয়ম হক —

পরিচ্ছেদ ১

প্রারম্ভিক

১(১) এই অধিনিয়মে ভারতীয় পুনর্বাসন পরিষদ অধিনিয়ম, ১৯৯২ রূপে জ্ঞাত হবে।

(২) ভারত সরকারের দপ্তরীয় ঘোষপত্রে সূচিত তারিখ থেকে এই অধিনিয়ম কার্যকারী হবে।

২(১) এই অধিনিয়মে প্রসঙ্গ যদি না অন্যরূপ ইঙ্গিত করে, —

(অ) ধারা ৩ উপধারা (৩)-এ নিযুক্ত পরিষদের সভাধ্যক্ষই "সভাধ্যক্ষ" রূপে গণ্য হবেন;

(আ) "পরিষদ" বুঝাবে ধারা ৩-র মাধ্যমে গঠিত ভারতীয় পুনর্বাসন পরিষদকে;

(ই) "প্রতিবন্ধী" বুঝাবে সেই ব্যক্তি যিনি

(১) দর্শন প্রতিবন্ধী

(২) শ্রবণ প্রতিবন্ধী

(৩) গমনাগমনের অশক্তিতে ভুগছেন; অথবা

(৪) মানসিক প্রতিবন্ধিতায় ভুগছেন।

(ঈ) "শ্রবণ প্রতিবন্ধী" বুঝাবে বধিরতা যেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল কানে ৭০ ডেসিবেল বা তার বেশী অথবা দুই কানেই পূর্ণ বধিরতা;

(উ) "গমনাগমন প্রতিবন্ধিতা" বুঝাবে তেমন ব্যক্তির যিনি স্থান থেকে স্থানে নিজেকে চলনক্রিয়ায় বা বস্তুকে তেমনভাবে চালনায় অপারগ যে অপারগতা হাড়, গ্রন্থি, পেশী বা স্নায়ুর অসুস্থতার কারণে সৃষ্ট;

(ঊ) "সভ্য" সেই ব্যক্তি যিনি সভাধ্যক্ষসহ ধারা ৩ উপধারা (৩)এ নিযুক্ত;

(ঋ) "সভ্য-সঞ্চালক" সেই ব্যক্তি যিনি ধারা ৮এর উপধারা(১) দ্বারা তদ্ভাবে নিযুক্ত;

(৯) "মানসিক প্রতিবন্ধিতা" বুঝায় বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূন স্বাভাবিকতা বিশিষ্ট মনের বিঘ্নিত বা অসম্পূর্ণ অবস্থা;

(এ) "অধিসূচনা" বুঝাবে ভারতীয় ঘোষপত্রে প্রকাশিত জ্ঞাপন;

(ঐ) "নির্দেশিত" অর্থে বুঝাবে যা নিয়মদ্বারা নির্দিষ্ট;

(ও) "স্বীকৃত নির্বাসন শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী" বলতে বুঝাবে নির্ঘন্টে অঙ্গীকৃত যে কোন একটি;

(ঔ) "নথি" বুঝাবে ধারা ২৩-র উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন নথি;

(ক) "নিয়ম" এই অধিনিয়মে কৃত নিয়ম-কে বুঝাবে;

(খ) "পুনর্বাসন বৃত্তিধারী" হলেন —

(১) শ্রুতিবিৎ এবং বাকবিজ্ঞানী

(২) নিদানিক মনস্তত্ত্ববিদ

(৩) শ্রবণবর্ধন এবং কর্মউদ্দীপন কারিগর

(৪) পুনর্বাসন বিধায়ক এবং কারিগর

(৫) বিশেষ শিক্ষকেরা যাঁরা প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং শিক্ষণ দেন

(৬) বৃত্তীয় উপদেষ্টা, কর্মনিয়োগ আধিকারিক এবং কর্মস্থানার্পন আধিকারিক যাঁরা প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মরত;

(৭) নামার্থক পুনর্বাসন বিজ্ঞানী এবং কারিগরেরা; অথবা

(৮) এমন সম্প্রদায়ের বৃত্তিধারীরা যাঁদের পরিষদের পরামর্শে কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত করবেন

(গ) "দৃষ্টি প্রতিবন্ধী" তেমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যিনি নিম্নলিখিত যে কোন একটি থেকে আক্রান্ত;

(১) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা

(২) অপেক্ষাকৃত ভাল চোখে চশমা সহ অনধিক ৬/৬০ বা ২০/২০০ (স্নেলেন) দর্শনযোগ্যতা

(৩) সমাত্রা বা নিকৃষ্ট মাত্রার কোন সৃষ্টিকারী দর্শনক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা

(২) এই অধিনিয়মে উল্লেখিত কোন আইন বা তার অনুবিধি যা প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বলবৎ নয় সূচিত করবে সম্পর্কিত বলবৎ আইন বা তার কোন অনুবিধি।

পরিচ্ছেদ ২

ভারতীয় পুনর্বাসন পরিষদ

৩(১) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত তারিখে এই অধিনিয়মের কারণে পুনর্বাসিন পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠিত হবে।

(২) উপরোক্ত নামে পরিষদ হবে একটি যৌথ সংস্থা যে, এজমালী মোহন এবং নিত্য পারম্পর্য সহ, এই অধিনিয়মের বিধানের অধীনে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ, রক্ষণ এবং হস্তান্তরের এবং উপরোক্ত নামে আদালতে আবেদন এবং আবেদিত হওয়ার ক্ষমতায় বৃত থাকবে।

(৩) পরিষদ নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে গঠিত হবে, যথা —

(ক) সভাধ্যক্ষ যিনি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমাজসেবা বা পুনর্বাসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিযুক্ত

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে কর্মরত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত হবেন তিন জন সভ্য—

(১) কল্যাণ

(২) স্বাস্থ্য এবং

(৩) বিত্ত

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় খয়রাতি পর্ষদকে প্রতিনিধিত্ব করবেন এমন একজন সভ্য কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করবেন

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করবেন একজন সভ্য যিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ মহানির্দেশালয়কে প্রতিনিধিত্ব করবেন

(ঙ) বর্ষানুক্রমে আবর্তনশীল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত হবেন দু'জন সদস্য যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করবেন সমাজকল্যাণে রত মন্ত্রণালয় অথবা রাষ্ট্রীয় বা বিভাগ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

(চ) কেন্দ্রীয় সরকার অনধিক এমন ছ'জন সদস্য যাঁরা পুনর্বাসন বৃত্তিধারী রূপে স্বেচ্ছাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

(ছ) ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬ অনুযায়ী পঞ্জীকৃত এবং প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে রত অনধিক চার জন এমন চিকিৎসকদের সদস্যরূপে নিযুক্ত করবেন

(জ) সংসদ থেকে তিনজন সদস্য যার মধ্যে দু'জন নির্বাচিত হবেন লোকসভা থেকে এবং অপর জন রাজ্যসভা থেকে

(ঝ) প্রতিবন্ধীদের সক্রিয় সেবায় রত সমাজসেবকদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করবেন তিনজন সদস্য

(ঞ) পদাধিকার বলে সভ্য-সঞ্চালক

(৪) পর্ষদের সদস্যপদের ধারক সংসদের সভ্য হওয়া বা সেকারণে মনোনীত হওয়ার কারণে অযোগ্য নিবেদিত হবেন না।

(১) নিযুক্তির দিন থেকে দু'বছর বা যতোদিন না পদের উত্তরপুরুষ যথাযথভাবে নিযুক্ত হন — উভয়ের মধ্যে দীর্ঘতর সময় পর্যন্ত সভাধ্যক্ষ বা সদস্য পদবৃত থাকবেন।

(২) পরিষদের আকস্মিক পদশূন্যতা ধারা ৩-র ব্যবস্থা অনুযায়ী পূরণ করা হবে এবং নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্র অবশিষ্ট সময়ের জন্য বৃত থাকবেন — এই অবশিষ্ট সময় যাঁর স্থানে তিনি নিযুক্ত হবেন তাঁর পদে বৃত থাকার সময় তক।

(৩) পরিষদের নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে বছরে কমপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী উপদিষ্ট নিয়ম-প্রণালী অনুসরণ করবে।

(৪) সভাধ্যক্ষ কোন কারণবশতঃ সভায় যোগ দিতে অসমর্থ হলে সভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্য থেকে কোন একজন নির্বাচিত সভ্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৫) পরিষদের সভায় উত্থিত বিষয়াদি উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্ণীত হবে এবং ভোট সমান সমান হলে সভাধ্যক্ষ অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে যিনি সভা পরিচালনা করবেন তাঁর দ্বিতীয় বা জয়পরাজয় নির্ণায়ক ভোটের অধিকার থাকবে।

(৫) কোন ব্যক্তি সভ্যপদের উপযুক্ত হবেন না, যদি তিনি

(অ) মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় থাকেন বা হয়ে যান অথবা উপযুক্ত আদালত দ্বারা সেরূপ ঘোষিত হন

(আ) এমন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন বা হয়েছেন যা কেন্দ্রীয় সরকারের মতে নৈতিকনীচতার পরিচায়ক হয়

(ই) দেউলিয়া হন বা কোন সময়ে আদালত দ্বারা দেউলিয়া ঘোষিত হন

(৬) যদি কোন সভ্য

(অ) ধারা ৫-এ উল্লিখিত অযোগ্যতাবলীর কোন একটির সম্পর্কিত হন, অথবা

(আ) পরপর তিনটি সভায় বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকেন যা পরিষদের মতে যথার্থ মনে হয়, অথবা

(ই) ধারা ৩ উপধারা ৩-র(ছ)-এ উল্লিখিত সভ্য যদি ইন্ডিয়ান মেডিকেল রেজিস্টারে পঞ্জীকৃত না হন সেক্ষেত্রে এমন সভ্যের পদ শূন্য বলে ধরা হবে।

(৭) (১) এই অধিনিয়মের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার কারণে পরিষদ সভ্যদের মধ্য থেকে একটি কার্যকরী সমিতি এবং প্রয়োজনবোধে এমন বিশেষ সমিতি গঠন করবেন যা দিয়ে সাধারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধিত হতে পারে।

(২) কার্যকরী সমিতিতে থাকবেন সভ্য পদাধিকার বলে সভাধ্যক্ষ এবং কমপক্ষে ৭ জন এবং অনধিক ১০ জন সভ্য যাঁরা সভ্যবৃন্দের মধ্য থেকে পরিষদের দ্বারা মনোনীত হবেন।

(৩) পরিষদের সভাধ্যক্ষ কার্যকরী সমিতির সভাধ্যক্ষ হবেন;

(৪) অধিনিয়মে ক্ষমতা ও কর্তব্যাদি ন্যস্ত হওয়ার পরও কার্যকরী সমিতি বা অন্য সমিতি সেই সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার ও কর্তব্যাদি সম্পাদন করবেন যা সমিতি প্রসঙ্গত সম্পাদিত নিয়মে অর্পণ করবেন।

(৮) (১) কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের নেতৃত্বে এমন নির্দেশিত ক্ষমতার ব্যবহার এবং এমন কর্তব্যের সম্পাদন করার জন্য নিয়োগ করবেন সভ্য সঞ্চালক বা যে ক্ষমতা ইত্যাদি সভাধ্যক্ষ কর্তৃক অর্পিত হতে পারে।

(২) এই অধিনিয়মের উদ্দেশ্য পরিপালনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বমঞ্জুরী-সহ পরিষদ প্রয়োজনবোধে আধিকারিক এবং কর্মচারী নিয়োগ করবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বমঞ্জুরী সহ পরিষদ সভাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য সভ্যের দেয় ভাতাদি নির্দিষ্ট করবেন এবং সভ্য-সঞ্চালক আধিকারিক এবং অপর কর্মচারীদের চাকুরীর শর্ত নির্ধারণ করবেন।

(৯) পরিষদের ক্রিয়া বা কার্যবিবরণী বা কোন সমিতির কার্য়বিবরণীকে পদশূন্যতার অথবা পরিষদের বা সমিতির পাঠনিক ত্রুটির, যেখানে যেমন হয়, কারণে অবৈধ বিবেচনা করা হবে না।

(১০) (১) পরিষদের গঠনের দিন থেকে পুনর্বাসিন পরিষদ বিদেহী পরিগণিত হবে এবং এই বিদেহীভাবকে —

(অ) পুনর্বাসিন পরিষদের বা তার অধিনীকৃত স্থাবর এবং অস্থাবর ভূসম্পত্তি এবং সম্পদ পরিষদে ন্যস্ত হবে

(আ) পুনর্বাসিন পরিষদের যাবতীয় অধিকার এবং দায়ভার স্থানান্তরিত হয়ে পরিষদের অধিকার এবং দায়ভার হিসাবে গণ্য হবে

(ই) (আ)-র বিবেচনা ক্ষুণ্ণ না করে পুনর্বাসিন পরিষদের দ্বারা, সহিত বা পক্ষে, উক্ত দিনের আগে, পুনর্বাসিন পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অঙ্গীকৃত দায়, সম্পাদিত চুক্তি এবং যে সব বিষয় সম্পন্ন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে সে সমস্ত অঙ্গীকার, সম্পাদনা পরিষদের, তার সঙ্গে বা তার জন্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঈ) উক্তদিনের আগে পুনর্বাসিন পরিষদের প্রাপ্য যাবতীয় অর্থ পরিষদের প্রাপ্য হিসাবে বিবেচিত হবে

(উ) পুনর্বাসিন পরিষদের দ্বারা বা বিরুদ্ধে যে সমস্ত মোকদ্দমা এবং আইনের সাহায্যে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রুজু করা হয়েছে বা করার যোগ্য ছিল, উক্ত দিকের প্রাক্কালে, পরিষদ কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে সেগুলি চালিয়ে যাওয়া, রুজু করা যেতে পারে।

(ঊ) সম্পর্কিত দিকের আগে পুনর্বাসিন পরিষদের অধীনে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারী বেতন, ছুটি, ভবিষ্যনিধি, কর্মবিরতি এবং অন্যান্য প্রান্তিক সুবিধাদি পরিষদ গঠিত না হলে যেগুলি তিনি অনুস্যূত নিয়ম-সর্তে পেয়ে থাকতেন সেগুলি তিনি পরিষদের কর্মচারী হিসাবে অথবা তিনি যদি পরিষদের কর্মচারী না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন তবে সেই প্রকাশের তারিখ থেকে ছ মাস অতিক্রম না করা অবধি, পাবেন।

(২) এই ধারায় পরিষদের নিত্যক্রিয়ায় আত্মীকরণের কারণে ইনডাসস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট, ১৯৪৭ অথবা অন্য কোন চালু আইনের বলে কেউ কোন ক্ষতিপূরণ পাবেন না এবং এ কারণে কোন দাবী কোন আদালত, সালিস-সভা বা সরকারী কর্তৃত্বদ্বারা গৃহীত হবে না।

ব্যাখ্যা : এই ধারায় "পুনর্বাসিন পরিষদ" বলতে বুঝতে হবে সেই পুনর্বাসিন পরিষদ, একটি সমিতি যেটা সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৬০ অনুযায়ী গঠিত এবং পঞ্জীকৃত এই পরিষদ গঠনের ঠিক আগে থেকে ক্রিয়াশীল।

পরিচ্ছেদ ৩

পরিষদের কার্য্যাবলী

১১. (১) তফসিলে অন্তর্ভুক্ত যে সব গুণ-যোগ্যতা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় তা পুনর্বাসিন বৃত্তিজীবীদের গুণ-যোগ্যতা হিসাবে গণ্য হবে।

(২) এই তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন শিক্ষা-যোগ্যতা পুনর্বাসিন বৃত্তিধারীদের অর্পণকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উক্ত শিক্ষাযোগ্যতার স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের সাথে মন্ত্রণার পর তফসিল পরিবর্তনে এবং উক্ত গুণযোগ্যতা অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য ইশতিহার প্রকাশ করতে পারেন। এমন ইশতিহারে তফসিলের শেষ স্তম্ভে এমন গুণযোগ্যতার পক্ষে স্বীকৃতিদানের বিশিষ্ট তারিখ থেকে উল্লেখ করার নির্দেশ থাকতে পারে।

১২. শিক্ষা-যোগ্যতা স্বীকারের জন্য বহির্ভারতীয় দেশের সাথে পারস্পরিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিষদ আলাপ-আলোচনা করতে

পারেন এবং পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ইশতিহার ঘোষণায় তফসিল পরিবর্তনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, তেমন গুণ-যোগ্যতা যেটা পরিষদ স্বীকারে নির্ণয় করেছেন। এমন গুণ-যোগ্যতার বিশেষ তারিখ থেকে গ্রাহ্যতার বিষয়ে তফসিলের শেষ স্তম্ভে উল্লেখের পক্ষে নির্দেশ দিতে পারেন।

১০. (১) এই অধিনিয়মের অন্যান্য বিধির সাপেক্ষে তফসিলে অন্তর্ভুক্ত গুণ-যোগ্যতা নথিতে পঞ্জীকরণের কারণে যথার্থ গণ্য হবে।

(২) স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণ-যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নথিভুক্ত পুনর্বাসন বৃত্তিধারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি

(অ) সরকারী বা স্থানীয় বা অন্য কর্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়ে পুনর্বাসন বৃত্তিধারী অথবা এরূপ কোন পদে (যে পদনামেই অ্যাখ্যাত হোক) বৃত হবেন না

(আ) ভারতের কোথাও পুনর্ববাসন বৃত্তিধারী রূপে ব্যবসা করতে পারবেন না

(ই) আইনে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র যেটা পুনর্বাসন বৃত্তিধারী সই বা প্রত্যয়িত করতে পারেন এমন প্রমাণপত্র সই বা প্রত্যয়িত করতে পারবেন না;

(ঈ) প্রতিবন্ধীর বিষয়ে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ১৮৭২-র ৪৫ নং ধারায় কুশলী হিসাবে যে কোন আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

গোপনীয় যে, এই অধিনিয়ম চালু হওয়ার দিন যদি কোন ব্যক্তি পুনর্বাসন বৃত্তিধারীর স্বীকৃত গুণ-যোগ্যতা সম্পন্ন হন, সে সময় থেকে তিনি ছ মাসের জন্য পুনর্বাসন বৃত্তিধারীরূপে বিবেচিত হবেন এবং যদি তিনি ছ মাসের মধ্যে নথিতে পঞ্জীকৃত হওয়ার জন্য আবেদন করে থাকেন, তাহলে সেই আবেদন যতো দিন না মীমাংসিত হয়।

(৩) উপধারা (২)-এ নির্দেশিত বিধির লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ব্যাপ্তিযোগ্য এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন অথবা ব্যাপ্তিযোগ্য এক হাজার টাকার জরিমানায় দণ্ডিত হবেন অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১৪. ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাঁরা স্বীকৃত গুণ-যোগ্যতা প্রদান করেন, তাঁরা পরিষদের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে উক্ত গুণ-যোগ্যতা অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা সম্পর্কে, কি বয়সে উক্ত গুণ-যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য পাঠ্যক্রম অবলম্বনীয় এবং পরীক্ষা দেয় এবং এমন গুণযোগ্যতা অর্জনের জন্য সাধারণ আবশ্যিকতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবেন।

১৫ (১) পরিষদ আবশ্যকতা বিবেচনীয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিযুক্ত করবেন যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন যেখানে পুনর্বাসন বৃত্তিধারী কাজ করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত গুণ-যোগ্যতাকে স্বীকৃত গুণ যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করার জন্য সুপারিশ কল্পে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত পরিদর্শকেরা কোন শিক্ষণ বা পরীক্ষা পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবেন না কিন্তু এরূপ শিক্ষায় কর্মচারী, যন্ত্রপাতি, স্থান, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুবিধাদি সহ প্রদেয় শিক্ষার পূর্ণতা অথবা প্রত্যেক পরীক্ষার পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে পরিষদের গোচরীভূত করবেন।

(৩) পরিষদ উপধারা (২) অনুযায়ী পরিদর্শকের বিবরণী সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মন্তব্য সহ বিবরণীর একটি কপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবেন।

১৬. (১) পরিষদ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দর্শক নিযুক্ত করতে পারেন যাঁরা পুনর্বাসন বৃত্তিধারীদের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন বা স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতা মঞ্জুর করার জন্য কোন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি, তিনি পরিষদের সভ্য হন বা না হন, দর্শক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন কিন্তু কোন ব্যক্তি যিনি ধারা ১৫ উপধারা (১) অনুযায়ী কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত হলে তিনি সেই পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য দর্শক নিযুক্ত হতে পারবেন না।

(৩) দর্শক কোন শিক্ষণ বা পরীক্ষা পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবেন না কিন্তু পুনর্বাসন বৃত্তিধারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী, যন্ত্রপাতি, স্থান, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুবিধাসহ পরীক্ষা পরিচালন বা সংঘটিত প্রতি পরীক্ষার পর্য্যাপ্ততা সম্বন্ধে সভাধ্যক্ষের কাছে বিবরণী পেশ করবেন।

১৭. (১) পরিদর্শক বা দর্শকের বিবরণী পেয়ে পরিষদের যদি মনে হয়

(অ) শিক্ষাক্রম এবং অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় পদপ্রার্থীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অথবা

(আ) কর্মচারী, যন্ত্রপাতি, স্থান, শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্য সুবিধাদি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা পরিষদের স্তর অনুযায়ী নয় যখন পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

(২) উপস্থাপিত বিষয়টি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে পারেন এমন সময়সীমা জানিয়ে যার মধ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁদের কৈফিয়ত সরকারের কাছে পেশ করতে পারেন।

(৩) কৈফিয়ত প্রাপ্তির পর বা অপ্রাপ্তিতে কৈফিয়ত পেশ করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে, বিবেচনায় এবং প্রয়োজনে আরও অনুসন্ধান করার পর কেন্দ্রীয় সরকার ইশতিহারে এমন নির্দেশ দিতে পারেন যে তফসিলে স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতার ক্ষেত্রে এমন উল্লেখ করতে হবে যে উক্ত গুণযোগ্যতা মঞ্জুর হওয়ার বিশিষ্ট তারিখ থেকে স্বীকৃত গুণযোগ্যতা রূপে গণ্য হবে অথবা বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতা মঞ্জুর হওয়ার বিশিষ্ট তারিখ থেকে অনুরূপভাবে গণ্য হবে অথবা স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতা বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মঞ্জুর হওয়ার তারিখ থেকে অনুরূপভাবে স্বীকৃত হবে।

১৮. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতা মঞ্জুরীর জন্য পরিষদ ন্যূনতম শিক্ষাস্তর নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

১৯. নিয়মিত পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি আবেদন করলে সভ্য-সঞ্চালক ব্যক্তিটির স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতায় সন্তুষ্ট হলে পর তিনি তাঁর নাম নথিভুক্ত করতে পারেন

২০. স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের নিযুক্তির ক্ষেত্রে এই অধিনিয়মের সর্ত এবং বাধার সাপেক্ষে নথিতে তাৎক্ষণিক পঞ্জীকৃত ব্যক্তি ভারতের যে কোন স্থানে পুনর্বাসন বৃত্তিধারী রূপে কর্মরত থাকতে পারেন এবং কর্মরতির কারণে, আইনতঃ ব্যয়, ঔষধাদি অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতির মূল্য অথবা ন্যায্যতঃ প্রাপ্য পারিশ্রমিক আদায় করতে পারেন।

২১. (১) পরিষদ পুনর্বাসন বৃত্তিধারীদের জন্য বৃত্তীয় আচার-আচরণ এবং নীতির বিধি নির্দিষ্ট করতে পারেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নিয়মাদি নির্দিষ্ট করবে কী ধরনের উল্লঙ্ঘন বৃত্তির সম্পর্কে অপ্রসিদ্ধ আচরন অর্থাৎ বৃত্তীয় দুর্ব্যবহার হিসাবে গণ্য হবে এবং তৎকালীন অন্যান্য আইনের সম্পর্কিত বিধান সত্ত্বেও এমন বিধান থাকবে যা কার্যকরী হবে।

(৩) পরিষদ নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তির নাম নথি থেকে অপসারিত হবে যখন পরিষদ ব্যক্তিটির বক্তব্য পেশের জন্য সঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পর এবং পরে এমন অনুসন্ধান করে সন্তুষ্ট হন এবং বিবেচনায় এমন ক্রিয়ায়

(১) যে তাঁর নাম ভুল বা অসত্য পরিচয় বা বাস্তব ঘটনার গোপনতা বশতঃ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

(২) যে তিনি অপরাধাবশতঃ দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বা বৃত্তীয় ক্ষেত্রে অপ্রসিদ্ধ আচরণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বা

বৃত্তীয় আচার আচরণ বা নীতির বিধি উল্লঙ্ঘন করেছেন যা পরিষদের মতে তাঁকে নথিভুক্তিতে অযোগ্য প্রতিপন্ন করেছে।

(৩) উপধারা (৩) অনুযায়ী এই মর্মে আদেশ জারী হতে পারে যে, যে ব্যক্তির নাম নথি থেকে অপসারণ করা হয়েছে, তিনি এই অধিনিয়মে চিরকালের কিংবা নির্দেশিত বৎসরের জন্য নাম নথিভুক্তি করনে অযোগ্য থাকবেন।

২২. (১) বিধিবদ্ধ পুনর্বাসন গুণযোগতা সম্পন্নতা ছাড়া অন্য যে কোন কারণে যখন কোন ব্যক্তির নাম নথি থেকে অপসারিত হয়, তখন তিনি কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিত মাসুল সহ অন্যান্য সর্তাদির পুষ্টিতে নিয়মানুগভাবে আবেদন করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(২) ধারা ২১ উপধারা (৩) অনুযায়ী আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে কোন আবেদন উপধারা (১) অনুযায়ী পেশ না হলে গৃহীত হবে না।

গোপনীয় যে ৩০ দিন অতিক্রান্ত হলেও কোন আবেদন গৃহীত হতে পারে যদি আবেদনকারী কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন পেশ করতে না পারার যথার্থ কারণে সন্তুষ্ট করতে পারেন।

২৩. (১) এই অধিনিয়মের বিধান অনুযায়ী নথি রক্ষণ এবং সময়ে সময়ে পরিষদের নির্দেশানুসারে নথি সংশোধন এবং সরকারী ঘোষণাপত্রে প্রকাশ সভ্য-সঞ্চালকের কর্তব্য।

(২) ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২-র নাগালের মধ্যে নথিকে সাধারণ দলিল হিসাবে এবং প্রমানে তার প্রতিলিপি যথেষ্ট গণ্য হবে।

২৪. (১) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনে পরিষদ যে সরকারের কাছে রিপোর্ট, সভার ধারা হিসাবের সারাংশ এবং অন্যান্য বিবরণ পেশ করবেন।

(২) সমীচীন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সব রিপোর্ট, প্রতিলিপি সারাংশ অথবা পরিষদের পেশ-করা অন্যান্য বিবরণ এই ধারায় বা ধারা ১৬ অনুযায়ী প্রকাশ করতে পারেন।

২৫. কোড্ অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর, ১৯৭৩-র বিধান সত্ত্বেও, পরিষদের অধিকারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত নালিশ ছাড়া কোন আদালত এই অধিনিয়মে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারবেন না।

২৬. এই অধিনিয়মে সৎ প্রত্যয়ে কৃত কর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, পরিষদ, সভাধ্যক্ষ, সভ্যবৃন্দ, সভ্য-সঞ্চালক অথবা কোন আধিকারিক বা পরিষদের অন্য কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা আইনী প্রক্রিয়া রুজু করা যাবে না।

২৭. এই অধিনিয়মের বিধান অনুযায়ী বা তদন্তর্গত আইন বা নিয়ম অনুযায়ী কর্মরত সভাধ্যক্ষ, সভ্যবৃন্দ, সভা-সঞ্চালক, আধিকারিক এবং পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারা ২১ মর্মে সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হবেন।

২৮. এই অধিনিয়মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইশতিহার জারী করে আইন প্রণয়ন করতে পারেন।

২৯. কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব অনুমোদন নিয়ে পরিষদ ইশতিহার জারী করে এই অধিনিয়মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সাধারণত্ব খর্ব না করে এই সব নিয়ম বিহিত করবে —

(১) পরিষদের সম্পত্তির পরিচালনা

(২) পরিষদের হিসাব রক্ষণ এবং তার পরীক্ষা

(৩) পরিষদ সভ্যদের পদত্যাগ

(৪) সভাধ্যক্ষের ক্ষমতা এবং কর্তব্য

(৫) ধারা ৪ উপধারা (৩) অনুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদনের পদ্ধতি

(৬) ধারা ৭ অনুযায়ী কার্যকরী এবং অন্যান্য সমিতির কর্ম সম্পাদনা

(৭) ধারা ৮ উপধারা (১) অনুযায়ী সভ্য সঞ্চালকের ক্ষমতা এবং কর্তব্য

(৮) পরিদর্শক এবং দর্শকদের গুণ-যোগ্যতা, নিয়োগ, ক্ষমতা এবং কর্তব্য এবং তাঁদের পালনীয় ক্রিয়াপদ্ধতি

(৯) স্বীকৃত পুনর্বাসন গুণযোগ্যতা প্রদানের পক্ষে পাঠের বা শিক্ষণের ক্রম এবং সময়সীমা, পরীক্ষিতব্য বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষায়তনে প্রাপনীয় দক্ষতা

(১০) কর্মচারীদের, যন্ত্রপাতি, স্থান, পুনর্বাসন বৃত্তিধারীদের পাঠ এবং শিক্ষণের সুবিধাদির মান

(১১) পরীক্ষা পরিচালনা, পরীক্ষকদের গুণযোগ্যতাদি এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সর্তাদি

(১২) ধারা ২১ উপধারা (১) সম্পর্কিত পুনর্বাসন বৃত্তিধারীদের পালনীয় বৃত্তীয় আচার-আচরণ এবং নীতির বিধান

(১৩) এই অধিনিয়মে নথিভুক্তির আবেদনে গোপণীয় বিষয় এবং গুণযোগ্যতার পুষ্টিতে দেয় প্রমাণ

(১৪) ধারা ২২ উপধারা (১) অনুযায়ী পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কিভাবে এবং কি সর্ত অনুসারে আবেদন পেশ করা যেতে পারে।

(১৫) এই অধিনিয়মে আবেদনপত্র এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনের দেয় মাসুল

(১৬) এছাড়া অন্য যে কোন বিষয় যা বিহিত হয় বা হতে পারে

৩০. এই অধিনিয়মে প্রণীত প্রতিটি আইন বা নিয়ম প্রণয়নের সাথে সাথে চালু সংসদের প্রতিটি কক্ষে মোট ত্রিশ দিনের জন্য পেশ করতে হবে এবং এই ত্রিশ দিন সংসদের একটি অধিবেশনে বা দ্বিতীয় বা পরবর্তী অধিবেশনে সম্পূটিত এবং যদি উপরোক্ত অধিবেশনের পরবর্তী অধিবেশনের বিরতির আগে যদি সংসদের উভয় কক্ষ প্রণীত আইন বা নিয়মে কোন পরিবর্তনে সম্মত হন বা উক্ত আইন বা নিয়ম প্রণীত হবে না মনে করেন তাহলে পরিবর্তিত আকারে আইন বা নিয়ম ক্রিয়াশীল হবে বা অসংক্রিয় হবে। এই পরিবর্তন বা নাকচকরণ হবে উক্ত আইন বা নিয়মের পূর্বে প্রণীত বিষয়ের বৈধতা ক্ষুণ্ণ না করে।

মুদ্রাকর ঃ

কেমব্রিজ লেজার প্রিন্ট, এফ ৫৫, দক্ষিণাপণ, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৮
ফোন ঃ ৪৭৩ ৩৩৭১, ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ৪৭৩ ১২৪৬